ইংরেজ চরি

বা

জন্‌বুল।

C. D. K. C

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু
প্রণীত

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা;

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী মেসিনপ্রেসে
শ্রীবিহারিলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

——

১২৯২ সাল।

মূল্য ॥০ মাত্র।

সূচিপত্র।

———

ভূমিকা

ফরাশী-গ্রন্থকার মাক্সওরেল রচিত "John Bull et son ille" নামক ফরাশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "ইংরেজ চরিত অথবা জন্‌বুল" বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হইল। ইংরেজচরিতেরগূঢ় মর্ম্ম এ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

ইংরেজ চরিত

অথবা

জন্‌বুল

KUNDU FAMILY LIBRARY
MOHEARY

স্বর্গেও ইংরেজরাজ্য

জনবুল—তাঁহার রাজ্যে সূর্য্যদেব অস্তগমন করেন না—পৃথিবীতে তাঁহার রাজ্যাধিকার—জনবুলের কোন কোন শত্রুর দুর্দ্ধর্ষতা—কি প্রকারে উপনিবেশ স্থাপন সংরক্ষণ ও ধ্বংস হয়।

জনবুলের বিপুল ভূমি-সম্পত্তি। ব্রিটিশদ্বীপপুঞ্জ (ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড)—যাহার নাম জনবুল যুক্তরাজ্য রাখিয়াছে, অর্থাৎ লোকে বুঝুক যে আয়র্ল্যাণ্ড তাহার প্রতি বড় অনুরক্ত; জিব্রল্টার দুর্গ—যাহার বলে জন, অতি অপ্রশস্ত প্রণালীও নির্ভয়ে অতিক্রম করিতে সক্ষম; মল্টা ও সাইপ্রস-দ্বীপ—যাহা প্রহরীস্বরূপ ভূমধ্যসাগরের ঘাটী রক্ষা করিতেছে; এই সকল জনবুলের সম্পত্তি—যে সম্পত্তির অঙ্গ প্রতি দিন যাদুমন্ত্রে পুষ্ট হইতেছে।

মিসরদেশে আজি কালি তাহার বেশ পড়্‌তা। আপাততঃ কিছু দিনের জন্য জন স্বীয় তরবারিদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া

মিসর-সাগরে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। সুয়েজের খাল-খনন কল্পনা করা দূরে থাকুক, তাহা বন্ধ করিবার জন্য, জন আন্দোলনে স্বর্গমর্ত্ত্য কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে দেখ, খালের অংশীদার হইয়া, তাহার প্রতি কেমন লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

লোহিতসাগরের সীমান্তস্থিত এডেননগর হইতে,জন স্বকিরীটের উজ্জ্বলতম মণি ভারতরাজ্যের বিষয়, নীরবে চিন্তা করিতে সক্ষম;—যে ভারতরাজ্যের মণিকাঞ্চনাচ্ছাদিত রাজাধিরাজবর্গ, ২৪ কোটী অধিবাসীর অধীশ্বর হইয়াও, তাহার বিনামা রঞ্জনে নিযুক্ত

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে, সায়রালিওঁ, গ্যাম্বিয়া, গোল্ড-কোষ্ট, লেগস, অ্যাসেনশন্ এবং, যেখানে একালের দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জন কর্ত্তৃক শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হয়েন, সেই সেণ্টহেলীনা দ্বীপ, তাহার অধিকারভুক্ত। দক্ষিণউপকূলে, উত্তমাশা অন্তরীপ, নেটাল ও জুলুল্যাণ্ড তাহার; ট্রান্সভেয়ালও তাহার তত্ত্বাবধারণের অধীন। পূর্ব্বউপকূলে, মারিচ দ্বীপ তাহার অধিকার ভুক্ত।

আমেরিকায় ক্যানেডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, বারমুডা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, জ্যামেকা, হণ্ডুরাজের এক অংশ, ট্রীনিডাড দ্বীপ, ব্রিটিশ গায়েনা ফক্ল্যাণ্ড ইত্যাদি তাহার অধিকার ভুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে জন, সমস্ত ওশেনিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা। নিউজিল্যাণ্ড-যাহা ইংল্যাণ্ডের দ্বিগুণ, এবং অষ্ট্রেলিয়া—যাহার পরিসর প্রায় সমগ্র ইউরোপের তুল্য - সমস্ত ইংরেজের দখলে।

জন, অতি সামান্য মাত্র রক্তপাতে এই সকল রাজ্য লাভ করিয়াছে, বলিতে হইবে; এবং অন্যান্য রাজাদের সহিত

তুলনা করিলে, অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যদ্বারা তাহা রক্ষা করিতেছে। সৈন্যদল, সংখ্যায় অল্প ও কতক অংশ সমাজের নীচ শ্রেণীর লোকে পূরিত—তাহা সত্ত্বেও, জনের কোন রাজ্যে যে আপাতত বিন্দুবিসর্গ বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহা দেখিতেছি না।

শাস্ত্র বলিতেছে "মনুষ্য যদি আত্মাই হারাইল, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীলাভে তাহার কি ফল?" জনবুলেরও ঠিক সেই ভাবনা, এবং সেই জন্যই ইহলোকে পরিতৃপ্ত না হইয়া, পরলোক লাভের জন্য, স্বর্গরাজ্যটা নিজের নামে ডাকিয়া রাখিয়াছে,—কারণ তাহার চক্ষে ভারত বা অষ্ট্রেলিয়া যেরূপ, স্বর্গ-রাজ্যও সেইরূপ সর্ব্বসম্বাদী ব্রিটিশরাজ্য।

ফরাশী গৌরবের জন্য; জার্ম্মানি ভোগবাসনা তৃপ্তির জন্য; রুষ গৃহকার্য্য হইতে প্রজার চিত্ত প্রত্যাহরণ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু বিবেচক নীতিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী জনবুল, বাণিজ্য বিস্তার, সসাগরা-ধরার নিয়ম ও শান্তিরক্ষা, এবং মানবজাতির মঙ্গল সাধনের জন্যই সংগ্রামে লিপ্ত হয়। জন যে কোন জাতিকে জয় করে, তাহা কেবল সেই জাতির ইহলোকে উন্নতি ও পরলোকে সংগতির জন্য; উদ্দেশ্য যে উচ্চ ও নীতিময় তাহা তোমাকে আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। "তোমার রাজ্য আমাকে দাও, আমি তোমাকে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র (বাইবেল) দিতেছি",—জনবুলের কার্য্য-পরম্পরা এই নীতিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বিনিময়কে অপহরণ কে বলিবে?

স্বীয় অভিপ্রায়ের নির্ম্মলতা ও কার্য্যের পবিত্রতা বিষয়ে জনের এত বিশ্বাস যে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সৈন্য হত হইলে

তাহা তাহার ভাল লাগে না,—অপরের দোষে সেই দুর্ঘটনা ঘটিল তাহাই প্রমাণের চেষ্টা করে। যুদ্ধের সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হইলে, টেলিগ্রাফ স্তম্ভের শিরোদেশে দেখিবে "অমুক যুদ্ধ—শত্রুপক্ষের এতসৈন্য হত এবং ব্রিটিশ পক্ষের এত সৈন্যের মহামারি", অর্থাৎ শত্রুপক্ষের প্রাণ অপেক্ষা ব্রিটিশ পক্ষের প্রাণ অধিক মূল্যবান। জুলুযুদ্ধের সময় অসভ্য জুলুরা একদিন হঠাৎ ইংরেজ দল আক্রমণ করিয়া কাজ ফরশা করিয়া দিয়া যায়। পর দিবস সমস্ত সংবাদ পত্রে বাহির হইল "ইজাণ্ডুলায় মহাবিভ্রাট—ব্রিটিশ সৈন্যের মহামারি ব্যাপার—অসভ্য জুলুদের অতি ভয়ানক চাতুরি।" জুলুরা যে তাহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া চাতুরির সহিত বধ করিয়াছে, সে দোষ তাহাদের প্রতি কেহ আরোপ করিতে পারে নাই; তবে তাহাদের বড় দোষ হইয়াছিল যে, ভদ্রলোকের রীতিঅনুসারে কাড্দ্বারা আপনাদের আগমন বার্ত্তা দিতে ভুলিয়াছিল—কাজে কাজেই তাহারা চাতুরি করিল। প্রতিবিধান জন্য লণ্ডন নগরে বলিয়া উঠিল, সমূলে জুলুবংশ ধ্বংস কর। কিন্তু ব্রিটিশ সিংহের এ সকল তর্জ্জন গর্জ্জন কিসের জন্য?—গরীব বাছারিদের এই মাত্র দোষ যে, শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে ইংলণ্ডের সুবুদ্ধি প্রবল হইল, জুলুদের প্রতি পরাজিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করা হইল।

ইংলণ্ড অন্তরে অন্তরে সদাশয়—কোন দেশ জয় করিয়া স্পষ্টরূপে বলা আছে "আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম।" কিন্তু সে যাহাই বল, বিষয়-বুদ্ধিজ্ঞান এমন আর কোন জাতির নাই। কোন দেশ জয় করিয়া জন অগ্রে তাহার সংস্কারে

প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে স্বাধীনতন্ত্র ও স্বায়ত্ত-শাসন দান, তাহাদের সহিত বাণিজ্য স্থাপন, তাহাদের ধন বৃদ্ধি করণ, তাহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে বিশেষ যত্ন করে। নূতন প্রদেশে গমন করিয়া বাস করিতে ও দেশীয়দের সহিত ভ্রাতৃ-ভাব স্থাপন করিতে, শত সহস্র ইংরেজ সদা প্রস্তুত। ইংল্যাণ্ড যখন স্বীয় উপনিবেশ মণ্ডলীকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করে, তখন কত লোক বলিল এই বার বুঝি ব্রিটিশ রাজ্যের ধ্বংস হয়। কিন্তু তাহাদের আশার বিপরীত ফল হইল,—ইহা দ্বারা উপনিবেশের সহিত মাতৃভূমির বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল। ইংল্যাণ্ড, রাজ্য রক্ষা করিতে যদি কেবল তরবারির উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে এতদিন তাহা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় লয় হইত। কিন্তু বাহুবল ইংরেজের প্রধান বল নহে। নীতি-বল, যাহা তরবারি-বল হইতে বলবৎতর—সেই **নীতিবল** ইংরেজ রাজ্যকে সংযুক্ত রাখিয়াছে।

ইংরেজ ও ফরাশী উপনিবেশ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। উপনিবেশ ফরাশীর পক্ষে যুদ্ধ-বিজ্ঞান-চর্চ্চার স্থান; ইংরেজের পক্ষে "জন বুল কোম্পানী" রূপ হউসের শাখা হউস বা গুদাম মাত্র। লণ্ডনের অভিপদস্থ অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশে গমন কর, তথায় বড়দিনের সময় অধিবাসীদিগকে ষ্ট্রবেরী* ফল খাইতে ও খড়ের টুপি মাথায় দিতে দেখিবে সত্য, কিন্তু এই প্রভেদ ব্যতীত সকল বিষয়েই মনে হইবে তুমি যেন ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত।

এক সময়ে পৃথিবীর নব-আবিষ্কৃত ভাগের প্রায় সমস্ত অংশ

বড় দিনের সময় অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে গ্রীষ্মকাল। সেই জন্য সেই সময়ে তথায় গ্রীষ্মের ফল ষ্ট্রবেরী পাওয়া যায়।

স্প্যানিশ জাতির অধিকারে ছিল; কিন্তু তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, উপনিবেশের অর্থে আপনারা ধনী হইব, সেই জন্য তাহারা সমস্ত উপনিবেশ হারাইল। উপনিবেশের শোণিত শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত শোষণ করিতে ইচ্ছা করিলে, এইরূপই হইয়া থাকে। সকল জাতির অদৃষ্টে উপনিবেশ স্থাপন লিখিত নাই।

যদি কখন কোন জাতি উপনিবেশ-কুশল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরেজ সেই জাতি। তাহার বিশেষধর্ম্ম, এমন কি তাহার বিশেষ দোষগুলিও তাহাকে উপনিবেশ-কুশল করিয়াছে।

এই জনবুল, যে ব্যক্তি পৃথিবীরূপ রঙ্গভূমে এরূপ প্রধান অংশ অভিনয় করিতেছে, যাহাকে পৃথিবীর সকল কুক্ষিতেই দেখিতে পাইবে,—সেই জনবুলকে আমরা গৃহে আলোচনা করিব।

বিলাতী ফুলশয্যা

দখল বড় জিনিষ—ভস্মাচ্ছাদিত বীর—সুখের ঘর—না ছোড়-বান্দা—তরণীর কাণ্ডারী—নূতন রকমের ফুলশয্যা—উভু-হাঁটা।

জনবুলের বড় গুণ যেখানে যায় সেই খানেই তাহার ঘরকন্না। বাধার দিকে দৃক্‌পাৎ করা বা নূতন স্থান বলিয়া বিস্মিত হওয়া তাহার কোষ্টিতে লিখে নাই। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি তাহার ভ্রাতৃভাব, সসাগরা ধরা তাহার ঘরেরই কথা।

ছুঁচ হয়ে পর গেহে প্রবেশে ইংরাজ।
ফাল হয়ে বাহিরিতে নাহি বাসে লাজ॥

এক হাত ভূমি দাও আপন উঠানে।
(সে)—চারি হাত করে লবে আপনারি গুণে॥

ফরাশী দেশের মনোহর মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কতকগুলি ইংরেজ সপরিবারে তথায় বাস করিয়াছে। আমার পরিচিত এক ডাক্তার তাঁহার ইংরেজ শিষ্যদের ব্যবহার জন্য খানিকটা স্থান ছাড়িয়া দেন। সেই জমিটার উপর তাহাদের অনেক হইতে টাক্ ছিল—কারণ জমিটা সহরের কাছে এবং দিব্য ক্রিকেট খেলাইবার উপযুক্ত। উপরিউক্ত ভদ্রতা প্রকাশের কিছু দিন পরে, আমার ডাক্তার-বন্ধু নিম্নলিখিত চিঠি পাইলেন;—"ক্রিকেট সভার সভ্যেরা অমুক ডাক্তার মহাশয়কে সম্মান পুরঃসর জানাইতেছেন যে, তাহাদের ক্রিকেট খেলাইবার স্থান হইতে আলু তুলিয়া লইলে তাহারা বড় বাধিত হইবে। কারণ ক্রিকেট-বল প্রায়ই আলুর বনে পড়িয়া হারাইয়া যায়।" দেখ, যাহার জমি তাহাকেই আলু তুলিয়া লইতে নুটিশ দেওয়া হইল।

আইনের চক্ষে অগ্রে অধিকার পশ্চাৎ স্বত্ব; পরদেশ আত্ম-সাৎ করিয়া রাজ্যবিস্তার করার এইটীই মূলমন্ত্র। জগতের যে কোন অজ-পাড়াগাঁয়ে ইংরেজকে স্থান দাও, অল্প দিন মধ্যেই দেখিবে, এক ক্রিকেট খেলিবার স্থান ও এক খৃষ্ট ধর্ম্মমন্দির মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইংরেজ অধিকারের সূচ্যগ্র অজ্ঞাত-সারে প্রোথিত হইয়াছে। ভারত বিজয়, ধরিতে গেলে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা এই রূপে সংসাধিত হইয়াছে অর্থাৎ লণ্ডনের কতকগুলি ব্যবসায়ী ভারত বিজয় করিয়াছে, এ কথা বলিলেও চলে।

জনবুল দর্পে পরিপূর্ণ, সাহসী, স্থিরবুদ্ধি, ছিনেজোঁক এবং ধূর্ত্তের অগ্রগণ্য। তাহার এমনই দর্প যে, যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব,

সে ব্যাপারে কখন বিফল-মনোরথ হইব, এ কথা তাহার মনে স্থানও পায় না; এমনই সাহস যে, যে কথা সেই কাজ—সফল হইবই হইব; এমনই স্থির-বুদ্ধি যে, বিজয়ের ফলাফল স্থির-মস্তিষ্কে গণনা করিতে সক্ষম; জন অধ্যবসায়ে ছিনেজোঁক, যেটা ধরিবে সেটাতে দশ টাকা লাভ করিবেই করিবে। এই সকল গুণে যে কাজ না হইল তাহার ভার ধূর্ত্ততার স্কন্ধে, জন্ সে টুকু বড়েটেপার গুণে সংসাধিত করে।

বালক কাল হইতেই জনবুলের "হাম্বস্ত জ্ঞান"; সন্দেশ নাড়ু খাইবার বয়স হইতেই, জাত্যভিমান মনে উদয় হইয়া, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীরের কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। আমার মনে পড়ে, পারিসের স্কুলে যখন পড়ি, এক দিন জনকুড়িক স্কুলের ছাত্র কুস্তির আখ্ড়ার কাছে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া, একে একে একটা এড়োকাঠ লঙ্ঘন করিয়া বালির স্তূপে পড়িতেছিল। আমাদের মধ্যে বৎসর দশ বার বয়ঃক্রমের একটী ইংরেজ সন্তান ছিল, সেও তাহার পালা আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিল। গরীব বাছারি অন্তর্বৃদ্ধি ব্যারামে ভুগিতেছিল বলিয়া, আমরা সকলেই, "লাফাইয়া কাজ নাই" বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু চেষ্টা বৃথা হইল। বালক উত্তর করিল "তোমরা সকলে লাফাইতেছ, আমি না লাফাইব কেন?" আমাদের কথা না শুনিয়া সে লাফাইল, কিন্তু বাছারিকে আর উঠিতে হইল না। আমরা তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করাইলাম, এক ঘণ্টা পরেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। বালক মৃত্যুশয্যায় বলিয়া গেল "ইংরেজ ফরাসীর ন্যায় লাফ দিতে সক্ষম নহে, একথা যেন কেহ কখন না বলে।" বীরের সন্তান বটে!

উপরিউক্ত ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বেই, আমরা সকলে,—তাহার মাতা ইংল্যাণ্ড হইতে এক টুক্‌রি খাবার পাঠাইয়া দিয়াছিল, সেই খাবার চুলচেরা ভাগ করিয়া খাইয়াছিলাম। তাহার "ঘর" হইতে যে সকল সুন্দর সুন্দর খাবার আসিয়াছিল, তাহা খাইতে আমাদের সকলকেই বাছারি নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। "ঘর"—এ কথাটী ফরাশী ভাষায় নাই। ফরাশীর Foyer (Hearth) কথা আছে সত্য, কিন্তু সচরাচর ভাষা-কথায় ইহা ব্যবহার হয় না। ইংল্যাণ্ডে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর লোক,—যাহার অন্তরে সহৃদয়তার লেশমাত্র আছে,—সেও "ঘর", এই কথায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। এই প্রভেদের কতকটা কারণও আছে। প্রতি ইংরেজেরই মাথা গুঁজিবার এক এক খানি চালা আছে। বিশেষ যে দেশে বাহিরে গিয়া দুই চারি দণ্ড আমোদ প্রমোদ করা-রূপ সুখে,* বিধির বিশেষ বিড়ম্বনা—সে দেশের লোক যে গৃহ মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তৎপার্শ্বে সপরিবারে বসিয়া, পারিবারিক সুখের আতিশয্য অধিকতর অনুভব করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

আকাশের প্রতিবাসী হইয়া, ছ-তোলার পশ্চাৎ দিকের (তাহাও রাস্তার দিকে নহে) ক্ষুদ্রতম কুটীররূপ হিমালয়ে বাস করিয়া, পারিবারিক অগ্নি-কুণ্ডের সুখময় ছবি কল্পনা সাহায্যে অনুভব করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই ইংরেজের গৃহোন্মত্ততা বুঝিতে পারিবে।

ইংরেজকে গোঁয়ার বল, ছিটগ্রস্ত বল, আর পাগলই বল, কিন্তু মনে রাখিও যে মহৎ ব্রত সাধনের জন্য চলিত রাস্তা ছাড়িতে,—মান্ধাতার আমলের ক্রিয়া চক্র পরিবর্ত্তন করিতে

* ইংল্যাণ্ডে প্রায় বার মাসই উপরে বৃষ্টি নিম্নে কাদা।

দ্বিধাচিত্ত করা উচিত নহে। আল্পস্ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করিয়া আসিয়াছি, অথবা উত্তর মেরু অনুসন্ধান করিতে গিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছি, কেবল এই কথা বলিয়া আত্ম-গৌরব করিতে পারিব বলিয়া জন বুল সর্ব্বপ্রকার বিপদের মুখে পতিত হইতে প্রস্তুত। বিপদ তাহার আগ্রহ-হুতাশনের ঘৃত। কোন একটা কল্পনা স্থির করিয়া সে কিছুতেই তাহা ত্যাগ করে না। প্রতিদিনের কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্বে লিখিয়া জন ইংল্যাণ্ড হইতে বাহির হইল—অমুক দিনে অমুক পর্ব্বতের শিখরে উপস্থিত হইব স্থির করিল—কথার খেলাপ হইবার যো নাই, সে দিন তথায় উপস্থিত হইতেই হইবে। আমি তোমার কাছে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, উঠিতে উঠিতে পা হড়্‌কাইয়া না পড়িলে, সেই দিন নিশ্চয় তাহাকে তুমি সেই স্থানে দেখিবে মহারথী উল্‌শ্‌লী বার দিনে মিসর বিজয় করিবেন বলিয়া প্রচার করেন। ১২ দিনের স্থানে ১৫ দিন হইয়াছিল বলিয়া—সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া—জন বুল অসন্তোষ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি ফ্রান্সের উপকূলে সন্ধ্যা-সমীরণ উপভোগ করিতে বহির্গত হইয়া দেখি প্রবল বাত্যা বহিতেছে, ইংল্যাণ্ড-উপকূলগামী কলের জাহাজ সেই মাত্র ছাড়িয়াছে। এমন সময় দুই জন ইংরেজ যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জাহাজ কোথায়"? জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহারা বলিল "ডাক এখনও দেখা যাচ্চে, আমাদের যাইতেই হইবে"।

একজন বলিল, "সে কি মহাশয়, আপনারা কি ঠাট্টা করিতেছেন? জাহাজ কতদূর চলিয়া গিয়াছে!" যুবকদ্বয় জিজ্ঞাসা

করিল "জারসি দ্বীপ যাইবার জন্য পালের বোট পাওয়া যায় না?"

একজন মাজি তথায় উপস্থিত ছিল, সে বলিল "আমার একখানা বোট আছে কিন্তু আজি যে রূপ তুফান তাহাতে আমি দ্বিগুণ ভাড়ার কমে যাইব না।" যুবকদ্বয় বলিল "ভাড়ার কোন চিন্তা নাই, এখন শীঘ্র বোট প্রস্তুত কর।" তাহাদের নিকটে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা সেই তুফানে সমুদ্রযাত্রার কথা শুনিয়া বলিল "মহাশয় এমন তুফানে বোটে যাইবেন না, বোট সহজে ডুবিয়া যাইতে পারে।" ইংরেজ যুবকদ্বয় তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাৎ করিয়া বলিল "তাহাতে তোমাদের কি আসিয়া যাইবে?"

যুবকদ্বয়ের মধ্যে যেটি ছোট তাহার বয়ঃক্রম আন্দাজ বিংশতি বৎসর হইবে। বিপদের কথা শুনিয়া ভয় হওয়া দূরে থাকুক বরং উৎসাহে তাহার দ্বিগুণ আনন্দ হইল। তাহাদের সহিত বাক্যব্যয় বৃথা মনে করিয়া পার্শ্বস্থিত দর্শকবৃন্দ তুষ্টিম্ভাব অবলম্বন করিল। মাজি তাহাদিগকে চাপাইয়া পাল তুলিয়া বোট ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গের উপর উপস্থিত হইল। দর্শকবৃন্দ কূলে দারাইয়া দেখিতে লাগিল যে বোটখানি একবার উত্তাল তরঙ্গের শিখরে উঠিতেছে, আবার নিমেষ মধ্যেই তাহার কন্দরে পড়িয়া অন্তর্ধান হইতেছে। তরঙ্গের কন্দর হইতে শিখরে উঠিবার সময় তাহারা কণিষ্ঠ যুবককে বোটের হাল ধরিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইতে লাগিল এবং আশ্চর্য্য হইয়া অপনা আপনি মধ্যে বলিতে লাগিল "ইংরেজরা যথার্থই বাতুল, তাহা না হইলে ঐ তরুণ বয়স্ক বালক এই তুফানে নিজে নৌকার হাল ধরে!!"

সকল ভদ্র ইংরেজই দাঁড় টানিতে, গাড়ী হাঁকাইতে ও অবলীলা ক্রমে ঘোড়া চাপিতে পারে। বালক কাল হইতেই শারিরীক পরিশ্রম করা তাহাদের অভ্যাস। এক শত ক্রোশ হাঁটিয়া, বা অক্সফোর্ড হইতে বোটে করিয়া লণ্ডন পর্য্যন্ত* নিজে দাঁড় টানিয়া যাওয়া, তাহাদের পক্ষে কিছুই নহে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় অমুক লোক লণ্ডন হইতে এডিনবরা (যেমন কলিকাতা হইতে কাশী) সখ্ করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। ভ্রমণ করিতে বাহির হইবার সময় ইংরেজ ভ্রমণকারীর অধিক কাপড় চোপড় বা জিনিষ পত্র আবশ্যক করে না। একটা ব্যাগে জোড়া দুই মোজা, একটা ফ্লানেলের জামা ও গোটা কতক গলাবন্ধ ফেলিয়া, লম্বা একগাছা ছড়ি হস্তে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। এক বার একজন ইংরেজ সখ্ করিয়া ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া স্কটল্যাণ্ডের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইবেন স্থির করেন। পরে মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলেন অর্দ্ধেকটা আন্দাজ রাস্তা রেলের গাড়ীতে যাইয়া তবে হাঁটিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহার বন্ধুরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিলেন, "ছি ভাই, রেলপথে যাওয়া কি? যদি হাঁটিয়া যাইবার সখ্ হইয়াছে তবে খানিকটা দূর রেলে যাওয়া কেন? যদি রেলেই একবার চাপিলে তাহা হইলে হাঁটিয়া যাইবার গৌরব কোথায় রহিল?" তিনি অবশেষে গৌরবের খাতিরে বন্ধুদের কথাই রাখিলেন। তিনি ইহার পূর্ব্ব বৎসর নরওয়ে দেশে পাঁচশত ক্রোশ হাঁটিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ জাতিটি এই রূপ বুঝিবে।

* নদী দিয়া যাইতে ৩০ ক্রোশেরকম নহে।

ইংরেজ বেড়ান অভ্যাসটি অধিক বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাখিয়া দেয়। সহরের বাহিরে যে খানে যাও সেই খানেই দেখিবে বৃদ্ধেরা প্রতিদিন দুই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া আসিতেছে। যখন দেখিলে তাহারা বেড়াইতে অক্ষম হইয়া শয্যাগত হইল, তখন বুঝিবে তাহাদের মৃত্যুর বিলম্ব নাই। ফরাশীদেশে বৃদ্ধেরা বাতে পঙ্গু, তাহারা ভোজন করিতে বসিয়াই অর্দ্ধেক সময় কাটাইয়া দেয়। ভোজনের পর বাটীর কোন পুরাতন ভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া সাধারণ বিচরণ ভূমিতে একবার বেড়াইতে বাহির হয়। ফরাশীদেশে লোকে ৬০ বৎসরেই বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অলসতায় জীবন অতিবাহিত করিয়া তাহারা যৌবনেই জরাগ্রস্ত হয়। অধিক দিন বাঁচিতে হইলে তাহারা শেষ দশায় নিজে কষ্ট পায় ও অপরকে কষ্ট দেয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এরূপ নহে, তথায় বৃদ্ধেরা মরিবার সময়ও সজোর থাকে। আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর, কিন্তু তিনি এখনও প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই স্নান করেন এবং দেড়ক্রোশ কি দুই ক্রোশ না হাঁটিয়া জলগ্রহণ করেন না। তিনি এত বয়সেও সদাহর্ষ ও সদা সুখী। ভোজনের পর তাঁহাকে ধরিলে তিনি অনায়াসে তোমাকে হয়ত একটা গানই শুনাইয়া দিলেন। তাঁহার মরিবার কোন আশঙ্কা নাই। আগামী বৎসর বাগানে কি বীজ বুনিতে হইবে তিনি এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখেন।

অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নবীন অধ্যাপক প্রতি বৎসর এক মাস ধরিয়া নৌকা করিয়া জলপথে ভ্রমণ করেন, সস্ত্রীক নদীর ধার পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া নৌকা ভাড়া করেন এবং সহধর্ম্মিনীকে কাণ্ডারী করিয়া তরণী ভাসাইয়া দেন।

রাত্রিকালে নদীতটস্থ পান্থনিবাসে যোগেযাগে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে নৌকায় আহারীয় দ্রব্য তুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দেন। তাঁহারা এইরূপ প্রকারে ইউরোপের প্রাধান প্রধান হ্রদ ও নদীতে বেড়াইয়াছেন।

কেহ কেহ এক রাজার দেশ হইতে আর এক রাজার দেশ বেগপদী (velocipede) যানে গমন করিতেছে। কোন কোন নবপরিণিত দম্পতি যুগ্ম-ত্রি-চক্র যানে চাপিয়া ফুল-শয্যা ভোগ করিতে বাহির হইতেছে। তাহারা ত্রি-চক্র যানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছে; গ্রামের লোক তাহাদিগকে দেখিয়া কোন কথাই বলেনা. ইংল্যাণ্ডের লোক নূতন ব্যবহার দেখিয়া হঠাৎ চমৎকৃত হয় না। এই যুগ্ম-ত্রি-চক্র যানের নাম বড় সার্থক, ইহা ফুলশয্যা কাটাইবার বিশেষ উপ-যোগী। বসিবার স্থান দুইটি খুব কাছে কাছে, অনায়াসেই করে কড় পীড়ন করিতে পারে, হৃদয়ে হৃদয় মিশিতে পারে, ও অধরে অধর মিলিতে পারে। কোন উচ্চভূমির উপরে উঠিয়া পা ছাড়িয়া দাও, ত্রি-চক্র যান আপনা আপনি গড়াইয়া পবন বেগে নিচে নামিয়া আসিবে। উচ্চ ভূমির নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া তোমার যে বলাধান হইল তুমি সেই বলে আবার উচ্চ ভূমিতে উঠিতে পারিবে। ত্রি-চক্র যানে ফুল শয্যা ভোগ করিতে গমন করার নানা বিধ সুখ আছে; মধ্যে মধ্যে যান হইতে নামিয়া বন উপবনে বিশ্রাম করা, নিঃশঙ্ক-চিত্তে বিচরণ করা, পরস্পরকে হারাইয়া ভয় চকিত হওয়া, আবার পরস্পরকে দেখিতে পাইয়া পুলকিত হওয়া, ইহার সকল গুলিতেই সুখ আছে সত্য কিন্তু আমার চক্ষে নিচে হইতে উপরে উঠা, ফুল শয্যার এই অংশটি অধিক

প্রীতিকর। সহধর্ম্মিনীর স্কন্ধে যখন সংসারের ভার পড়িবে, সাংসারিক কার্য্যে যখন তিনি সকল ভুলিবেন, তখনও সেই যুগ্ম-ত্রিচক্র যানে ফুলশয্যা যাত্রার সুখ-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে, বিশেষ করিয়া উভুইঁটা অংশটুকু

নূতন ধরণের আসন।

জনবুল ও জনবুলের শিরশোভন হ্যাট—অমনিবাস বা বাস নামক অশ্বযান—নিজের চরকায় তৈল প্রদান কর—প্রতিযোগীতার দ্বার সকলের পক্ষেই অবারিত—বলীর জয়—জনবুল ও জনবুলের দুর্গ—ঠেল সহিয়া থাকিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি।

ব্যক্তি বিশেষ বা কার্য্য বিশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য শিরশোভন হ্যাট উত্তোলন পদ্ধতি ইউরোপে প্রচলিত। কিন্তু জনবুল যেমন তেমন লোক বা যেমন তেমন কার্য্যের উদ্দেশে হ্যাট উত্তোলন করে না। অতি ফ্যাশনপ্রমুখ দোকানে, বা ক্লবে (সভায়), এমন কি পার্লামেণ্ট রূপ মহাসভাতেও জন মস্তকের হ্যাট উত্তোলন করে না। কোন ইংরেজ প্রভু তাহার কোন ফরাশী কর্ম্মচারীকে দেখিয়া হ্যাট খুলিত না বলিয়া সেই ফরাশী কর্ম্মচারীকে আমি কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। হ্যাট উত্তোলন বিষয়ে ফরাশীদের বিশেষ দৃষ্টি।

কাজের সময় ইংরেজের মুখখাতির বা চক্ষুলজ্জা নাই, কাজের কথায় তাহার বোল কাটা কাটা, যেন বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা,

উত্তাপের লেশ মাত্র নাই, এমন কি তোমার আমার নিকট নিতান্ত কর্কশ বলিয়া বোধ হয়। চিঠির পাঠ লিখিতে জন বৃথা বাক্যাড়ম্বর করিয়া সময় নষ্ট করে না, নাম দস্তখত করিবার সময় "আপনার বশম্বদ" (Yours truly) লিখিয়াই লেখনি বন্ধ করে; কিন্তু ফরাশী ঠিক তার বিপরীত প্রথা অবলম্বন করে। মনে কর কোন ফরাশী দেনাদার পাওনাদারকে চেক্ কাটিয়া টাকা পাঠাইতেছেন, নাম সহি করিবার সময় তাঁহাকে লিখিতে হইবে "আপনার অবনত ও অনুগত ভৃত্যের বিনীত নিবেদন যে, মৎপ্রদত্ত সম্মান গ্রহণ পূর্ব্বক আমার দস্তখৎ গ্রাহ্য করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করুন।" বৃথা এত বাক্যাড়ম্বর কেন? আমি ইংরেজের প্রথা প্রশংসা করি।

গাড়ীতে চাপিয়া তোমার পার্শ্ববর্ত্তী সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা কর "মহাশয় এ গাড়ীটা কি অমুক স্থানে যাইবে?" উত্তরে "হাঁ" অথবা "না" এই দুইটির একটি পদ শুনিবে, তাহা ব্যতিত একটি বর্ণ বেশী নহে। কোন ব্যস রূপ অশ্বযানে বা কলের গাড়ীর কামরায় উঠিয়া পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, জন্ সকলের প্রতি গুপ্তভাবে দেখিতে থাকে, যেন সকলের প্রতিই তাহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টি দেখিলেই মনে হয় সে যেন বলিতেছে "এ কি যন্ত্রনা, তোরা বাপু কি চলিয়া বাটি যাইতে পারিস্ না? তাহা হইলে আমি কেমন স্বচ্ছন্দে একলা এক গাড়ীতে যাইতাম।" কিন্তু তাহার হইয়া একটা কথা বলা উচিত। চারি ধারে যে রূপ বিজ্ঞাপনের ছটা, "সাবধান, যেন গাঁটকাটার হস্তে পড়িও না, স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীরই গাঁটকাটা আছে"; ইহা দেখিয়া কোন্ পুরুষের না পৌরুষ নির্ব্বাণ হইয়া যায়!

কি ভরসায় লোক সহযাত্রীর সহিত আলাপ করিতে বা রসিকতা করিতে অগ্রসর হয়।

লণ্ডনের অমনিব্যস বা ব্যস নামক অশ্বযানে দুই পার্শ্বে ছয় জন করিয়া বার জনের বসিবার স্থান আছে। কিন্তু বারটি স্থান পৃথক্ করিয়া দেওয়া নাই। মনে কর তুমি কোন ব্যসে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দুই পার্শ্বে পাচ জন করিয়া দশ জন লোক সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। তুমি তখন কি করিবে বল দেখি? মনে করিও না যে তাহারা সরিয়া যাইয়া তোমার জন্য স্থান করিয়া দিবে। তোমাকে নিজে স্থান করিয়া লইতে হইবে। চালাকি করিয়া নিমেষ মধ্যে স্থির করিয়া লও কোন্ উরু-যুগল সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল অর্থাৎ তাকিয়ার ন্যায়, এবং সজোরে তাহার উপর বসিয়া পড়। বাছিয়া লইতে পারিলে এমন আসন আর নাই। তজ্জন্য কেহ তোমাকে অভদ্র মনে করিবে না বা গালি দিবে না।

কোন স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিতেছে, তুমি যদি অগ্রসর হইয়া তাঁহার জন্য গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দাও, তাহা হইলে তুমি ভদ্র মহিলার নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইবে। কিন্তু ভদ্র মহিলা না হইলে ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক তিনি মুখে না বলুন ভাবে প্রকাশ করিয়া যাইবেন "তুমি নিজের চর্‌খার তৈল প্রদান কর।"

ঘরে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে ইংরেজের মন্ত্র "আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।" ফরাশীদেশে অমূনিব্যসে চাপিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে টিকিট কিনিতে হয় এবং যে অগ্রে টিকিট ক্রয় করে সে অগ্রে স্থান পায়, সকলের স্থান না হইলে যাহারা শেষে টিকিট ক্রয় করে তাহারা পড়িয়া থাকে। বিলাতে যে আগে উঠিতে

পারিল সেই স্থান পাইল, "যাহার জোর তাহারই মুলুক," টিকিট ক্রয় করিয়া অগ্রে স্থান পাইবার স্বত্ব কিনিতে হয় না। প্রতিযোগীতার দ্বার সকলের জন্যই অনাবৃত, যাহার শক্তি আছে সেই প্রবেশ করিতে পারে। "বলীর জয়", ইহাই সমগ্র ইংরেজের জাতীয় বোল।

গৃহের বাহিরে জন লোকের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসে না। সে নিকটবর্ত্তী পার্শ্বের লোকের সহিত বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে না এবং ইচ্ছা করে না যে পার্শ্বের লোক নির্জ্জনতার পথে কণ্টক হয়। তুমি যদি কোন ইংরেজ সহযাত্রীকে বল যে তোমার কাপড়ে চুরোটের ছাই পড়িয়াছে, সে হয়ত উত্তর করিবে "তোমার পকেটে দেসালায়ের বাক্‌স জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমি দশ মিনিট হইতে দেখিতেছি, তোমাকে বিরক্ত করি নাই, কিন্তু তুমি আমাকে কেন বিরক্ত কর।"

জন বুল নিজ গৃহের একেশ্বর, গৃহ তাহার দুর্গ, তুমি যদি কাহারও চিঠিপত্র বা সুপারিস না লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ কর, তাহা হইলে সে তোমাকে অভ্যর্থনা করিবে না, তোমাকে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু সুপারিস বা পরিচয়-লিপি লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে দেখিবে জনের সে মূর্ত্তী আর নাই, জন্ তখন অতিথি-সৎকার-তৎপর ও খুব মিষ্টভাষী, তুমি তাহার পরিবার মধ্যে তখন সহজে স্থান পাইবে।

ইংরেজ পরস্পরের উপর যে রূপ বিশ্বাস করিয়া কাজ করে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তুমি কোন পদের জন্য প্রার্থী হইলে তোমাকে দরখাস্তের সহিত আসল সার্টফিকিট দাখিল করিতে হইবে না, তাহার নকল দিলেই যথেষ্ট হইবে।

তুমি বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়া নিজের বয়ঃক্রম, এই প্রথম বিবাহ না পূর্ব্বে আরও বিবাহ হইয়াছিল ইত্যাকার বর্ণনা পাঠাইলে তোমার কথায় কেহ অবিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ফরাশীর সকল বিষয়েই আড়ম্বর বেশী, কথায় কথায় তোমাকে দলিল দেখাইতে হইবে, কথায় কথায় তোমাকে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

যে দেশে সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, সকলেরই এক একটা লক্ষ্য বিষয় আছে, সে দেশে সকলকেই একটু ঠেল সহিতে হয়। কি ইংরেজ কি ফরাশী যে লোক একটু ঠেল সহিতে পারিল সে বিষয়কার্য্যে সফল মনোরথ হইবেই হইবে।

মেয়ে গাড়ীর বিপদ।

রেলপথ—মেয়ে গাড়ীর বিপদ—বাষ্পীয় কলের কাল—পোষ্টাফিস—নিজ সহর—বারোয়ারি।

একা লণ্ডন নগরে পাঁচশত আটষট্টাটী রেলওয়ে ষ্টেশন। "ক্ল্যাপহ্যাম যংকশন" নামক ষ্টেশনে অনেকগুলি রেলপথ নানাদিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। প্রতিদিন ১৩ শত ৭৪ খানি গাড়ী এই একটীষ্টেশন দিয়া যাতায়াত করে। এই সংখ্যার মধ্যে মালগাড়ী ধরা হইল না, কেবল "প্যাসেঞ্জার বা লোকের গাড়ী ধরা হইল মাত্র। "মেট্রোপলিটান কোম্পানি" নামক এক রেলওয়ে কোম্পানি আছে, তাহার বার্ষিক বিবরণ দর্শনে জানা যায় যে, ১৮৮১ সালে ১১ কোটী লোক তাহাদের রেলপথ দিয়া

যাতায়াত করে। বিলাতে রেলপথের কি রূপ বিস্তার হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়। পূর্ব্বে দেশ পর্য্যটনে যে আমোদ ছিল কলের গাড়ী হইয়া সে সকল গিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কি আমরা অধিক আরাম ও আয়াস পাই নাই?

বিলাতের কোন ষ্টেশনে গিয়া সঙ্গে যে সকল মাল যাইবে তাহা ওজন দিতে যাইলে লোকে হাসিয়া উঠে। এখানে সে সকল ব্যাপার নাই; পেট্‌রা বাক্‌সের উপর নিজের নাম লিখিয়া কোন্ ষ্টেশনে তুমি যাইতেছ সেই ঠিকানার একখানা টিকিট মারিয়া ছাড়িয়া দাও, তুমি গাড়ী হইতে নামিতে না নামিতে দেখিবে তোমার মাল তথায় হাজির হইয়াছে। গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে কেবল একটা বিষয় দেখা উচিত যে, তোমার মাল উপযুক্ত গাড়ীতে তোলা হইল কি না? এই রূপ বন্দোবস্তে আমি কখন কোন গোল হইতে বা কাহাকেও কখন জিনিষ হারাইতে দেখি নাই। কিন্তু ফরাশী দেশে সঙ্গে করিয়া জিনিষ পত্র লইয়া যাইতে হইলে ওজন দেওয়া টিকিট লওয়া প্রভৃতি নানা বিভ্রাট; যেন রেলওয়ে কোম্পানির কতকগুলা লোককে কাজ দিবার জন্যই ফরাশীদেশে এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

রেলপথে দুর্ঘনার সংখ্যা অতি কম, এরূপ কম যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রেলপথের যে রূপ বিস্তার, মাকড়শার জালের ন্যায় রেলপথ যে রূপ দেশকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদা দুর্ঘটনা ঘটিবারই সম্ভব, কিন্তু তাহাতেও যে দুর্ঘটনা হয় না ইহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া রেলপথে ভ্রমণ যে একেবারে বিপদ শূন্য তাহা মনে করিও না। যদি স্বীয় মান ও গৌরবের প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্রও দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে কখনও এক কামরায় কেবল মাত্র একটি অপরিচিত স্ত্রীলোক সহযাত্রী

লইয়া পথ চলিও না ; তাহার নয়নযুগল, তাহার বঙ্কিম দৃষ্টি হাজার হৃদয়োন্মাদকারী হইলেও, সে কামরা ত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া স্বতন্ত্র একটা কামরায় পলায়ন কর। বিলাতে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে যাহারা কুলবালার ভেক ধারণ করিয়া নির্ব্বোধ পুরুষের নিকট হইতে যথেচ্ছাক্রমে দক্ষিণা সংগ্রহ করে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি—

আমার পরিচিত কোন উচ্চ পদস্থ ফরাশী একদিন গাড়ীতে যাইতেছিল ; সে গাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কেহ ছিলনা, দেখিতে সেই স্ত্রীলোকটি সর্ব্বপ্রকারে কুলস্ত্রী বলিয়া বোধ হয়। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে সহসা তাহাদের চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, অমনি সেই মহিলার অধরে মুচকি হাসি দেখা দিল। সেই তীব্র হাসির আবেগ ধারণ করে কাহার সাধ্য! সেই মনপ্রাণপাগলকারী নয়নযুগলের আকর্ষণ সহ্য করে তাহাই বা কাহার সাধ্য! আমার পরিচিত পুরুষ তাহার হাসিতে হাসি মিশাইলেন, আর অধিক দূর গড়াইল না। কিন্তু ইহার জন্যই তাঁহাকে দক্ষিণান্ত করিতে হইল।

চিত্তবিনোদিনী বিলাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি বলিতে পারেন অমুক ষ্টেশন এখান হইতে কত দূর?

বন্ধু উত্তর করিলেন "অধিক দূর নহে, আমরা পাঁচ মিনিট মধ্যে তথায় পৌঁছিব।"

বিলাসিনী উত্তর করিলেন "আচ্ছা মহাশয়, যদ্যপি আপনি এই মুহূর্ত্তে দুইশত টাকা আমাকে না দেন তাহা হইলে আমাকে অপমান করা অপরাধে আপনাকে পুলিশের জেম্মা করিয়া দিব।"

বন্ধু সুবোধের স্থায় তৎক্ষণাৎ দুইশত টাকা পুঁটিমাছের মত

শুনিয়া বিলাসিনীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি যে বুদ্ধির কাজ করিলেন তাহা আর বলিতে হইবে না। এপ্রকার ঘটনা বিলাতে প্রায়ই ঘটিতেছে।

আমার আর এক বন্ধু তামাকের গন্ধ মোটে সহ্য করিতে পারিতেন না, অথচ চিরকালই গাড়ীতে যাইবার সময় তাম্রকূট-পায়ীদের * সহিত একত্রে যাইতেন; তাঁহার ভয় পাছে অন্য গাড়ীতে উঠিলে কখন কোন স্ত্রীলোকের সহিত একা এক গাড়ীতে পড়েন। এক দিন তিনি তাম্রকূটপায়ীদের গাড়ীতে উঠিয়া সেই মাত্র বসিয়াছেন এমন সময় একটী মহিলা সেই কামরার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর বলিলেন "মেম, ইহা তাম্রকূট পায়ীদের গাড়ী"। তিনি ঘ্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে, সে মহিলা শিকার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে।

মহিলাটি তাঁহার কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন"আমার তাহাতে আপত্তি নাই।"

বন্ধু প্রত্যুত্তরে বলিলেন " আপনার আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার আছে।" স্ত্রীলোকের প্রতি অসদ্ব্যবহার দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'জানোয়ার', বলিবে তাহা জানিয়াও তিনি গাড়ীর দ্বারবন্ধ করিয়া ধরিয়া রহিলেন, কোন রকমে দ্বার খুলিলেন না। মান ত বাঁচিল, আর যাহা হউক।

গাড়ীতে যাইবার ইহাই এক মাত্র আশঙ্কা নহে। দেখিবে মধ্যে মধ্যে পলিতকেশা ` গলিতদশনা কোন রূপসী

* বিলাতে পুরুষযাত্রীরা গাড়ীর মধ্যে তাম্রকূট সেবন করেন; স্ত্রীলোক সেই গাড়ীতে উঠিলে তাঁহাদের বড় কষ্ট হয়; সেই জন্য তাম্রকূট পায়ীদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে; সেই সকল গাড়ীর উপর লেখা "তাম্রকূট পায়ীদের জন্য,

তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কথা নাই, বার্ত্তা নাই, ভোল নাই, ভূমিকা নাই, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় তোমাকে হটাৎ বলিয়া বসিবে "মহাশয় সৃষ্টিকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপনি প্রস্তুত আছেন কি?" ইনি কে জান? ধর্ম্ম-প্রচারক। যেখানেই যান স্থান কাল ভেদ না করিয়া, পাত্রা-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, ইনি ধর্ম্ম প্রচার করিবেনই করি-বেন। খুব সাবধানে রাস্তাঘাট চলিবে, কারণ তিনি একবার পাইয়া বসিলে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। হাজার বল হাজার কহ পাইয়া বসিলে তিনি ছাড়িবার নহেন; তিনি বরং আরও পাইয়া বসেন। তিনি বিবেচনা করেন তোমার পাপ যতদূর ঘোরতর তোমাকে সৎপথে আনিতে পারিলে তাঁহার তত অধিক পূণ্য। পূর্ণ মাত্রায় গাড়ী না চলা পর্য্যন্ত তিনি তূণ্ড-তুনীর হইতে বাক্যবাণ বাহির করেন না; কিন্তু যেমনি গাড়ী বেগে চলিতে আরম্ভ করিল তিনি অমনি তোমাকে ধরিয়া বসি-লেন। তাঁহার হস্ত হইতে 'এড়াইবার' চেষ্টা বৃথা। হয় তিনি যাহা কিছু বলেন কান পাতিয়া শ্রবণ কর অথবা যদি পার পাথুরে-কোলা করিয়া তাঁহাকে গবাক্ষ দ্বার দিয়া ফেলিয়া দাও। এই দুইটি ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। শেষোক্ত উপায়টি অবলম্বন করিতে যদি তোমার "ময়্যাল করেজ" না হয়, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়; কারণ সে উপায়ে তিনি সটান স্বর্গে উঠিতে পারিতেন। নানা কথার মধ্যে একটি তাঁহার বিশেষ প্রিয়। "মহাশয়, পদে পদে যে রূপ বিপদ তাহাতে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সদাসর্ব্বদা আমাদের প্রস্তুত থাকা কি উচিত নহে?" তাঁহারা এই রূপ প্রকারে লোকের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া থাকেন। একদিন এইরূপ একজন ধর্ম্মধ্বজী আমাকে

পাইয়া বসিবার উপক্রম করে, অনেক ভাবিয়া একটা উপায় স্থির করিলাম। আমি ইংরেজী জানিনা বলিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "আপনি ইংরেজী জানেন না, কি অনুতাপের বিষয়!" আমিত পরিত্রাণ পাইলাম। যদি তোমরা কেহ কখন তাঁহাদের হস্তে পতিত হও তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে এই উপায় অবলম্বন করিতে বলি। ইহা অপেক্ষা ভাল অথচ আইন সঙ্গত উপায় আর দেখি না।

ফরাসীদেশে গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত যাত্রীদিগকে ষ্টেশনের ঘরে কয়েদীর ন্যায় বন্ধ করিয়া রাখে, যাত্রীদের বন্ধু বান্ধবকে ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে দেয়না, কিন্তু বিলাতে সে রূপ প্রথা নাই। তুমি ষ্টেশনের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বেড়াইয়া বেড়াও, গাড়ী যখন ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল তখন পর্য্যন্ত বন্ধুবান্ধবের সহিত করপীড়ন কর, কেহ প্রতিবন্ধক হইবে না। ফরাসীদেশে একটা সামান্য ষ্টেশনে যত কর্ম্মচারী বিলাতে একটা বড় ষ্টেশনে তত নহে। ইংরেজ বালকের ন্যায় পরচালিত হইতে ভাল বাসে না, নিজে নিজেই সব করিয়া লয়। একজন ইংরেজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত যাইতে—বিলাত হইতে অষ্ট্রেলিয়া যাইতে—যত না আড়ম্বর করিয়া থাকে, একজন ফরাসী পারিস নগর হইতে পাঁচ ক্রোশ বাহিরে যাইতে তদপেক্ষা অধিক আড়ম্বর করে। ফরাসী ডাক্তার একজন ফরাসী রোগীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যেমন দুই চারি ক্রোশ দূরে যাইতে বলেন, একজন ইংরেজ ডাক্তার সেই রূপ একজন ইংরেজ রোগীকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনায়াসেই অষ্ট্রেলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া

থাকেন। নিজের গ্রাম ত্যাগ করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইতে একজন ফরাশীর যত কষ্ট হয়, হাজার হাজার ক্রোশ দূরে যাইতেও ইংরেজের তাহা হয় না। অষ্ট্রেলিয়া যাইবার সময় ইংরেজের হয় ত মনে হইবে ফিরিয়া আসিবার সময় পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিব, না বরাবর সোজা ফিরিয়া আসিব? এক জন ফরাশীসের হয় ত পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইয়াই ফিরিয়া আসিবার সময় একটু ঘুরিয়া আসিতে মহা কষ্ট হইবে। ইংরেজ জাহাজের টিকিট লইয়া নিজের কামরায় বসিলেন যেন তিনি জাহাজের সর্ব্বেসর্ব্বা, কিন্তু একজন ফরাশীর সেই অবস্থায় মন-কেমন করিবে তিন দিন ধরিয়া।

আমি একবার গাড়ী করিয়া পারিস হইতে লুলেঁয়া নগরে যাইতেছিলাম। আমি যে কামরায় ছিলাম সেই কামরার কোণে একজন ইংরেজ নাক ডাকাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে পর একজন কর্ম্মচারী সসম্ভ্রমে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কোথায় যাইতেছেন। তিনি মহা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "তুমি কেন আমার নিদ্রা ভাঙ্গাইলে?"

কর্ম্মচারী বলিল "আমি মনে করিয়াছিলাম আপনাকে জাগাইবার দরুণ আপনি আমাকে ধন্যবাদ দিবেন, আমি আপনাকে উঠাইয়া না দিলে আপনি হয়ত কোন্ ষ্টেশন যাইতে কোন্ ষ্টেশনে যাইতেন।"

ইংরেজযাত্রী বলিলেন "আমাকে বিরক্ত করিও না, আমি একটু নিদ্রা যাইব। আমি পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়াছি, আমার ঘুমাইবার অধিকার আছে।"

কর্ম্মচারী বলিল "অবশ্য আপনার সে অধিকার আছে, কিন্তু আমি না উঠাইয়া দিলে———"

যাত্রী বলিলেন, "আবার বলিতেছি আমাকে বিরক্ত করিও না?"

গাড়ী ছাড়িয়া চলিল, ক্রমে আর এক ষ্টেশনে আবার গাড়ী থামিল (যাত্রী লোকের জন্য নহে কেবল জল লইবার জন্য), আমার সহযাত্রী ইংরেজ গাড়ী হইতে নামিতে চেষ্টা করিলেন।

কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী বলিল "মহাশয় নামিবেন না, এখানে গাড়ী থামে না।"

ইংরেজ যাত্রী বলিলেন " বাহা ! আমি দেখিতে পাইতেছি গাড়ী থামিয়াছে, তুমি বলিতেছ গাড়ী থামে না। আমি এখানে একবার নামিব।"

কর্ম্মচারী বলিল "তাহা হইলে মহাশয় আপনি এখানে পড়িয়া থাকিবেন", ইংরেজ যাত্রী উত্তর করিলেন "তাহাতে তোমার কি ? তুমি নিজের কাজ দেখ। নামিয়া যাইবার আমার আবশ্যক আছে। তুমি ত আমার চাকর ? তোমার এত কথা কেন ?"

তিনি ইহা বলিয়াই নামিয়া গেলেন, আর ত উঠিতে দেখিলাম না। গাড়ী যখন পারিসে আসিয়া থামিল আমি নামিয়াই দেখি সেই ইংরেজ বাবাজী স্বচ্ছন্দে ষ্টেশনে বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ?"

তিনি উত্তর দিলেন "কেন ? আমি গার্ডের গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিয়াছিলাম ?"

আর এক দিনের কথা বলি শুন। চ্যারিংক্রস নামক লণ্ডনের এক প্রধান ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়িয়াছে এমন সময় এক দ্বাদশ

বৎসর বয়স্ক সবল বালক গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত হইল। দুইজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাহাকে গাড়ীতে না উঠিতে দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে টানাটানি করিতে লাগিল। বালক দুই জনকে এক একটা কনুয়ের গুঁতা দিয়া গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিল এবং গবাক্ষদ্বার দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গেল "সময় পাইলাম না বলিয়া তোমাদিগকে উত্তম মধ্যম দিয়া যাইতে পারিলাম না কিন্তু সাবধান আর কখন আমার সহিত লাগিতে আসিও না ?"

ইংল্যাণ্ডে গাড়ী খুব দ্রুতগতি এবং গাড়ীর কামরা বেশ পরিপাটী। ইহার একমাত্র কারণ প্রতিযোগীতা। মনে কর লণ্ডন হইতে ম্যানচেষ্টার নগর যাইবার পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন পথ, যে পথে অধিক সুবিধা তুমি সেই পথেই যাইবে, যে কোম্পানির লোক তোমার অধিক তোষামোদ করিবে তুমি তাহাদের গাড়ীতেই উঠিবে। কাজে কাজেই গাড়ীর বন্দোবস্ত ভাল হইয়া উঠিয়াছে। ৩তীয় শ্রেণীর বেঞ্চিও গদী মোড়া ; ডাক গাড়ীতেও ৩তীয় শ্রেণীর যাত্রী স্থান পায়। ফরাশী দেশে ডাক গাড়ীতে কেবল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী যাইতে পায় ; তথাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বিলাতের ৩তীয় শ্রেণী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

সকল বিষয়েই প্রায় বিলাতবাসী বাহ্য আড়ম্বর বিদ্বেষী। জলখাবার সময় উপস্থিত হইল, বিলাতবাসী জল খাবার দোকানে গমন করিয়া নিজের ইচ্ছামত খাবার তুলিয়া লইয়া জলযোগ করিল এবং পয়সা হিসাব করিয়া দিয়া চলিয়া আসিল। আফিসের লোক সদাই কাজে ব্যস্ত, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জলযোগ সমাপন করিল ও নিজের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে মুখ মুছিয়া চলিয়া

গেল। শত শত লোক এক সময়ে জলপান করিতেছে, তথাপি টুঁ শব্দটি নাই। গোল করিবার সময় কোথায়? ফরাশী ঠিক ইহার বিপরিত, তাহাকে বসিবার স্থান দিতে হইবে, মুখ মুছিবার রুমাল যোগাইতে হইবে, জল খাবারের ফর্দ্দ দিতে হইবে, তবে তিনি গাল গল্প করিতে করিতে থিতিয়া জিরিয়া জলযোগ করিবেন।

কোন বিলাতী আফিসে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিবে সম্মুখে লেখা "কাজের কথা ভিন্ন অন্য কথা বলা নিষেধ"। এখন আর বাজে কথায় সময় কাটাইবার কাল নাই; কলের জাহাজ, রেলের গাড়ী ও তারের খবরের সৃষ্টি হইয়া কাজ করিবারই সময় হইয়া উঠে না। লণ্ডন নগরের যে অংশে আফিস, হৌস, ব্যাঙ্ক, আড়ৎ প্রভৃতি ব্যবসার আড্ডা তাহার নাম "সিটি" বা নিজ-সহর। নিজ-সহর দেখিতে হইলে বেলা ৯টা কি ১০টার সময় তথায় উপস্থিত হওয়া উচিত। দেখিবে রেল, অম্নিব্যস, ট্রাম, ক্যাব, হ্যান্সম প্রভৃতি নানা যান লক্ষ লক্ষ লোক আনিয়া সহরে ঢালিয়া দিতেছে, রাজপথ যানে পরিপূর্ণ, লোকে লোকারণ্য,—দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন কেবল মাথা চলিয়াছে। লোকের চক্ষে, মুখে, চলনে কেবল কাজ আর কাজ। বেলা ৪টা হইতে লোকের স্রোত কমিতে থাকে। শনিবার দিন বেলা ২টার সময়ই সহর ফাঁকা।

ভূতল ছাড়িয়া নভোমণ্ডলের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখিবে আকাশপথ তার-জালে আচ্ছন্ন; টেলিগ্রাফ্-তারের ঠাস বুনানি মাকড়শার জালকে হার মানাইয়াছে।

এ দিকে যেমন নিজ-সহর অপর দিকে "ডক" বা জেটী সেইরূপ দেখিবার স্থান। কলিকাতায় যেমন গঙ্গা, লণ্ডনে

সেইরূপ তমসা নদী। তমসা নদীর ক্রোশ-ব্যাপী জেটী জাহাজে পরিপূর্ণ, তাহাদের মাস্তুল গগন-মার্গ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তমসা নদীর জেটী মাস্তুলের অরণ্য বলিলেই হয়।

এক পেনা (তিন পয়সা) টিকিটে ছয় খানা চিঠি লেখা-কাগজ বিলাতের যে কোন স্থানে পাঠাইতে পার। নিজ-সহরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চিঠি বিলি হয় অর্থাৎ দিনে বার বার। লণ্ডন এত বড় নগর যে ইহাকে ভাগ ভাগ না করিলে পোষ্টাফিসের সুবিধা হয় না। সেই জন্য লণ্ডন নগর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। নিজ-সহরের পূর্ব্ব বিভাগে প্রতিদিন প্রাতে ১০ লক্ষ চিঠি বিলি হয়। একা লণ্ডন-নগরে যে সংখ্যা চিঠি বিলি হয়, সমগ্র স্কটল্যাণ্ডে তাহার অর্দ্ধেক এবং সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডে তাহার এক তৃতীয়াংশও বিলি হয় না। স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড অর্থাৎ সমস্ত বিলাতে যত সংখ্যা চিঠি বিলি হয়, তাহার সিকি বা সিকি অপেক্ষাও বেশী কেবল একা লণ্ডন নগরে বিলি হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারিবে। নিজ-সহরের কোন "হৌসে" প্রতি দিন তিন হাজার চিঠি আমদানি হয়। টেলিগ্রাফের প্রতিযোগীতা সত্ত্বেও পোষ্টাফিসের এত বিস্তার! ৬ পেনা বা চারি আনায় ২০ টা কথা বিলাতের যথা তথা পাঠান যায়।

কলিকাতায় যেমন মিউনিসিপাল করপোরেশন আছে ও তাহার সভাপতি আছে, লণ্ডন নগরের নিজ-সহর অংশে সেইরূপ এক করপোরেশন ও তাহার সভাপতি আছে। সেই সভাপতির নাম "লড মেয়র"। প্রতি বৎসর নির্ব্বাচিত হইয়া ৯ই নভেম্বর লর্ড মেয়রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিষেক উপলক্ষে তিনি মহাসমারোহে সেই দিন সদলে বাজনা বাদ্য করিয়া

রাজপথে বাহির হন। বৎসরান্তে এই লর্ড-মেয়র-পর্ব্ব* মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শাশুড়ী তাড়াইবার কৌশল।

ইংরেজ পরিবার—ইংরেজ পরিবারে পিতা ও বিমাতার স্থান—দুরদৃষ্ট ও দুর্ঘটনার প্রভেদ—শাশুড়ী তাড়াইবার কৌশল—বলপূর্ব্বক গ্রহণের ভাণ—১৫ মিনিট কাল কণ্ঠাগত প্রাণ—বড় লোক ও বড় লোকের পক্ষপাতী দেশ।

ইংরেজ-পরিবার মধ্যে পিতাই সর্ব্বেসর্ব্বা, মাতা কেহই নহে, বাজে লোকের সামীল; আজকাল বরং মাতা মস্তক উত্তোলন করিতেছেন। ফরাশী-মাতায় যে স্বাধীনতা দেখা যায়, ইংরেজ-মাতায় তাহা নাই। তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার পুত্রের ক্ষমতা অধিক। বিধবা হইলে ত কথাই নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্র গৃহের কর্ত্তা হইলেন। ধনী সম্প্রদায় মধ্যে পিতার পদবী ও স্থাবর সম্পত্তি সমস্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রে অর্ষায়। ইংরেজী "লর্ড" শব্দের প্রকৃত অর্থ 'রুটি দেনেওয়ালা' অর্থাৎ প্রভু,—আর 'লেডী' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'রুটি বাট্‌নেওয়ালী' অর্থাৎ দাসী। কথায় যেরূপ কাজেও সেইরূপ, ইংরেজ সমাজে লর্ডই প্রভু এবং লেডী দাসী।

ইংরেজ-পুত্র চুম্বন দিয়া পিতাকে কখন অভিবাদন করে না, মাতার প্রতি তদ্রূপ অভিবাদন বরং দেখা যায়। পুত্রের

* আমাদের দেশের 'বারোয়ারির' সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে, বারোয়ারির ন্যায় ইহার সামাজিক, রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক ভিত্তি আছে।

অন্তরের ভালবাসা কখন করপীড়নের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না। মাতাকে লইয়া অতটা করিলে পাছে গৌরবের হানি হয়, ইংরেজ পুত্রের সেই আশঙ্কা। ফরাশী দেশে মাতাকে ভালবাসা দেখাইয়া ফরাশী পুত্রের মনের সাধ মিটে না,— মাতা তাহাদের অন্তরের—হৃদয়ের—সামগ্রী। মাতার নিকট তাহারা কোন কথা লুকায় না। এমন কি 'চলবিচলের' কথাও মাতার কাণে তাহারা তুলিয়া থাকে। মাতা তাহা শুনিয়া হয়ত ক্রোধের ভাণ করিয়া পুত্রকে বলিলেন "তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, আমি তোমার কথায় আর কর্ণপাত করিব না— তোমার চরিত্র বড় কলঙ্কিত।" তাঁহার কথা গায়ে মাখিও না; তিনি মুখে যাহা বলিলেন যদি তাহাই তাঁহার মনের কথা ভাবিয়া লও, যদি তাঁহার কথামত তাঁহার নিকটে আর না যাও, তাহা হইলে ভালবাসার অবতার মূর্ত্তিমতী-স্নেহে সেই মাতা তোমার উপর বিরক্ত হইবেন। তাঁহার শাসনও সুমধুর। অলক্ষিত ভাবে গল্পচ্ছলে সেই কথার পুনরুত্থাপন করিয়া তিনি তোমার নিকট হইতে আরও গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লয়েন, অমনোযোগের ভাব দেখাইয়া তোমার গুপ্ত কথার প্রতি কর্ণপাৎ নাই প্রকাশ করেন অথচ কাজে একটী বর্ণও শুনিতে বাদ দেন না, এবং স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইবার ভাব প্রকাশ করেন কিন্তু তোমার এক স্নেহচুম্বনে তিনি মূহুর্ত্তে জল, যে প্রেমময়ী সেই প্রেমময়ী। হে প্রেমময়ী, স্নেহপ্রতিমা মাতঃ, রেখিত-গোঁফের অগ্রভাগ সাহংকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বালক কালের কত সময় তোমার পার্শ্বে বসিয়া সুখে কাটাইয়াছি !!!

ইংরেজী ভাষায় ফরাশী ফ্রদা (Fredaine) শব্দের প্রতি-

শব্দ নাই। বোধ হয় সমুদ্রের এ পারে * সে ভাবেরই অভাব। ইংরেজ হয় নীতি বিদ্, অচল অটল ভাবে নীতি-পথ অনুসরণ করে, না হয় বেজায় বখার শেষ। মাঝামাঝি একটা জিনিষ ইংরেজ চরিতে নাই। ইংরেজ জীবনের সকল দিকেই এইরূপ বিষমতা।

ইংরেজ পারিবারিক জীবনে ভালবাসার গলাগলি, হৃদয়ের খোলাখুলি নাই—সব কেমন দূর দূর; স্নেহ আছে কিন্তু প্রণয় নাই। ফরাশীতে প্রেমের অভাব নাই, মনুষ্যত্বের অভাব, ফরাশীদেশে অন্ত্যজ শ্রমজীবিও মাতার প্রতি অনুরক্ত ও মাতা-গত প্রাণ। পাপ-পঙ্কে ডুবিয়াও ফরাশী-হৃদয়ে এ মহা ভাব একেবারে তিরোহিত হয় না। অসৎ পুত্রও জননীর তিরস্কারের ভয় করে? ইংরেজ স্বাধীনতা প্রিয়, স্বাধীনতা হানি হইলে শাঠ্যৌষধ প্রয়োগে জননীকেও গৃহ বহিষ্কৃত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাঁহাদের এ কথায় বিশ্বাস না হয়, আমার অনুরোধ তাঁহারা ইংরেজী সংবাদ পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। মাতাকে কেহ অপমান করিলে ফরাশী-শ্রমজীবী অপমানকারীকে বলিবে, "দেখ, আমাকে যাহা বলিতে হয় বল, কিন্তু মাকে লইয়া টানাটানি করিও না?" মাতা তাঁহার দেবতা। ফরাশী-মাতা আজ্ঞাকারী পুত্র কন্যা পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ধরা ধামের মায়া কাটান; কিন্তু ইংরেজ-মাতার যতদিন শক্তি রহিল, যতদিন তিনি কাজকর্ম্ম করিলেন, তত দিন তাঁহার আদর। বৃদ্ধ হইলে, কাজকর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়া গৃহের একটা অব্যবহার্য্য জড়-

* ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান।

পদার্থবৎ হইয়া পড়িলে, পুত্র তাঁহাকে অন্নছত্রে মরিতে পাঠান। ইহা ত গেল ইতর লোকের কথা।

সম্পন্ন লোকের মধ্যেও মাতার প্রাধান্য নাই, পরিণয়ের সময় তিনি কোন যৌতুক আনেন না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার এইরূপ অবস্থা। যৌতুকের বলেই ফরাশী-স্ত্রীর মনে চিরদিন স্বাধীনতার ভাব থাকে, পরিবার মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব জন্মে। তিনি স্বামীর সহচরী ও বাটীর মধ্যে একজন। ইংরেজ স্ত্রীর পদ এক দিকে দাসী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ, অপর দিকে দাসী অপেক্ষাও অধম। দাসীর বেতন আছে, স্ত্রী অবৈতনিক, দাসী নুটিশ দিয়া দাসত্ব ত্যাগ করিতে পারে স্ত্রীর সে অধিকার নাই। ইহা ব্যতিত ফরাশী-চতুরতা বিলাতী-বনিতার নাই, নারী-জাতি সুলভ পুরুষ-বশ-কৌশল তাঁহার আইসে না। ইংল্যাণ্ডে স্ত্রীর কার্য্য ঘরকন্না দেখা, সময় মত স্বামীর পান ভোজন আয়োজন করা ও বুঝিয়া শুনিয়া সংসার চালান। স্বামী বলিয়া বেড়ান স্ত্রী জীবন সহচরী, কিন্তু পাঠক যদি একটা বাক্যভঙ্গি মার্জ্জনা করেন তাহা হইলে আমি বলি—তিনি কেবল শয্যা-সহচরী। সমৃদ্ধিশালী নিশ্চেষ্ট শ্রেণী মধ্যে পরস্ত্রী হরণ সচরাচরই শুনা যায়। মধ্যবিৎ ও শ্রমজীবীদের মধ্যে ইহা নাই বলিলেও হয়। লণ্ডনের ইতর শ্রেণী লোকের কথা বলিতেছি না,—তাহাদের ত পশুর জীবন। একজন বিশিষ্ট ইংরেজ (নিতান্ত ফেল্‌না নহে) এক দিন আমাকে বলেন, "লোক বড় মূর্খ যে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করে। কেন বাপু, কিসের জন্য একটা স্ত্রীলোকের মনের শান্তি চিরকালের জন্য নষ্ট কর। মেয়ে মানুষের আবার ভাল মন্দ কি?' এই ত গেল ইংরেজের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। পনর

আনা "বিবাহ ভঙ্গ" মোকদ্দমায় দেখিবে, কোন না কোন রাজকর্ম্মচারী মোকাবিলার আসামী। একে রাজকর্ম্মচারী, তাহাতে ভদ্রলোক, হাতে কোন কাজ নাই, একটা কোন কাজ চাহি, কাজে কাজেই পরকীয় মালঞ্চের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি। মোকাবিলার আসামীর দলে, যৌবনসোপানারূঢ় সহিষের সংখ্যাই অধিক। অশ্বারোহণ কালে রমণীদিগকে তুলিয়া ধরা ও তাহাদের পোষাক গুছাইয়া দেওয়া সহিষের কাজ। পোষাক সরাইবার সময় প্রণয়ের প্রথম সঞ্চার। জুতা হইতে গাটার—চরণতল হইতে উরু—বড় অধিক দূর নহে; পথটাও বড় মন্দ নহে। গত ছয় মাস মধ্যে মদনের বরপুত্র সহিষের অদৃষ্ট হইতে শতবার পত্র উড়িবার কথা সংবাদ পত্রে দেখিয়াছি। আরও কত কত বরপুত্র যে গোপনে আপনাপন সৌভাগ্য উপভোগ করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

খৃষ্টান জাতি মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত, মৃত্যুতে তাহাদের ভয় বা আশঙ্কা নাই, অশ্রুবিন্দুর স্রোতও বহিয়া যায় না। পিতার মৃত্যু হইলে ইংরেজ পুত্রের প্রথম জিজ্ঞাস্য, পিতা জীবন ইন্‌সিওর্‌ করিয়াছিলেন কি না? অর্থাৎ পিতার মৃত্যুতে তিনি কত টাকা পাইবেন। সেই কথাটা ঠিক হইলে তিনি সার কথা পাড়িতে থাকেন, বলিতে থাকেন, কি জান, সকলকেই মরিতে হইবে কেবল অগ্রপশ্চাৎ, ঈশ্বর তাঁহাকে শান্তি নিকেতনে লইয়া গিয়াছেন; আমাদের বিষাদের কোন কারণ নাই। মৃত পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হইল, আর পুত্র তাঁহাকে একেবারে ভুলিল। ইংরেজের কবরস্থান শ্মশান। ফরাশীর ন্যায় ইংরেজ মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বা ভালবাসা দেখায় না, মৃত ব্যক্তির আত্মার ত্রাণের জন্য,—শান্তির জন্য—উপাসনা

বা প্রার্থনা করে না। ইংরেজ কার্য্যকাণ্ডে বড় সারগ্রাহী, দুই টাকা ব্যয় করিয়া মন্ত্র * পাঠ করিলে মাতা পিতা স্বর্গারোহণ করিবেন ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস নাই। "মরা গরু ঘাস খায় না" ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। ফরাশীদের মধ্যে যাঁহাদের মন্ত্রপাঠ বা শ্রাদ্ধাদিতে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা বলেন " মন্ত্র পাঠে যদিও পিতৃপুরুষের কোন লাভ নাই, আমাদেরও ত কোন ক্ষতি নাই। দুই টাকাতে ত আর আমরা মরিব না।"

ইংরেজ বাজে কথায় সময় ব্যয় করে না। পুত্র পিতাকে লিখিল "আমার বিবাহ উপস্থিত" বা "আমি বিবাহ করিয়াছি," পিতা উত্তর দিলেন "আমরা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে পাইলে আমরা বড় সুখী হইব।"

স্কটল্যাণ্ডেই উপরিউক্ত প্রথার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। আমার এক সাহিত্যানুরাগী স্কচ বন্ধু প্রতি বৎসর এক মাস করিয়া বাটীতে গিয়া থাকেন। তাহার পিতা একজন খ্যাতনামা প্রেসবিটেরিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী উপাচার্য্য। আমার বন্ধু যে দিন বাটী হইতে বিদায় লইয়া আইসেন, সেই দিন প্রাতে বাল-ভোগের সময় পাত্রের নিকট এক খানি পাট পিট করা কাগজ পান, তিনি পিতৃ গৃহে যে সকল দ্রব্যাদি আহার করিয়াছেন, এই কাগজে তাহারই ফর্দ্দ। "যেমন আদাড়ে ওল তেমনি বাগাড়ে তেঁতুল", যেমন বাপ তেমনি বেটা——পুত্রও দফায় দফায় হিসাব না মিলাইয়া ঠিকুটী না দেখিয়া উবুড়-হস্ত করেন না। পুত্র হিসাব দেখিয়া বলিলেন "কালিকার বাল-ভোগের হিসাবে

* রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুর ন্যায় মৃত মাতা পিতার উদ্দেশে অর্থ ব্যয় করিয়া মাস বা মন্ত্র পাঠ করেন।

অমুক মাংস ও ডিম্ব লেখা রহিয়াছে দেখিতেছি, শপথ করিয়া বলিতে পারি আমি ডিম্ব স্পর্শও করি নাই।” পিতা উত্তর করিলেন “বাবা, তোমারই দোষ, টেবিলে তোমার জন্য ডিম্ব দেওয়া হইয়াছিল, তুমি কেন খাও নাই ?”

আমি আর এক স্কচ্‌ পিতার মূর্ত্তি জানি। তিনি পুত্র সাবালক হইলে শৈশবাবস্থা হইতে পুত্রের প্রতিপালন জন্য যাহা যাহা ব্যয় হইয়াছে—যায় ডাক্তার্‌ ও ধাইয়ের টাকা,—তাহার এক তালিকা দেন। পুত্রেরাও সেই দলিলে দস্তখৎ করিয়া টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হন।

শাশুড়ী ইংল্যাণ্ডে ভয়ের কারণ নহে। ফরাসীদেশে শাশুড়ী নৌকা হইতে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরিলে তাহাকে দুর্ঘটনা বলিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাকে জল হইতে জীবন্ত তুলিলে তাহাকে বড় বিপদ বলিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডে শাশুড়ী বিদায় করিতে এ উপায় অবলম্বন করিতে হয় না,—বড়ে টেপার গুণেই সে কাজ সমাধা হয়।

আমার এক বন্ধুর বিবাহের পর শাশুড়ী স্ত্রীর সহিত যামতৃ-গৃহে শুভাগমন করিয়া গৃহের কর্ত্রী হইলেন। বন্ধু ভায়া তাঁহার প্রতি বড় মনোযোগী। প্রতি রবিবার ভজনা মন্দিরে যাওয়া তাহার বড় অভ্যাস ছিল না, সেই দিন হইতে শাশুড়ীর ভজনা-পুস্তক বহন রূপ সুখভোগ করিবার জন্য তিনি ভজনা মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিলেন,সন্ধ্যার পর স্ত্রী ক্লান্ত হইয়া শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলে বন্ধু ভায়া শাশুড়ীর সহিত বসিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন, হয়ত এক হাত গ্রাবুও খেলিলেন। এইরূপ এক সপ্তাহ কাল চলিল। তৎপরে শাশুড়ী ঠাকুরাণী এক দিন হঠাৎ অন্তর্ধান হইলেন, যেন ভোজ বাজীতে তিনি উড়িয়া

গেলেন। শাশুড়ীর অন্তর্ধান উদ্ভিন্ন যৌবনা সহধর্ম্মিণীর খেলা।

গ্রীক বা রুম দেশের 'কনে' শ্বশুরালয়ের দ্বারে প্রথম উপস্থিত হইলে, বর জাতাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার জন্য 'কনের' হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে গৃহে লইয়া যাইত এবং হুতদ্রব্য একত্রে ভোজন করিত। প্রাচীন কালে প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া কন্যার পাণীগ্রহণ করিতে হইত, ইহা তাহারই অবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র। কন্যা পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়, ইংল্যাণ্ডে এই প্রকার একটা প্রথা আছে। বিবাহের পর ভোজ সমাপ্ত করিয়া বরকন্যা যাত্রা করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে উল্ ধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়া উঠে এবং তাহার সহিত বর কন্যার পৃষ্টে ঘাড়ে ও মস্তকে চাল ও ছিন্ন বিনামার বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বহু দিন ধরিয়া যে সকল বিনামা একত্র হইয়াছিল আজি তাহা বর কন্যার পৃষ্ঠে খরচ হইল। পিতা মাতা, ভ্রাতা বন্ধু, আমন্ত্রিত, প্রতিবাসী, ভৃত্য সকলেই ইহাতে যোগদান করে। পিতা মাতার মনে ইহার অর্থ, "আরে পাজী! আমার কন্যাকে লইয়া চলিলি—অতএব তাহার পুরস্কার গ্রহণ কর"; বন্ধু বান্ধব ও মিষ্টান্নভোজী অপরাপর লোকের অর্থ, "ধূর্ত্ত! যে ঘরেতে রাঙ্গা বৌ সেই ঘরেতেই চুরী—আচ্ছা তাহার পুরস্কার গ্রহণ কর।" এই প্রথার অবশ্য একটা গূঢ় অর্থ আছে। চাল প্রচুরতার চিহ্ন,—চাল বর্ষণের অর্থ, বর কন্যার কখন অভাব হইবে না; পুরাতন জুতা সেইরূপ শুভদৃষ্টির লক্ষণ। বর কন্যার তখন উপায় কি? তাহারা গলদেশের গলাবন্ধ তুলিয়া দিয়া যথা সাধ্য আত্মরক্ষা করিয়া, দ্বারস্থিত গাড়ীতে লম্ফ দিয়া চড়িয়া বসিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে চপেটাঘাত

পূর্ব্বক দ্রুতপদে ফুলশয্যাভোগে যাত্রা করে,—অনেক কষ্টের ফুলশয্যা।

ইংল্যাণ্ডে বিবাহের পর কন্যা পিতার গৃহে অতিথি মাত্র। পিতা মাতা তাহাকে দেখিলে বড় সুখী হন, কিন্তু পরিবারের অভ্যন্তরে তাহার আর প্রবেশাধিকার থাকে না। অপরাপর অতিথির ন্যায় কন্যারও ভিজিটের হিসাব থাকে।

ফরাশীদেশে সচরাচর লোকের ভ্রম যে ইংল্যাণ্ডে পিতৃ বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সকল বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, আর অন্য পুত্রেরা বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। পিতা যেমন ইচ্ছা 'উইল' করিয়া যাইতে পারে। জ্যেষ্ঠ-পুত্রত্ব কেবল বনেদী ব্যক্তিদের মধ্যেই প্রচলিত, স্থাবর সম্পত্তি ও পদবী জ্যেষ্ঠ পুত্রেই পায়, পিতা তাহা অন্য পুত্রকে দিতে পারে না। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি উপার্জ্জকের ইচ্ছানুসারে দেয়, সব সন্তানেরা তাহা ভাগ করিয়া পায়। কনিষ্ঠ পুত্রের অবস্থার প্রতি 'আহা' করিয়া দয়া প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যক দেখি না। স্বদেশে বা উপনিবেশে সেনা, ধর্ম্ম, দৌত্য বা সিবিল বিভাগের কাজ কর্ম্ম তাঁহাদের একচেটে। সম্পন্ন ও বনেদী লোক মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া কনিষ্ঠ পুত্রটীকে দেশের হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া যায়, কৃতজ্ঞ দেশ সে ভার বহন করিতে কখন ভূলে না।

সমতলে গিরিগঠন।

ইংরেজ রমণী—শুভদর্শনের ঢেউ—শুভদর্শনা—ইংরেজ রমণী ফ্যাসনের দাস—ফরাশী ও ইংরেজ কুমারী—স্বাধীনতা ও স্বাস্থ্য—বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ—বিবাহের পথ পরিষ্কার—নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক।

ইংরেজ রমণী, বর্ণ ও স্থিরগম্ভীর মূর্ত্তির জন্য জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু তাহাদের সুদীর্ঘ শ্রীচরণ (ফুট) দুখানি দেখিলে মনে হয়—ইংল্যাণ্ডে ১২ ইঞ্চিতে যে এক ফুট তাহা যথার্থ। সুন্দরী ইংরেজ রমণীর তুলনা জগতে নাই। তাহারা এক একটী পরী বিশেষ। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা, কুসুমেও কণ্টক, চন্দ্রেও কলঙ্ক, —তাহাদের মুখারবিন্দ ভাব শূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন, দন্ত উচ্চ—এত উচ্চ যে হাসিলে গণ্ডারের ন্যায় মাড়ি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাদের কেবল যৌবনের জারি। বিংশতি বৎসরের পর ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্য্য কোথায়? লণ্ডনের নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোক হয় জীর্ণ, না হয় ফুলো ফাঁপা, যেন শোঁথ হইয়াছে,—মুখে রক্তের লেশ নাই, নাসিকাগ্রভাগেও রক্তের চিহ্ন নাই।

ইংরেজ রমণী ফ্যাসন-সলিলে সদা ভাসমান। আজি তিনি যৌবনের জোয়ারে পড়িয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিবিধ উপায়ে অতিরঞ্জিত, অতিব্যক্ত—চগে লাগাগোছ—করিয়া অঙ্গ-যষ্টির শোভা সম্পাদন করিলেন, কালি আবার ভাটার টানে সেই সকল অঙ্গ যেন যাদুমন্ত্রে অন্তর্ধান হইল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ফ্যাসন উঠিল আরোপিত উপায়ে শরীর উন্নত করিতে হইবে,—সমতলে গিরি গঠন করিতে হইবে।

অমনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণাঙ্গীরও উত্তমাঙ্গ হিমগিরিকে লজ্জা দিতে লাগিল। সেই সময় বাষ্পস্ফীত রবারের ব্যাগ, সর্ষপ পূর্ণ কাপড়ের পুঁটুলী যোড়া যোড়া "গঠন সংশোধনী" নামে আপন গবাক্ষে দেখা দিল—সমতলে গিরি তুলিবার ভাবনা রহিল না। শুভদর্শন (Esthetic) আন্দোলনে এই সকল অঙ্গ ব্যভিচার যেন যাদুমন্ত্রে তিরোহিত হইয়াছে।

১৮৮১ সালে সকলে শুভ দর্শনের পূজা আরম্ভ করিল, অঙ্গ কৃশ, বর্ণ পাংশুবৎ, চক্ষু কোটরগত ও কালিমা বেষ্টিত, চিত্ত তদগদ, যৌবনে যোগিনী এইরূপ দেখানই ফ্যাসন হইয়া উঠিল। সকলেরই একান্ত ইচ্ছা, কি প্রকারে মূর্ত্তিটা কাশরোগীর ন্যায় দেখায়। সকলেই চলাবুলা ত্যাগ করিয়া কর্কটগমন, সায়ং সন্ধ্যা আহার ত্যাগ, কেবল প্রাণধারণ জন্য যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ, ও স্বর বিকার আরম্ভ করিল। সকলেই উদরের অভ্যন্তর হইতে কথা বাহির করিতে লাগিল। সকলেই মুখের ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল,—পার্থিব ভোগ লালসায় অবহেলা কর, জগতে সুখ নাই। সম্পূর্ণরূপে, উৎকৃষ্টরূপে, ভয়ানকরূপে এই কথা কএকটা সব কথার মাত্রা হইয়া দাঁড়াইল। এতদূর পাগলামী বাড়িল যে একটা ফুল বা এক খানা ভাঙ্গা সরা লইয়াই তাহারা দিন রাত্রি তদগদ চিত্তে সেই বিষয়ই ভাবিতে লাগিল। বর্ণনা আর কত করিব, তাহারা এক একটী লম্বোকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। শুভ-দর্শন-প্রিয় মহিলারা খর্ব্বাকারে চুল কাটিতে লাগিল এবং অনুজ্জ্বল বর্ণের সেকেলে ধরণের পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। শুভ-দর্শনদলস্থ পুরুষের মধ্যে দীর্ঘ চুল রাখা ফ্যাসন হইল। উভয়েরই এক প্রকার আচার ব্যবহার,—সেই নেংচে নেংচে চলন, সেই

হাবভাব, সেই আকার ইঙ্গিত। চক্ষুদ্বয় যাহাতে গোলাকার দেখায় ও ভ্রূযুগল মস্তকের চুলের সহিত একযোগ হয়, তজ্জন্য তাহারা মুখের ঊর্দ্ধভাগ টানিয়া রাখিতে অভ্যাস করিল, এবং তৎ-সহিত মুখের অধোভাগ ঝুলিয়া পড়িল। কথায় কথায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা এবং ব্যঞ্জন বর্ণ অতি অস্পষ্টরূপে ও স্বরবর্ণ অতি বৃদ্ধি করিয়া উচ্চারণ করা অভ্যাস হইল। নির্নিমেষলোচনে এক দিকে দৃষ্টিপাত কর, চক্ষে একখানা চসমা লাগাও এবং মুখের মধ্যে একমুখ ঝোলা-গুড় করিয়া আরশীতে নিজের মূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে কথা কহিতে চেষ্টা কর—তাহা হইলেই শুভদর্শন মূর্ত্তি দর্শন হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্যাসনাভিমানী মহিলাদল নেংচে নেংচে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার কারণ কি জান? ভারতে-শ্বরীর পুত্রবধূ বাত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া কিছুদিন ভঙ্গ-পদে চলিয়াছিলেন, মহিলারা তাহা দেখিয়া স্থির করিলেন তবে ইহাই বুঝি ফ্যাসন।

প্রায়ই শুনা যায় ইংরেজ-রমণীতে যেমন ভারিত্ব আছে, ফরাশিনীতে তেমন নাই। তাহারই উত্তরে উপরিউক্ত কথাগুলি বলা হইল। যত দিন ঘরকন্না দেখিতে হয় না, ছেলে-পিলে মানুষ করিবার ভার স্কন্ধে পতিত হয় না, অথবা স্বামীর আজ্ঞানু-বর্ত্তিনী হইতে হয় না, ততদিন কি ফরাশী কি ইংরেজ সকল স্ত্রীলোককেই যত ইচ্ছা প্রশংসা করিতে বল প্রস্তুত আছি। কিন্তু যত প্রশংসার পাত্র হউন না কেন, তাঁহারা যে সময়ে সময়ে এক আধটুকু ছেব্‌লামী করিবেনই করিবেন, তাহা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

অনেক অংশে ইংরেজ-রমণী তাহার ফরাশী-ভগ্নী অপেক্ষা

উচ্চতর। ইংরেজিনীতে ফরাশিনী অপেক্ষা অধিক সহজ ভাব লক্ষিত হয়। ইংরেজিনী ফরাশিনীর ন্যায় তত আকাশ-কুসুম প্রিয় নহে এবং তাহার মস্তকও তত রীতিমত ধরে না। ইংরেজিনী নব-প্রস্ফুটিত ফরাশিনীর ন্যায় সুরসিকা নহে, কিন্তু আবার অন্য দিকে ফরাশিনীর ছেলেমানুষি তাহাতে নাই। ইংরেজ বালিকা মাতা বা সেবিকা না লইয়াই বাটীর বাহিরে যায়, তোমার আমার সহিত প্রাণখোলা করপীড়নে অগ্রসর হয়, এবং তোমার আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহে। কুমারী ইংরেজ-মহিলা বায়ু-সম স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে থিয়েটারে যাইতে ও পুরুষ বন্ধুবর্গের সহিত পা-চালি করিতে বা দেশভ্রমণ করিতে যাইতে পারে। তিনিই সমাজের নেতা, তাঁহার পদধূলি না পড়িলে সমাজিক নিমন্ত্রণ, আমোদ আহ্লাদ সমস্তই পণ্ড। পরিণয়ের পর স্বামীর নাকে দড়ি দিয়া চালাইয়া বেড়াইতেছি, এরূপ দর্প করিতে তাঁহাকে দেখা যায় না। তিনি ঘরকন্না ও ছেলেপিলে লইয়াই ব্যস্ত। তিনি স্বামীর সহিত যেমন "লভ" (প্রেম) করেন না, তেমনি পর পুরুষের সহিতও "লভ" করেন না। তিনি যে স্বামীর প্রতি গাঢ়তম প্রণয় প্রকাশ করেন না, তাহাতে স্বামীরই অধিকাংশ দোষ। স্বামী তাঁহার সহিত ইয়ার্কি দিতে চাহেন না, স্ত্রী গায়ে পড়িয়া ইয়ার্কি দিতে রাজী নহেন। স্ত্রী সম্ভোগের উচ্চ ভাব ইংরেজ-মস্তকে নাই। তাহার গলদেশের পরিমাণ ১৪ ইঞ্চির অধিক হইবে না।* তাহার সহিত রসিকতা করিতে চেষ্টা করা, আর অরণ্যে রোদন স্ত্রীর পক্ষে উভয়ই

* গলদেশের দীর্ঘতা প্রেমিকের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত

সমান। পাছে কর্ত্তার মনোমত না হয়, সেই ভয়ে নিজের গৌরবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইংরেজ-রমণী কর্ত্তার সহিত বড় বাড়াবাড়ি করিতে চাহেন না।

রবিবার গীর্জ্জার পর ফরাশীদেশে নবীনা মহিলাদল সাধারণ বিচরণ ভূমে উপস্থিত হইলে, তাহা স্ফুটনোন্মুখ কমল বনেরশোভা ধারণ করে। বিচরণ ভূমে যাইবার অভিপ্রায় কেবল স্ব স্ব ছোট ছোট নূতন জুতা সর্ব্ব সমক্ষে প্রদর্শন করা। ভূমির দিকে চক্ষু রাখিয়া তাহারা নাচিয়া নাচিয়া চলিতে থাকে। সেই দৃশ্যকে একটী ছোটখাট মেলা বলিলেই চলে। কন্যার মাতা চুপে চুপে বলিতে থাকে "আমার কন্যার বিবহের সময় ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দিব"। মাতার অভিপ্রায় যদি কন্যার বর জুটিয়া যায়। সাধারণ বিচরণ ভূমে রবিবাসরিক ভ্রমণের কথা লিখিতে লিখিতে এক মেলার কথা মনে পড়িল, যেখানে মাতারা স্ব স্ব কন্যা দেখাইবার জন্য কন্যাদিগকে পা-চালি করান। ফরাশীদেশে স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াইতে যাইবার প্রথা, বেড়াইতে বেড়াইতে ৫।৬ মাইল অতিক্রম করা নাই। রাস্তা কর্দ্দমময়, কর্দ্দম সহজেই কোমল জুতা ভেদ করিয়া কোমলতর চরণ স্পর্শ করে। আবার জুতার সূচ্যগ্র-গোড়ালী বুদ্ধি-বলে—ফ্যাসনের তীব্র শাসনে—তলার মধ্যস্থলে স্থাপিত, তাহারা সে জুতা পরিয়া কি রূপেই বা বেড়ায়? ইহা ব্যতীত পল্লিগ্রামের মাঠে রেসমি পোষাকই বা কে দেখে, আর বহু মূল্যের হ্যাটই বা কে প্রশংসা করে?

উপরে ফরাশী নবীনার চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরা হইল। এক্ষণে ইংরেজ নবীনাকে একবার দেখা যাউক। তাহার কবরী বন্ধনের পরিপাট্য নাই,—কেশগুচ্ছ যেমন তেমন করিয়া জড়াইয়া ঘাড়ের উপরে ফেলা, মাথায় ৬ পেনী মূল্যের হ্যাট, গাত্রে তুলার

কাপড়ের পোষাক এবং পায়ে মজবুদ-তলা ও মানানসই গোড়ালী যুক্ত জুতা। তিনি র‍্যাকেট (ব্যাট) হাতে করিয়া নবীন পুরুষের দল সঙ্গে লইয়া সুদূরবর্ত্তী ময়দানে লনটেনিস খেলিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত নবীনা সেইরূপ পোষাকে তাঁহার সহিত বহির্গত হইল। সেই নবীন মহিলার দলে প্রবীণা মাতার নাম মাত্র নাই। তাহারা ক্রীড়ান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সুন্দররূপে ডিনারের (আহারের) সম্মান রক্ষা করে—তাহাতে লজ্জা সরম নাই। স্বাস্থ্য তাহাদের নিকট অগ্রে, পারিপাট্য—কিসে ভাল দেখায়, কিসে মন্দ দেখায়—পরের কথা। "আহা, মেয়ের যেন পক্ষীর আহার"—ইহা ইংরেজ প্রমদার পক্ষে গৌরবের কথা নহে বরং লজ্জার কথা। মূর্ত্তি-মতী রতিসদৃশা ললনাও পনীর ভক্ষণ করিতেছে, কাঁচা মূলা কড়মড়াইয়া চিবাইয়া খাইতেছে—তাহাতে লজ্জা নাই, অগৌরব নাই।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম ইংরেজিনী প্রতিদিন প্রাতে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া থাকেন। সেই জন্যই তাঁহার নবনধর কান্তি, শারিরীক বল, তপ্ত- কাঞ্চন বর্ণ।

ইংল্যাণ্ডে পঞ্চদশ বৎসরের বালিকা একাকী ভ্রমণ করে বালিকারা স্কট্‌ল্যাণ্ডের উত্তর প্রদেশ হইতে লণ্ডনের স্কুলে একাকী পড়িতে আইসে। ফরাশীদেশে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা নবীনারা বাটীর সম্মুখের দোকানেও চাকরাণী না লইয়া এক জোড়া দস্তানা পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে যায় না। আমার মনে পড়ে, এক দিন সাঁজ-এলিজে নামক স্থানে (পারিসের সাধারণ বিচরণ ভূমি বিশেষের নাম) দুইটী ইংরেজ রমণীর সহিত বসিয়া আছি। আমাদের পার্শ্বে একটী নবীনা ফরাশী বালিকা

পিতা মাতার সহিত বসিয়া ছিল। পিতার পার্শ্বস্থ একটী লোক উঠিয়া যাইবা মাত্র, বালিকাটী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা আমি উঠিয়া গিয়া বাবার কাছে বসিতে পারি?" এ সামান্য কার্য্যও বিনানুমতিতে করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। এই বালিকাটী একটী অষ্টাদশ বা বিংশতি বর্ষীয়া শিশু। আমার পরিচিত ইংরেজ রমণীদ্বয় আজি পর্য্যন্ত সেই কথা লইয়া হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন।

ইংরেজ রমণীর রমণীজনোচিত সলজ্জ প্রকৃতি কুরুচি কুরুচি বলিয়া প্রতিপদে চমকিত হইয়া উঠে না। যে কোন পুস্তক বা পুস্তিকা ক্রয় করিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে তাহা পড়িতে পারেন, তাহাতে তাঁহার রুচিজ্ঞান সঙ্কুচিত হয় না। তাঁহাকে বালিসের নিচেও নভেল লুকাইয়া রাখিতে হয় না। পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের সাক্ষাতে, বসিবার গৃহে তিনি সকল প্রকার পুস্তক স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারেন। হাস্য পরিহাসের পত্রিকা অপরের পক্ষে যেরূপ তাঁহার পক্ষেও সেইরূপ। ইহা কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ফল। সমাজ শাসন অপেক্ষা বলবত্তর শাসন আর নাই। ফরাশীদেশের হাস্যরসোদ্দীপক পত্রিকা পাঠে অগ্রেই মনে হয় বুঝি পরপুরুষোপগতা স্ত্রী এবং অভিসারিকাই ফরাশী সমাজের মুখপত্র। ফরাশীদেশ ও ইংল্যাণ্ডে প্রভেদ এই।

ইংল্যাণ্ডে ভদ্রলোক আপনা আপনি মধ্যেও—ঘরাও কথাতেও—রুচি বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে না, স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে দ্বিভাবের তামাসা মুখে আনে না। সকল বিষয়েই যাহাতে নবীনা প্রবীনার স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহার দিকেই তাহাদের দৃষ্টিপাৎ। সকল রেলওয়ে ষ্টেশনে দেখিবে একটী সুসজ্জিত গৃহের দ্বারের উপর লেখা "মহিলাদের বিশ্রামাগার"; ফ্রান্সের রেলওয়ে ষ্টেশনে

সাদাসিদে ব্যবস্থা, যথা, "পুরুষের দিক," "স্ত্রীলোকের দিক"। জার্ম্মানদেশে কেবল "পুরুষ" "মেয়েমানুষ" এইদু ইটী কথা ব্রিটেনী প্রদেশের আদর্শ বন্দোবস্ত; সেখানে স্ত্রী পুরুষের কোন প্রভেদ নাই।

অহংজ্ঞান নবীনা বালিকার হৃদয়ে আত্মনির্ভরতার ভাব উদ্দীপন করিয়া দেয়। সঙ্গতিপন্ন ভদ্র বংশীয় কন্যারা নিজের খরচের টাকা উপায় করিবার জন্য আফিসে চাকরী স্বীকার করে, চিনের বাসনে চিত্র টানে বা বালক বালিকার শিক্ষয়িত্রী হইয়া স্থানান্তরে গমন করে। কেহ কেহ গৃহে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা মহিলা বিশেষের সহচরী হইয়া মার্কিণ ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করে। ইংরেজ কন্যারা প্রায়ই সম্পত্তিবিহান, কাজে-কাজেই দেশে তাহাদের বিবাহ হওয়া সুকঠিন বরং বিদেশ ভাল, দেশের এত যুবক বিদেশে গিয়া বাস করিয়াছে যে বিদেশে কন্যার অভাব, কিন্তু এদিকে দেশে কন্যার ছড়াছড়ি।

উপরেই বলা হইয়াছে মধ্যবিৎ শ্রেণীর মধ্যে কন্যাদের বিবাহ উপযোগী সম্পত্তির অভাব। যদি কাহারও সম্পত্তি থাকে, তাহা নিয়ম নহে—নিয়মের ব্যতিক্রম। কোন বিবাহার্থী যুবক যদি কন্যার পিতাকে বলিল "আপনার কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ কি দিবেন," তাহা হইলেই তাহার অদৃষ্টে অর্দ্ধচন্দ্র লেখা। যদি স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতেই অক্ষম, তাহা হইলে বিবাহ করা কেন? তবে অবস্থা উন্নত না হইলেও বিবাহের প্রস্তাব করিয়া সম্বন্ধ ঠিক করিয়া রাখিতে পার। নবীন কালেজের ছাত্রও নবীনা বালার সহিত বিবাহ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যত দিন না তাহার

অর্থোপায় করিবার ক্ষমতা হয়, ততদিন পরিণয় কার্য্য বন্ধ থাকে। সময়ে সময়ে অঙ্গীকারবদ্ধ অবস্থাতেই তাহাদের বহু দিন কাটিয়া যায়। অঙ্গীকারবদ্ধ-পুরুষ কন্যার পরিবার মধ্যে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে, স্বীয় বন্ধুবর্গের সহিত কন্যার পরিচয় করিয়া দিতে, এবং অসঙ্কোচে তাঁহাকে থিয়েটার ও নিমন্ত্রণে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে। দেশাচার তাহাতে দোষ দেখে না।

ইংরেজী আচার ব্যবহার অনুসারে অঙ্গীকারবদ্ধ বর-কন্যা পরস্পরের প্রতি এত স্বাধীনতা লইতে পারে যে উভয়ের সম্মতি ব্যতিত কেহ আইনানুসারে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারে না। ভাবী বর, কন্যা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে কন্যা ড্যামেজ বা মান হানির নালিশ করিতে পারে। ফরাশী সমাজের স্বতন্ত্র নিয়ম। বিবাহের কথা স্থির হইয়া যদি বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ফরাশী-কন্যার কোন ক্ষতি নাই, কারণ বর কন্যা কখন নিভৃতে সাক্ষাৎ করে নাই। যখনই দেখা হইয়াছে তখনই উভয় দলের বন্ধু উপস্থিত ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে স্বতন্ত্র প্রথা,—হইতে পারে ভাবী ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ ভাবুকের ভাবে বিভোল হইয়া কত দিন, কত কাল, নিভৃতে এক প্রাণ, এক মন হইয়া বিচরণ করিয়াছেন, কাজে কাজেই স্থির-পরিণয় ইংরেজ মহিলা ঈষৎ ঘৃষ্টা ও মর্দ্দিতা নব মল্লিকার অবস্থা প্রাপ্ত ও লোকের চক্ষে ড্যামেজ-মাল। এমত অবস্থায় ভাবী স্বামী বিনা কারণে কন্যাকে ত্যাগ করিলে ব্যবস্থাপকেরা কন্যাকে ড্যামেজ ধরিয়া দিবার বিধান করিয়াছেন। সংবাদ পত্রে বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ মোকদ্দমার বিবরণ স্ত্রীলোকের বড় প্রিয়; বলিতে কি, কোন কোন বিবরণ প্রকৃতই রসময়। প্রণয়ের চিঠি (Love letter)

এক এক খানি করিয়া বিচারালয়ে পঠিত হয়। নবীনা বাদিনী নবীন প্রতিবাদীর নিকট হইতে যে সকল বিশ্রব্ধ জল্পনা ও প্রণয় চুম্বন পাইয়াছেন, বিচারের সময় তাহা জুরী মহাশয়দের শ্রীচরণে অর্পিত হয়।

কখন দ্বাবিংশ বৎসরের মধুময়ী কুমারী ভগ্নান্তঃকরণে কাতর স্বরে বিশ্বাসঘাতক প্রণয়ীর বিপক্ষে স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছে—বলিতেছে বিশ্বাসঘাতক পুরুষ স্বল্পবয়স্কা সুন্দরী অথবা ধনী প্রণয়িণী পাইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কখন বা নবীন ধূর্ত্ত হৃদয়ের প্রিয়তম আশায় বঞ্চিত হইয়া, বিপুল সম্পত্তি হস্ত হইতে বিচ্যুত হইতেছে দেখিয়া, ড্যামেজের জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া স্বীয় বেদনা নিবেদন করিতেছে। কোন ব্যক্তি একবার ড্যামেজের জন্য অধিক অর্থ প্রার্থনা করে, সে অধিক অর্থ প্রার্থনা করিবার এই কারণ দেয় যে আমি ভবিষ্য স্ত্রীর আয়ের উপর নির্ভর করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিব মনে করিয়া উচ্চ পদ ত্যাগ করি, অবশেষে সে রমণী আমাকে বিবাহ করিল না—আমার এ কূল ওকূল দুই কূল গেল। চুক্তি ভঙ্গের জন্য একজন ইংরেজকে একবার ৫ শত পাউণ্ড ড্যামেজ দিতে হইয়াছিল। এক মাস পরেসেই পুরুষ সেই কন্যাকে বিবাহ বেদীর নিকট লইয়া উপস্থিত হইল ও সেই উপায়ে টাকা ফিরিয়া পাইল।

ইংল্যাণ্ডে বিবাহ করা অপেক্ষা সহজ কাজ আর নাই, কোন দলিল পত্র পেশ করিতে হয় না, কাহারও মতামত জিজ্ঞাসার আবশ্যক নাই; কেবল দুইটা সাক্ষীর নাম বসাইয়া রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে একটা বর্ণনা পত্র দাখিল করিলেই যথেষ্ট।

নবীনা বালা ডাকঘরে চিঠি দিতে প্রাতে বাহির হইল এবং ফিরিয়া আসিয়া পিতা মাতাকে বলিল যে তাহার বিবাহ হইয়াছে। পিতা মাতা বিবাহে প্রতিবন্ধক লইলে বয়স্থা (২১ বৎসরে নাবালীকাত্ব ঘুচে) কুমারীরা এইরূপ কার্য্য সচরাচর করিয়া থাকে।

ইংল্যাণ্ডে অবিশ্বাসী-স্ত্রীর স্বামী ঘৃণার পাত্র নহে। কুচরিত্রা প্রমাণ করিলেই স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্পর্ক ঘুচিল। স্ত্রীর গুপ্ত প্রণয়ী ধরা পড়িলেও স্বামী তাহার সহিত মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হয় না, ইংরেজ-স্বামীতে সে কবিত্ব টুকু নাই, ইংরেজ-স্বামী ফরাশী-স্বামীর ন্যায় ততদূর নির্ব্বোধও নহে। স্ত্রী সম্পত্তিশালিনী হইলে আদালত হইতে সময়ে সময়ে অদ্ভুত পরিমাণে ড্যামেজ প্রদত্ত হয় এবং স্বামী বাছারি সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে।

মধ্যশ্রেণী ও শ্রমজীবীদের কন্যারা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইতরশ্রেণীর কন্যারা তেমনই নীচ ও অপরিষ্কার। তাহারা সমাজে নিম্নতম স্থান অধিকার করে। তাহাদের অঙ্গে সূতার কাপড়ের নাম মাত্র নাই, কেবল কতকগুলি অতি অপরিষ্কার "নেকড়া" তাহাদের লজ্জা নিবারণ করে। তাহাদের মুখ শুষ্ক, অপরিষ্কার, বিমর্ষ অথবা জিন (সুরা বিশেষ) পানে শোতগ্রস্ত; মুখের একটা না একটা অংশ আহত, চুলে কখন চিরুণি পড়ে নাই এবং পালক, ফুল ও জরি-জড়ান-হ্যাট মাথায় উঠিয়া তাহাদের মুখকে চতুরস্রশোভী করিয়া তুলে। তেমন পালক কখন দেখ নাই, তেমন ফুল কখন দেখ নাই, তেমন জরিও কখন দেখ নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, সকলেরই "লেডী" সাজিবার ইচ্ছা। নিজের অবস্থানুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান না করিলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

ইতরশ্রেণীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একবার যাহার নয়নপথে পড়িয়াছে, সে কখন তাহাকে ভুলিবে না। তাহারা দীন-আবাসে যায় না—কারণ তথায় কাজ করিতে হয়। নর্দ্দামায় পড়িয়া অনাহারে মরিব তাহাও স্বীকার তথাপি দীন-আবাসে যাইব না তাহাদের পণ। একা লণ্ডনে এই প্রকার লক্ষ লক্ষ লোক গুনিয়া লইতে পার। অল্প বয়স্কারা কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিতে রাজী নহে, তাহারা কলে কাজ করা ইহা অপেক্ষা ভাল মনে করে, তাহারা পথে পথে দেসালাই ও পুষ্প বিক্রয় ছলে ভিক্ষা করিবে, অথবা আরও নিকৃষ্ট-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজপথে ও উদ্যানে জীবনোপায় সংগ্রহ করিবে তথাপি দাসত্ব স্বীকার করিবে না। সেই বালিকাদের নির্লজ্জতা অতি ভয়ানক। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখশ্রী আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কিছু দিন তাহাদিগকে গরম জলে না ভিজাইয়ারাখিলে কিরূপে তাহাদের রূপ অরূপের কথা বলিব ? অভ্যাগত ব্যক্তি দ্বারে উপস্থিত হইলে গৃহসেবীকারা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়। তাহাদের পরিচ্ছন্ন ফুট্‌ফুটে মূর্ত্তী দেখিয়া লণ্ডনের পথচারিণী বালিকারা তাহাদের প্রতি সময়ে সময়ে হিংসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কিন্তু হিংসা করিলে কি হইবে, দাসত্বে তাহাদের বড় ভয়। তাহাদের সকল জিনিষের অভাব হউক তথাপি তাহারা যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা ছাড়িতে পারে না। লণ্ডনে যে সকল সংভৃত্য দেখিতে পাও তাহারা পল্লিগ্রাম হইতে আইসে।

ফরাশীদেশে কোন বিদেশী উপস্থিত হইলে প্রথমেই নিম্নশ্রেণী

* যাহাদের কিছুমাত্র জীবনোপায় নাই, তাহারা দীন-আবাসে প্রতিপালিত হয়।

স্ত্রীলোকের সরলতা ও পারিপাট্য তাহার চক্ষে পতিত হয়, নীহারশুভ্র-শিরশোভনধারী শান্তমূর্ত্তী ফরাশীশ্রমজীবী-স্ত্রীলোক দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হয়। সাদা টুপী ও শান্তমূর্ত্তী তাহাদের নির্ব্বিবাদ জীবন ও সৎশ্রমের পরিচয় দেয়। তাহারাই ফ্রান্সের ভাগ্য-লক্ষ্মী। ফরাশী দেশে গুণবতী পল্লিগ্রামবাসিনী বালিকা যখন সেবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে সহরে গমন করে, তখন সঙ্গে করিয়া কতকগুলি সূতার কাপড় লইয়া যায়। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে, বিশেষ লণ্ডন নগরে, সকলেই লেডী-গিরি ফলাইতে চাহে, সেই জন্য তাহারা বাহিরে হ্যাট ও জরী পরিধান করে, কিন্তু ভিতরে কামিজটী পর্য্যন্ত নাই। কোন বিশিষ্ট আচার্য্য একদিন বলিলেন,—"লণ্ডনের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক কদাচিৎ কখন বিশেষ কারণ বশতঃ বিবাহ বেদীর নিকট উপস্থিত হয়, সাধারণতঃ তাহারা প্রকৃতির বেদীতেই সন্তুষ্ট, তাহাদের জীবন পশুর জীবন।"

হটাৎবাবু ও আদর্শ বিজ্ঞাপন

ইংল্যাণ্ড হটাৎবাবুর দেশ—ভোজবাজির বিনামা—লণ্ডনের দোকান দার—দোকানের সাইনবোর্ড—বিজ্ঞাপন—স্যাণ্ডউইচ—ব্যাবসা-স্মৃতি ।

ইংল্যাণ্ড হটাৎবাবুর দেশ। স্বাধীন বাণিজ্যের পদে নমস্কার। স্বাধীন বাণিজ্য প্রভাবেই আজ কালি ৪ হাজার টাকাতেই দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং দুই টাকাতেই রেসমি ছাতা পাওয়া যাইতেছে। স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি অসম্মানের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রারই দুই পৃষ্ঠ আছে, বাণিজ্যেরও সেই রূপ ভালদিক মন্দদিক দুই-দিকই আছে! "সস্তার পাঁচ অবস্থা", - কেবল সস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিলে প্রায়ই গুণের হ্রাস হয়। যাহা হউক স্বাধীন বাণিজ্যের অনুগ্রহেই ইংল্যাণ্ডে দুই আনায় অৰ্দ্ধসের চিনি ক্রয় করিতেছি, কিন্তু ফ্রান্সে সেই অৰ্দ্ধসের চিনির মূল্য পাঁচ আনা। ইহাতে কেবল কতকগুলি ফরাশী চিনি পরিষ্কারকারী-ব্যবসায়ী ধনী হই-তেছে, আর কাহারও উপকার নাই। ইংল্যাণ্ডে কতকগুলি বাতি-প্রস্তুতকারী লোকের সুবিধা হইবে বলিয়া, ইংরেজ ব্যবস্থা-পকেরা সূর্য্যদেবকে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে অনুরোধ করে না। ইংল্যাণ্ডের আবাসগৃহ প্রায়ই অৰ্দ্ধদগ্ধ ইষ্টকে নিৰ্ম্মিত, তাহাতে এক খানিও প্রস্তর নাই। ৯৯ বৎসর মধ্যে যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে গৃহ সেই প্রকারে নিৰ্ম্মিত। ইংরেজী আইন অনুসারে ৯৯ বৎসর পরে সেই গৃহ ইজারাদারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া জমীদারের খাসে আইসে। ইজারা পদ্ধতির ফল এই হইয়াছে

যে, ৬০ বৎসর মধ্যে লণ্ডনের অর্দ্ধেক বাটী ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। কেবল লণ্ডনেই এইরূপ। পল্লিগ্রামে বা অপরাপর স্থানে জমীদারই বাটী প্রস্তুত করে, সেই জন্য তাহারা ভাল মাল মশলা ব্যবহার করে ও যাহাতে বাটী মজবুত হয় তাহাই করে।

এসকল বিষয়ে বিলাতী পঞ্চানন্দের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পঞ্চানন্দ লিখিতেছেন,—একদিন কোন বাটীর ভাড়াটিয়া ভীত হইয়া ইজারাদারকে ডাকাইয়া আবাস গৃহের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখাইলেন। ইজারাদার বাছারি প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, অবশেষে মাথায় হাত দিয়া বলিয়া উঠিল "আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে কেহ না কেহ প্রাচীরে ঠেশান দিয়াছিল।" গৃহের প্রাচীর কি প্রকার মজবুত বুঝিলে ত? গৃহের দ্বার জানালা প্রায়ই ভাল হইয়া বন্ধ হয় না। শীতকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া অগ্নির সম্মুখে বসা বৃথা, সম্মুখটা না হয় গরম হইল কিন্তু দ্বার জানালার রন্ধ্র দেশ দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া তোমার পশ্চাৎ ভাগ যে শীতে অসাড় হইল তাহার উপায় কি? অনেক প্রকৃতিস্থ ইংরেজকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই রূপ বায়ু প্রবেশ না করিলে গৃহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। কিসে কি হয় কে বলিতে পারে? সম্ভবত এ প্রথার ইহাই প্রকৃত অর্থ যে, যে ইষ্টকে গৃহ নির্ম্মাণ হয় তাহার মধ্যে পূতিগন্ধময় বাষ্প থাকে, যাহা দ্বার জানালার রন্ধ্র দেশ দিয়া ক্রমে বহির্গত হইয়া গৃহের স্বাস্থ্য উন্নতি করে।

লণ্ডনের সকল গৃহই প্রায় সোঁতা। এক দিন আমার জমীদারকে আমি বলি মহাশয়, "এই গৃহের ভিতরেই বৃষ্টি হয়।" জমীদার উত্তর করিলেন "ছাতা ত খুব সস্তা।"

এক দিন জুতার দোকানে গিয়া এক জোড়া বার্ণিশ জুতা ক্রয় করি। অবশ্য স্বীকার করি ৭ সাত টাকার বেশী মূল্য দি নাই। সে রাত্রে আমি "বলে" নাচিতে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম।

ঘণ্টা খানাক নৃত্যের পর আমার পদদ্বয়ের তলদেশে বড় আরাম বোধ হইতে লাগিল। আস্তে আস্তে সতর্ক-ভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সেই আশা বহির্ভূত আরামের কারণ অনুসন্ধান করিতে বসিলাম, দেখি যে বিনামার উপরের অংশটা ঠিক স্বস্থানে লাগিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তলা মায় গোড়ালী সমস্তই ছাড়িয়া গিয়াছে।

মহা চটিয়া পর দিন জুতার দোকানে যাইয়া সেই দোষী-জুতা দাখিল করিলাম। প্রথমে দোকানদার আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "জুতা লইয়া কি করিয়াছিলেন"? আমি উত্তর দিলাম "জুতা লইয়া কালি রাত্রে নৃত্য করিয়াছি"। সে উত্তর করিল, "ও! তা হইলে বুঝিয়াছি।" ইহার স্থূল মর্ম্ম এই যে আঠার টাকা দিয়া এক জোড়া জুতা ক্রয় কর, তাহাতে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই।

দোকানে জিনিষ পত্র ক্রয় করিয়া স্বর্ণ মুদ্রাটি দোকানের টেবিলের উপর রাখ, দোকানদার সেটিকে বেশ করিয়া বাজাইয়া লইয়া তোমার পাওনা তোমাকে ফিরিয়া দিবে। তুমিও সেই রূপ সব ভাঙ্গানী মুদ্রা গুলি পরীক্ষা করিয়া লও। ইহার যুক্তি এই যে, তুমি আমাকে জুয়াচোর বিবেচনা করিলে আমিও তোমাকে জুয়াচোর ধরিয়া লইলাম, গায়ে গায়ে শোধ গেল।

এখনকার শিক্ষা প্রণালী অনুসারে দোকানদার শ্রেণীর লোকের উন্নতি সম্ভাবনা নাই। সেকালে যে দোকানে পিতা

প্রপিতামহ ব্যবসা চালাইয়া গিয়াছেন, সেই দোকানই পুত্র পৌত্রের ভালবাসার জিনিষ হইত, কুলীনবংশীয়েরা তাহাদের কৌলিন্য চিহ্ন লইয়া যেরূপ গৌরবান্বিত হইত, দোকানদারের দোকান সেইরূপ গৌরবের জিনিষ ছিল। এখনও ফরাসীদেশের দোকানদার আপন পুত্র কন্যাকে দোকানদারী শিক্ষা দেয়, তাহার সহধর্ম্মিণীও দোকানে বসিয়া খাতা লিখিতে লজ্জা বোধ করে না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে দোকানদারের স্ত্রী কন্যা "লেডী", তাহারা পিয়ানো বাজায়, এবং পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য চ্যেন ঝুলাইয়া পরিচ্ছদে পালক লাগাইয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। পিতার ব্যবসা পুত্রে প্রায় অর্শায় না, দোকানের কোন না কোন ভৃত্য ব্যবসা ক্রয় করিয়া লয়।

কোকানদাররা যে বিজ্ঞাপন দেয় তাহাতে দেখিবে তাহারা সকলেই প্রসিদ্ধ, তাহাদের দ্রব্য সমস্ত ইংল্যাণ্ডে জানিত, সমগ্র ইউরোপে খ্যাত ও পৃথিবী মধ্যে উৎকৃষ্ট।

কোন ঔষধ বা গন্ধদ্রব্য বিক্রেতার নিকট গিয়া কোন পেটেণ্ট ঔষধ বা গন্ধ দ্রব্য অনুসন্ধান কর, দেখিবে দোকানদার উত্তরে নিশ্চয় বলিবে "হাঁ, যে দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছেন আমাদের নিকট তাহা আছে কিন্তু আমাদের প্রস্তুত সেই দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখুন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ঔষধবিক্রেতারও খাস দন্ত মার্জ্জনী, কেশ পরিবর্দ্ধনী বা বর্ণোজ্জ্বলকারী ঔষধ আছে, সেই খাস ঔষধ বিক্রয় করিতেই তাহাদের অধিক আগ্রহ। সর্ব্ব পরিচিত ঔষধ পত্রের উপর তাহাদের সামান্য মাত্র লাভ সম্ভবে, কিন্তু আপন প্রস্তুত বা খাস ঔষধে সমস্তই লাভ, কারণ সেই সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে তাহাদের ব্যয় হয় না বলিলেই হয়।

দোকানদারের গলাকাটা দরে বিরক্ত হইয়া লণ্ডনের লোক সমগ্র লণ্ডনময় সমবেত-ভাণ্ডারের প্রথা সৃষ্টি করিয়াছে। লোক একত্র হইয়া বাটী ভাড়া লইয়া পাইকেরী দরে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিল, ক্রমে এই ধরণের কোম্পানীও খুলিল, অবশেষে সমস্ত দোকানদার দোকানে বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দিল "এই দোকানে সমবেত ভাণ্ডারের দরে দ্রব্য পাওয়া যায়।" ইহার ফল হইয়াছে এই যে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। বৎসর কয়েক হইল আমি প্রতি বোতলে আট টাকা দিয়া একটা টনিক্ ঔষধ সেবন করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সমবেত ভাণ্ডার হইতে দেড় টাকায় সেই টনিক্ পাই-তেছি। ইহাতেও ঔষধবিক্রেতার যে এক টাকা লাভ থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তজ্জন্য আমি আর পেড়াপীড়ি করি না।

একজন জুয়াচোর তাহার দোকানের দ্বারের উপর নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দিল, "দোকানদারের পক্ষে সৎপথই শ্রেয়স্কর!" প্রতি শনিবার রাত্রে তাহার দোকান লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল।

নিজ-সহর লণ্ডনে পাশাপাশি দুইটা ছাতির দোকান আছে। এক দোকানদার লাল বর্ণের কাষ্ঠে লিখিয়া রাখিয়াছে "যদি প্রতারিত হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে এই দোকানে ছাতি ক্রয় কর,—তাহার প্রতিবাসী দোকানদার নীল কাষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে "যদি যথার্থই ভাল ছাতি চাহ সতর্ক হও, এ দোকান ভিন্ন ভাল ছাতি আর কোথাও পাইবে না"।

প্রত্যেক মুদির দোকানে—কোন দোকান বাদ নাই—নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন দেখিবে—"আমাদের চা এক বার আস্বাদন

করিলে অন্য দোকানের চা কখন গ্রহণ করিতে হইবে না।" একজন চা-এর প্রধান দোকানদার রাজমার্গে, রেলওয়ে ষ্টেশনে নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন দিতে লজ্জিত হয় না—"আমরা ডিউক, মার্‌কুইস, আরল্‌, ব্যারণ প্রভৃতি বড় লোককে ও ভদ্র লোককে যে চা যোগাই সেই উৎকৃষ্ট চা তিন টাকা সের বিক্রয় করিতেছি।" গরিব ভাইকাউণ্ট বাছারি উপরিউক্ত পদবী সম্বলিত বড় লোকের দল হইতে খারিজ পড়িয়াছে।* এ ভ্রম বড় শোচনীয়।

ইংরেজের শিল্প-কৌশল অপেক্ষা ব্যবসা-বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর, তাহারা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে তাহাতে পারিপাট্যের অভাব। ফরাশীদের মধ্যে শিল্প-কৌশলের অভাব নাই অর্থাৎ তাহারা খুব হুনুরি। ইংরেজ হুনুরি নহে, তাহারা কেবল মজবুদ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানে।

দালালী করিতে ইংরেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন জাতি নাই। ইহুদীরা প্রথমে এই ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শন করে। কিন্তু এক্ষণে ইংরেজ ইহুদীদিগকে হারাইয়াছে, ইংরেজ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা অপেক্ষা এজেণ্ট ও দালালীগিরী পছন্দ করে। ইহা দ্বারা তাহারা অর্থী, প্রত্যর্থী উভয়েরই স্কন্ধ ভাঙ্গিতে পারে।

বিজ্ঞাপন দিতে ইংরেজ যে অর্থ ব্যয় করে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। টাইমস্ নামক ইংল্যাণ্ডের জগৎ বিখ্যাত পত্রিকায় প্রতি দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে-লেখা ৬০ স্তম্ভের ও অধিক বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কোন কোন "হৌস"

* ইংল্যাণ্ডে "ডিউক" কৌলিন্য মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কুলেরমুকুট, "মার্‌কুইস" প্রভৃতিই ডিউকেরনিচে, ভাইকাউণ্ট"ও সেইরূপ কুলিনের পদবী।

ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের প্রত্যেক সংবাদ পত্রে, প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে ও প্রত্যেক নব-মুদ্রিত পুস্তক ও পুস্তিকার মলাটে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। সেই সকল বিজ্ঞাপন যাহাতে চক্ষু আকর্ষণ করিতে পারে সেইরূপ হওয়া চাহি, নচেৎ কেমন করিয়া পোষাইবে? বিজ্ঞাপনের দুই তিনটি উপাদেয় নমুনা দিতেছি।

"ইনোর ফ্রুট সল্ট" (Eno's Fruit Salt) রোগীকে এক পান না খাইতে দিয়া মরিতে দেওয়া শীঘ্র আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে।" "সপ্তাহ বা মাস মাহিনা হিসাবে কোন সংবাদ পত্র লেখককে ভাড়া দেওয়া যাইবে, তিনি দেশভ্রমণ, জীবনী ও প্রবন্ধ লিখিতে সক্ষম"। ইংরেজী সাহিত্য পত্রিকা মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট "এথিনিয়ম" নামক পত্রে একবার নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছিল;— "একখানি টিকিট মারা খাম পাঠাইলে আমরা ডাক্তর রিজের ফুড্ (ঔষধবিশেষ) সেবনের পূর্ব্বে ও পরে কোন এক শিশুর কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহার দুই ফটোগ্রাফ পাঠাইব"

রাজপথের সচল বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন-প্রথার চরম উদাহরণ। ঈশ্বরের অগ্রাহ্য, মনুষ্যের ত্যজ্য, কতকগুলি লোক বক্ষদেশে একখণ্ড ও পৃষ্টদেশে একখণ্ড বিজ্ঞাপন-যুক্ত-তক্তা ঝুলাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের নাম Sandwich *। নাম বড় সার্থক।

একদিন ফ্লিট ষ্ট্রীট্ নামক রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখি, জনবার লোক মস্তক মুণ্ডন করিয়া কারাবাসীর পরিচ্ছদ

* এক খণ্ড মাংসের দুই পৃষ্ঠে দুই খণ্ড রুটি দিয়া স্যাণ্ডউইচ প্রস্তুত করে।

পরিয়া চলিয়া যাইতেছে ও তাহাদের সহিত এক জন রক্ষক রহিয়াছে। পার্শ্বস্থ জনৈক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলাম "কি লজ্জার কথা, এই দুর্ভাগাদিগকে একখানা গাড়ী করিয়া লইয়া যাওয়া হয় না।" তাহারা দুইজন দুইজন করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহাদের পৃষ্টে এক একটা প্রকাণ্ড "১৪" লেখা। "চতুর্দ্দশ দিবস" নামক একটা প্রহসন তখন ক্রাইটিরিয়ণ থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল, ইহা তাহারই বিজ্ঞাপন। ধন্য বিজ্ঞাপন দাতাদের বুদ্ধি!

সকল ফ্যাসন-প্রমুখ দোকানের জানালায় এই কথা লেখা দেখিবে—"এখানে এক জন ফরাশী কথাবার্ত্তা কহিবার লোক আছে", কিন্তু তুমি দোকানে যখনই প্রবেশ করিবে তখনই শুনিবে সে ব্যক্তি দোকানে নাই, অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই বলিতেছি।

ইংল্যাণ্ডে ব্যবসা-বৃত্তি চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আমি জানি এক জন ইংরেজ স্বীয় পুত্রকে নিজের পালের জাহাজ বিক্রয় করিয়া সেই মূল্যে বাষ্পীয় পোত ক্রয় করিয়া পুত্রের সহিত প্রতিযোগীতা আরম্ভ করিল, আর বাকি রহিল কি?

রেলওয়ে-টিকিট ক্রয় করিয়া তাহার উপর দুই আনা অধিক দিলে একখানা "ইন্‌সিওরেন্স" বা জীবনভয় নিবারণী টিকিট পাওয়া যায়। কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া তোমার প্রাণনাশ হইলে রেলওয়ে কোম্পানী তোমার উত্তরাধিকারীকে দশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য। আমি জানি এক জন ইংরেজ যখনই গাড়ী চাপে তখনই একখানা ইন্সিওরেন্স টিকিট ক্রয় করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি একদিন আমাকে বলিল "তুমি কি বিশ্বাস করিতে পার যে প্রতিবার নির্ব্বিঘ্নে গাড়ী হইতে নামিয়া আমি একটু আশাভঙ্গ হই"?

ইংল্যাণ্ডের রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় কেহ

মস্তক হইতে হ্যাট উত্তোলন করে না, এ দেশে কাজের লোক না হইলে লোকে তাহাকে সম্মান করে না, মৃত ব্যক্তি ত আর কোন কাজে আসিবে না, কাজে কাজেই কেহ মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। ইংরেজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রণালী অতি কষ্টকর—আয়ার্ল্যাণ্ডের পদ্ধতি বরং ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল, তাহারা আর কিছু করুক না করুক আনন্দের সহিত হইা সম্পাদন করে, তাহারা সকলেই সেই সময় সুরাপানে মত্ত হয়।

জন বুল বড় দেশ ভক্ত, তাহার বিশ্বাস যে স্বদেশের দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যেমন তেমন রকমের দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইলে তাহারা তাহার একটা বিদেশীয় নাম দেয়। এ বিষয়ে আমরা সকলেই সমান, ফরাশীরা যাহাকে "নিয়াপোলিটান রোগ" বলে, ইটালিয়ানরা তাহাকেই "ফরাশী" ব্যারাম কহে। ইংল্যাণ্ডে সেইরূপ জার্ম্মন নামই অধিক, তথায় জার্ম্মেন জিনিষ আর অধম জিনিষ এই দুইএর একই অর্থ। জার্ম্মেন রূপাও জার্ম্মেন সসেজ * মহা শত্রুকেও ব্যবহার করিতে বলিতে পারি না। বিনা অনুমতিতে চলিয়া যাওয়াকে ইংরেজ "ফরাশী ছুটী" নাম দিয়াছে, এইরূপ পরস্পর সকল দেশেই।

---

* মাংস পিষ্টক বিশেষ।

হঠাৎ বাবুর রাজা

সেকাল আর নাই—আমার সহধর্ম্মিণীর দুঃখ প্রকাশ—সিদ্ধির মত সাধন আর নাই—দারিদ্র্য দোষ গুণরাশি নাশী—মধুমক্ষিকার জাতি—ইংরেজ ও ফরাশী বড় লোক—হঠাৎ বাবু।

ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত গুইজো এই কথা বলেন ;—প্রজাবর্গের সত্যনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজা আল্‌ফ্রেড্‌ প্রকাশ্য স্থানে সোণার বালা ঝুলাইয়া রাখিতেন, কিন্তু তাহা কখন চুরি যাইত না। চলিয়া যাইতে যাইতে যদি কোন পথিকের টাকার থলি রাস্তায় পড়িয়া যাইত, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাহা অন্বেষণ করিবার আবশ্যক হইত না, সে দিক দিয়া এক মাস না গমন করিলেও সেই থলি যেখানকার সেই খানে পড়িয়া থাকিত—কেহ স্পর্শও করিত না।

মহাত্মা আলফ্রেডের রাজত্ব কালে সাকসন্‌ জাতি এইরূপ ধর্ম্ম-ভীরু ছিল। পূর্ব্বে কি ছিল, এখন কি হইয়াছে! রেলওয়ে ইংরেজকে কত পরিবর্ত্তন করিয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, লণ্ডনের দোকানদার ওজনে কম না দিলে আপনাকে গৌরবের পাত্র মনে করে না, রেলওয়ে-টিকিট-কেরাণী এক পাউণ্ডের ভাঙ্গানী দিতে এক শিলিং চুরি করিতে না পারিলে গলায় দড়ি দিয়া মরে, অমনিব্যস্‌রক্ষক যাত্রী বা কোম্পানীকে প্রতারিত করিয়া বেতন দ্বিগুণ করিতে না পারিলে, চাক্‌রি ত্যাগ করে, ভাড়াটীয়া গাড়ীর চালক কখন জীবনে প্রকৃত ভাড়া প্রার্থনা করে না এবং জীবনে কখন প্রকৃত ভাড়া লইয়াও সন্তুষ্ট হয় না,

অন্ধ ভিক্ষুক ভিক্ষার্জ্জিত টাকাটী প্রকৃত কি মেকী, স্বচক্ষে দেখিয়া অবধারিত না করিয়া কখন তোমাকে ধন্যবাদ দেয় না।

আমার সহধর্ম্মিণী এক দিন দুঃখিত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে বলিলেন, কি হইয়াছে জান? আমি অম্‌নিব্যস্ চালক্‌কে দুই শিলিং দিলাম, কিন্তু সে ভাঙ্গানী ফেরৎ দিবার সময় ভুলিয়া দুই শিলং তিন পেনী ফেরৎ দিয়াছে। কি দুঃখের কথা, গরিব বাছারীকে নিজের টেঁক হইতে ছয় পেনী গুনাগার দিতে হইবে, তাহার উপায়ের উপর হয় ত তাহার পরিবার বর্গের ভরণপোষণ নির্ভর করিতেছে। আমিও স্ত্রীর দুঃখে যোগ দান করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ ফেরৎ টাকা দেখিতে ইচ্ছা হইল, পরীক্ষা করিয়া সহধর্ম্মিণীকে বলিলাম "আর দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই, সেই গরিব বাছারির স্ত্রী পুত্রের কাল পহাবার হইবে, ফেরৎ টাকাটী মেকী।"

ইংরেজমাতা কন্যার বিবাহের পর প্রথমেই তাহাকে এক জোড়া তুলাদণ্ড যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। তিনি জানেন যে কন্যার উপর গৃহস্থের ভার পড়িলে তাহাকে সমস্ত জিনিষ ওজন করিয়া লইতে হইবে, দোকানদারকে বিশ্বাস নাই।

লণ্ডনের নিম্নশ্রেণী দোকানদার সম্বন্ধে উপরি উক্ত যে সকল কথা বলিলাম, তাহা সকলের প্রতি প্রয়োগ করা অবশ্য বড় অন্যায়, সহরের বাহিরে দোকানদাররা সত্যবাদী ভদ্র এবং তাহাদের শিক্ষাও উচ্চদরের বলা যাইতে পারে।

ইংল্যাণ্ডে যে কোন উপায়ে হউক, অগ্রে সফল হওয়া আবশ্যক; তাহা না হইলে কেহ তোমার প্রতি দৃক্‌পাত করে না। সকলেই তোমাকে তাচ্ছল্য করে—তোমার মূর্খ অথবা অলস নাম বাহির হয়। ধনীও মানী এই দুই শ্রেণীর লোক ইংরেজের উপাস্য দেবতা।

মৃত্যু শয্যায় জন্‌বুল পুত্রকে বলিয়া যায়—"দেখ টাকা উপায় করিও সৎপথ অবলম্বন করিয়া, কিন্তু যেমন করিয়া পার টাকা উপায় করা চাহি।" অর্থ বিনা গুণের আদর নাই। সকল দেশেই এই রূপ, তবে ইংল্যাণ্ডে কিছু বাড়াবাড়ী।

ইংরজীতে একটা প্রবাদ আছে "সিদ্ধির ন্যায় সাধন আর নাই," সরল ভাষায় ইহার অর্থ এই যে, যেরূপ ইচ্ছা কার্য্য কর ক্ষতি নাই সফল হইলেই হইল। আইনের বাহির না যাইয়া যেরূপে ইচ্ছা টাকা উপায় কর কেহ কিছু সন্দেহ করিবে না, তুমি কি করিয়া টাকা উপায় করিলে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না।

ইংল্যাণ্ডে ধনী হইলেই তোমার সকল গুণ ও সকল বিদ্যা থাকিল, তুমি শিল্পের প্রশ্রয়দাতা, সাধারণ স্কুলের কর্ত্তা, অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বর, লর্ড-সভার সভ্য পর্য্যন্ত হইতে পার। "ধনী হইলে অবশ্যই তোমার সার আছে"—পোপ এই কথা বলিয়াছেন।

ফ্রান্সে হীনাবস্থা দোষের কথা নহে, ইংল্যাণ্ডে ইহা মহা পাপ। কিন্তু সকল বিষয়েরই একটা ভাল দিক আছে, একটা শোধন আছে। ধন-তৃষ্ণা ইংরেজকে মধুমক্ষিকার জাতি করিয়া তুলিয়াছে, সকলেই কাজ করে, কাজ কাজ সকলেরই উক্তি; ক্রোড়পতির পুত্রও অলসতায় জীবন কাটাইতে হইবে, এরূপ কখন স্বপ্নেও দেখে না, ডিউক অব্‌ আর্গাইলের প্রথম পুত্র কুইনের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আর এক পুত্র লিভারপুল সহরে চা-এর ব্যবসা করিতেছে।

ফরাশী দেশে লর্ডের ক্ষুদ্র অবতারেরাও মনে করেন যে জাতীয় ধনবৃদ্ধির জন্য সাহায্য করিলে তাহাদের গৌরবের হানি হইবে।

তাহারা টাকা লইয়া আড্‌ডায় গিয়া দ্যূত ক্রীড়া করিতে, এবং পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যাহাতে তাহাদের নাম থাকে, তজ্জন্য ধার করিয়া স্থানীয় গির্জ্জার জানালায় এক খানা রঙ্গচঙ্গে কাঁচ লাগাইতে ভাল বাসে। তাহাদের জীবন উদ্ভিদের জীবন—নিশ্চেষ্ট নিশ্চল।

কোন ফরাশীকে হাজার টাকা দাও, সে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া গৃহে আসিয়া বসিবে। এক জন ইংরেজকে সেই টাকাটা দাও, সে হয় এক মাসে টাকাটা ব্যয় করিয়া ফেলিবে অথবা বিদেশে গিয়া চাষী হইবে। তাহার পক্ষে ইহা হয় কিছুই নহে, না হয় জীবনের সম্বল।

এক ডিউক অফ্ ডেভন্‌শায়ারের জমীদারী সম্পত্তির আয় ৮ কোটী টাকা বা বিশ কোটী ফ্রাঙ্কা। ইহা যেন মনে থাকে যে তিনিই কেবলমাত্র এক জন ধনী লর্ড নহেন, তাঁহা অপেক্ষা ধনী আরও আছে। ডিউক অফ্ ওয়েষ্টমিনিষ্টারের এত সম্পত্তি যে তাহা শুনিলে বিশ্বাস হয় না।

ইংরেজীতে ধনী ও কুলীন ইহার প্রায় এক অর্থ, কুলীন লোকের যে এত মান, তাহার ভিতরের কথা এই—ইংরেজের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি একা পান। যে দিন এই নিয়ম পরিবর্ত্তন হইবে, সেই দিন তাহাদের রাজ-নৈতিক ক্ষমতা তিরোহিত হইবে।

ইংরেজ-হঠাৎবাবু ফরাশী-হঠাৎবাবু অপেক্ষা হেয়। ফরাশী হঠাৎবাবুর বিদ্যা বুদ্ধি, গৌরব ও জ্ঞান ইংরেজ হঠাৎবাবুতে নাই। ভদ্র সমাজে উপস্থিত হইয়া ফরাশী-হঠাৎবাবু পকেটের টাকা ঝম্ ঝম্ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, আর অধিক দূর যায় না। কিন্তু ইংরেজ হঠাৎবাবু নিঃশঙ্কচিত্তে বলিবে যে, পদ্য লেখা চিত্র-টানা বা লাটিন ভাষা ইচ্ছা করিলে সে অনায়াসে শিক্ষা

করিতে পারিত ; কিন্তু সে প্রকৃত ব্রিটনবাসীর ন্যায় স্বদেশের হিত করিতে অভিলাষ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মন দিয়াছে। ইহা ব্যতিত ইংরেজ ও ফরাশী হঠাৎবাবু উভয়েই সমান হেয়।

* লর্ড মেয়র ইংরেজ হটাৎবাবুর রাজা। এক দিন তাঁহার সহিত এক টেবিলে ভোজন করিতে গিয়াছিলাম। আহারান্তে ফল খাইবার সময় তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত কথা তুলিলেন। বিষয়টী বেশ সময়ে উঠিল, সে দিন তথায় প্রায় একশত সংবাদ-পত্র লেখক ও সাহিত্যানুরাগী লোক উপস্থিত ছিলেন। লর্ড-মেয়র বলিলেন " আপনারা সকলেই জানেন, আমি লোক শিক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু শিক্ষার যত ফল মনে করা যায়, তত ফল হয় কি না তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ঠিক বলিতে হইলে, ইহাতে যত উপকার, ততই অনুপকার। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের বালক্‌কে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে প্রতি দিনের আহার উপার্জ্জন করিবার উপায় শিক্ষা দেওয়া উচিত, সামান্য পড়া, লেখা, অঙ্কপাত, ইতিহাস ও ভুগোল জানিলেই যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষায় অনুপকার ভিন্ন উপকার নাই। তাহারা ইহা দ্বারা পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করা-রূপ জীবনের প্রধান লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। আমার স্বীয় দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি ১১ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ব্যবসা শিক্ষা করিতে গৃহত্যাগ করি। আমি বেশী লেখা পড়া শিখি নাই, আমার শিক্ষা 'ধারাপাত শিশুশিক্ষা পর্য্যন্ত।' কিন্তু দেখ এক্ষণে আমি লণ্ডন নগরের সর্ব্বেসর্ব্বা।" লর্ড-মেয়র সেই পণ্ডিত-মণ্ডলীমধ্যে এই রুচিময় বক্তৃতা দিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।

* লণ্ডন নগরে মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বা অধ্যক্ষ।

নরমাংসের হাট

লণ্ডন নগর—সিটি বা নিজ-সহর লণ্ডন—উদ্যান—রাজমার্গ—হৃদয়-বিদারক দৃশ্য—মাত্‌লামি—পুনরায় স্যাণ্ডউইচের দল—অপরাপর লাভের কাজ—ইতর লোকের ভাষা—কীর্ত্তি-চিহ্ন—কুয়াশা—চল আমরা অন্যত্র যাই।

বিলাতের মহা-কবি শেলী বলিয়া গিয়াছেন, "যদি পৃথিবীতে থাকিয়া নরক দেখিতে চাও, তাহা হইলে লণ্ডন নগর দেখিয়া আইস।" প্রকৃতপক্ষেই লণ্ডন এক অদ্ভুত স্থান। ইহাতে নাই এমন জিনিষ নাই। এক দিকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-পুস্তকের ধ্বজা উড়িতেছে, বিলাসিতা প্রচুরতা ও ধনের স্রোত বহিতেছে, অপর দিকে মদ মাত্‌লামি শঠতা ও প্রবঞ্চনার উতরোল চলিয়াছে, দুর্জ্জয় শীত ও অনাহার ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দীনদুঃখীকে গ্রাস করিতেছে; এই সকল বিষম দৃশ্যের একত্র সমাবেশ লণ্ডন নগরে দেখিতে পাইবে। লণ্ডন নগরের পূর্ব্ব পল্লীতে কেবল দীনদুঃখীদের বাস, বড় লোকের বাস নাই। কিন্তু নগরের অন্যান্য সকল অংশেই তাহারা ধনকুবেরদের সহিত এক পাঁচিরে বাস করে, শতগ্রন্থি বসন পরিধান করিয়াও তাহারা বড় লোকের সহিত সমান খুঁটে চলিতে চাহে।

কোন প্রসিদ্ধ লেখক উল্লেখ করেন যে, লণ্ডনের উদ্যানে ভিক্ষুক বা ইতর লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা তাঁহার বড় ভুল, তিনি অল্প দিন মাত্র লণ্ডনে ছিলেন, তাই তাঁহার এইরূপ ভ্রম হইয়াছিল। লণ্ডনের প্রধান প্রধান উদ্যান ও রাজপথ ইতর লোকে পরিপূর্ণ, তবে তাহারা বড় লোকের

ভাণ করিয়া বেড়ায় বলিয়া কোন বিদেশী হঠাৎ তাহাদিগকে ইতর বলিয়া ধরিতে পারে না।

লণ্ডনের মধ্যস্থলে 'হাইড পার্ক' নামে এক সুবিস্তৃত প্রসিদ্ধ উদ্যান আছে।' দিবাভাগে তথায় লণ্ডনের ধনকুবেররা জুড়ী ঘোড়া হাঁকাইয়া বেড়াইয়া থাকে, ফ্যাসন-প্রমুখ সুপরিচ্ছদ-বিভূষিত নরনারী নব-মল্লিকার শোভা সম্পাদন করে; কিন্তু রাত্রিযোগে তথায় সমাজের নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর উচ্ছিষ্ট লোক মনের সাধ মিটাইয়া পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে। উদ্যানের দ্বার ইচ্ছাপূর্ব্বক রাত্রে খুলিয়া রাখা হয়। পুলিশ কনষ্টেবল সদা উদ্যানের দ্বারে দণ্ডায়মান, আজ্ঞা পাইলে সহজেই সেই পাপ-পঙ্কের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম, কিন্তু তাহাদের প্রতি প্রকাশ্য হুকুম আছে যে, এ সকল বিষয়ে তাহারা হস্তক্ষেপ না করে, এ সকল তাহাদের কাজ নহে। লণ্ডনের ইতর লোক বড় প্রতিহিংসা-তৎপর, তাহাদের সহিত যাহাতে কোন গোলযোগ না হয়, তাহারই চেষ্টা করা হয়।

উদ্যান রক্ষা সম্বন্ধেও ফরাসী ও ইংরেজ-রুচির অনেক প্রভেদ। ফরাসী-উদ্যানে শিল্প প্রকৃতিকে অন্তরালে রাখে, ইংরেজ-উদ্যানে শিল্প প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করে না। ইংরেজ ফরাসী অপেক্ষা নিসর্গশোভার পক্ষপাতী ও নিসর্গশোভার সম্মাননা করে। ইংরেজ-উদ্যানের বন্যমধুরিমা অতি হৃদয়-স্নিগ্ধকারী। প্রাতে কেহ না উঠিতে উঠিতে একবার লণ্ডন-উদ্যানের মধ্য দিয়া বেড়াইয়া আইস, দেখিবে কোকিলকণ্ঠ নাইটিঙ্গেল পক্ষী সুবৃহৎ বৃক্ষের সু-উচ্চ শাখায় বসিয়া প্রাতঃসঙ্গীতে উদ্যান আমোদিত করিতেছে, দেখিবে লণ্ডনের মধ্যে ইহা এক অতি দুর্লভ উপভোগ। লণ্ডন-উদ্যানের প্রাতঃ-

কালীন কোমল ম র মুক্তোপম-ধূসর অর্দ্ধালোকে কে না প্রীত ও চমৎকৃত হয়? সেই প্রাতঃকালীন দৃশ্যের তুলনা পৃথিবীতে নাই।

যাঁহারা লণ্ডন দেখিতে গমন করেন, তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতেছি তাঁহারা যেন নগরের বাহিরে গমন করিয়া কিউ-উদ্যান, রিচ্মণ্ড-উদ্যান, ও হ্যামটনকোর্ট-উদ্যানের চেষ্টনট্ বৃক্ষাবলী পরিদর্শন করিয়া আইসেন। এই সকল না দেখিলে লণ্ডনের প্রকৃত শোভা দেখা হইল না।

উদ্যান ছাড়িয়া রাজপথের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। রাজপথের নামকরণ-প্রণালীর প্রতি লোকের অগ্রে দৃষ্টি পতিত হয়। ইংরেজ সাহিত্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেন বলিয়া গরিমা করিতে পারেন, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে, ইংরেজের রাজপথ সাহিত্য-জগতের গণ্যমান্য লোকের নামে অভিহিত নহে। রাজপথের নামকরণ আবশ্যক হইলে কেহ সেক্সপীয়ার, স্পেন্সার, বাইরণ, ষ্টার্ণ, গোল্ডস্মিথ, বর্ণস্, থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতি সাহিত্য সংসারের অলঙ্কার—আর কিছু না থাকিলেও যাঁহাদিগকে লইয়া ইংরেজ চির-গৌরবান্বিত হইতে পারে—তাঁহাদের নাম মনেও করে না। ধনী, জমীদার বা প্রধান প্রধান নগরের নামে রাজপথের নাম। মিণ্টন ও অ্যাডিসনের নামে দুই একটি রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মনে রাখা চাহি যে, মিণ্টন প্রধান রাজকর্ম্মচারী অলিভার ক্রমওয়েলের কেরাণী ছিলেন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন; তাহা না হইলে মিণ্টনের নাম রাস্তায় দেখিতে পাইতে না। সেইরূপ অ্যাডিসনও প্রবন্ধ বা পদ্য লিখিয়া এই সম্মান পান নাই, তাঁহার সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ ছিল। লণ্ডনের প্রধান

প্রধান রাস্তা কাঠে বাধান। ইহা ঘোড়া গাড়ীর পক্ষে যেমন সুবিধা, কণ্ট্রাক্টারদের পক্ষে ততোধিক। রাস্তা নির্ম্মাণ না হইতে হইতেই সংশোধনের আবশ্যক হয়। ভদ্রলোককে রাজ-পথে, কলের গাড়ীতে বা অন্য যানে পাইপ দ্বারা তাম্রকূট সেবন করিতে দেখিয়া ফ্রান্সবাসী চমকিত হন, কিন্তু ভিন্ন দেশে ভিন্ন রুচি,—এই যুক্তি মনে রাখিলে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমার বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর লোক প্রতিবার নূতন নূতন পাইপে তাম্রকূট সেবন করে, কখন দেখিলাম না যে, একটি পাইপ পুরাতন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহারা দুই একবার ব্যবহার করিয়াই পাইপটি ফেলিয়া দেয়।

লণ্ডন নগরের যেরূপ বিস্তার, তাহাতে অনেক নগরবাসীকে যে, দিনের মধ্যে এক আধ ঘণ্টা ব্যস (ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ) বা কলের গাড়ীতে কাটাইতে হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। অশ্ব বা বাষ্পীয়যানে সদা গমনাগমন যে মস্তিষ্কের বিঘ্নকর, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, সেই জন্য যাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে কিঞ্চিৎমাত্র দৃষ্টি আছে, তাহারা কতকটা রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া গমনাগমন করে। বিলাতের আব্‌হাওয়া যেরূপ জঘন্য ও পানাহার গুরুতর, তাহাতে শারীরিক পরিশ্রম নিতান্ত আবশ্যক। কোন পীড়া হইলে ইংরেজ কবিরাজেরা তোমাকে অগ্রে শারীরিক পরিশ্রম করিতে উপদেশ দিবে।

লণ্ডনে যে সকল মূত্রত্যাগের আগার আছে, তাহাদের সম্মুখে এই লেখা থাকে,—"বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে পোষাক ঠিক করিবে"। সামান্য বিষয়েও যাহাতে নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায়, জনের তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা। ইহা প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর হইতে লণ্ডনের উৎকৃষ্ট রাজপথেও পৈশাচিক-বৃত্তি তৃপ্তির মেলা বসিয়া যায়, নরমাংসের হাট উপস্থিত হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভদ্র লোক সন্ধ্যার পর রাজপথে বাহির হয় না। রিজেণ্ট ষ্ট্রীট নামক প্রসিদ্ধ রাজপথে যে সকল লোক দেখিতে পাও, তাঁহারা হয় বিদেশী, না হয় নবাগত পল্লিগ্রামবাসী। পূর্ব্বে সাধারণ নৃত্যাগার ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যে প্রেমের বাজার পূর্ব্বে সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে গৃহের অভ্যন্তরে বসিত, এখন তাহা অবারিত রাজপথে বসিতেছে। লণ্ডনে নীতিসংরক্ষক পুলিশ নাই। যে ইংল্যাণ্ডে নীতি ও খৃষ্টধর্ম্মের বড় প্রাদুর্ভাব, সেই ইংল্যাণ্ডে যে সকল জঘন্য দৃশ্য দেখা যায়, তাহা মনে হইলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে। চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকারা চুলে কালি দিয়া মুখে রং মাখাইয়া মাতাল হইয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া রাহী-দিগের নিকট কাতর স্বরে নিকৃষ্ট বেতন যাচ্ঞা করিতেছে এবং সেই রূপ এক ভাবে অষ্ট-প্রহর-রাত্রি রাজপথে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে প্রাতঃকালে শ্রান্তি ও রাত্রিজাগরণ-কষ্টে রাজ-পথের পয়ঃপ্রণালীতে পড়িয়াই ঘুমাইয়া পড়িতেছে। এই বিকট দৃশ্যের প্রতি আজিকালি লণ্ডনবাসীর দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহারা ইহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতেছে।

রাজপথের মাত্লামির কথা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিবার নহে। শনিবার রাত্রি ত মহামারির দিন, সে দিন আর "বাচ্ বিচার" থাকে না। বিলাতে স্ত্রীলোক প্রায় পুরুষের সমান-মাতাল; স্কটল্যাণ্ডে "প্রায়" টুকু নাই, উভয়েই এক সমান; আয়র্ল্যাণ্ডে স্ত্রীলোক পুরুষকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। যদি কাহারও এই কথায় অবিশ্বাস জন্মে তাহা হইলে তিনি ১৮৭৭

সালের সরকারী রিপোর্ট দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন॥

"খৃষ্ট-জগৎ" (Christian World) নামক কোন সংবাদপত্রে আমি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করি—"আমি কোন ধর্ম্মযাজকের স্ত্রী, আমার একটি পরিচিত পাচকী আছে, সে পূর্ব্বে মদ খাইত কিন্তু আর খাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। যদি কোন খৃষ্ট পরিবারে পাচকীর আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমি তাহাকে বলিয়া দিতে পারি।" আহা, ধর্ম্মযাজকের সহধর্ম্মিণী কি উদারচেতা! দেখ, তিনি সেই রত্নকে নিজে না লইয়া তোমাকে আমাকে বিতরণ করিতে প্রস্তুত! তাঁহার নিকটে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

মাতাল হইলেই কেবল ইংরেজ কলহপ্রিয় হয় ও গোলযোগ করে। যে সকল হত্যাকাণ্ডের কথা শুনা যায় তাহার অধিকাংশই মাতাল অবস্থায় হইয়া থাকে। সে দিন পর্য্যন্ত ভদ্র লোক টিপ্‌সী-মাতাল হইয়া রাজপথে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিত না। অপর কথা কি, চলিত শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাসভার সভ্যেরা, অন্যস্থান দূরে যাউক, মহাসভাতেই মাতাল অবস্থায় আগমন করিত। একটা গল্প আছে যে, বিলাতের রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পিট্‌ আর এক জন সভ্যের স্কন্ধে ভর দিয়া একদিন মহাসভায় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা উভয়েই তখন বেশ তৈয়ারী। পিটের বন্ধু উচ্চৈঃস্বরে বলিল "দেখ পিট্‌, এ কি হইল? আমি যে স্পীকারকে (অর্থাৎ সভাপতিকে) দেখিতে পাইতেছি না?" পিট্‌ উত্তর করিল "সে ত বড় মজার কথা, আমি—দুশন (দুজন) স্পীকার দেখ্‌শি (দেখ্‌ছি)।"

আমার মনে আছে একদিন এক রেলওয়ে ষ্টেশনে এক জন মাতাল রুশ্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে—"এস

দেখি রুশ, তোমাকে পাচার করিতেছি?" (সেই সময়ে রুশ ও ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।) যখন রুশ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল না তখন মাতাল আবার বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তা না হয় তুরস্কই এস; রুশই হউক, আর তুরস্কই হউক, আমার একটা হইলেই হইল।" যখন তুরস্কও উত্তর দিল না, তখন সে আবার বলিল "আচ্ছা, তবে রুশ তুরস্ক ও ইংল্যাণ্ড সকলেই এস, আমি সকলকেই একেবারে শেষ করিতেছি।" ইতিমধ্যে ষ্টেশনের লোক কোন প্রকারে তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। যদি সে যুদ্ধ-পিপাসা ইউরোপের রাজ্য বিশেষ দ্বারা নিবারণ না করিয়া বাটী প্রত্যাগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সহধর্ম্মিণীর অদৃষ্টে যে কি হইল তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়।

বিলাতে স্যাণ্ডউইচের শ্রেণী যে শোচনীয় দৃশ্য দেখাইতেছে নরজাতীর ততদূর হীনতা জগৎ পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। দুইখানা তক্তা—এক খানা বক্ষে ও এক খানা পৃষ্ঠে—গ্রীবা হইতে ঝুলাইয়া ও তাহার উপরে আজ্‌গুবি অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আঁটিয়া কতকগুলা লোককে লণ্ডন নগরের রাস্তায় রাস্তায় চলিতে দেখিবে, তাহাদেরই নাম "স্যাণ্ড-উইচ।" তাহারা দুই চারি পয়সার জন্য সূর্য্যদেবের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত রাজপথের নর্দ্দামায় নর্দ্দামায় বেড়াইতেছে। তাহারা যে রাস্তা ছাড়িয়া নর্দ্দামা দিয়া চলে তাহার বিশেষ কারণ আছে। লোক জনের গতায়াত ও ব্যবসার প্রতিবন্ধক হইবে বলিয়া তাহাদিগকে রাস্তা বা পদচারণ (ফুটপাথ) দিয়া চলিতে দেওয়া হয় না, সেই জন্য তাহাদিগকে নর্দ্দামা দিয়া চলিতে হয়। আরও দেখিবে যে গরিব বাছারিরা কখন কখন গলদেশ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত এক একটা বৃহৎ

চতুষ্কোণ তোড়ঙ্গ পরিবৃত করিয়া সারি বাঁধিয়া পা-টি পা-টি করিয়া চলিয়াছে। কেবল তাহাদের মস্তক ও হস্ত স্বাধীন। কিন্তু হস্তই বা সম্পূর্ণ স্বাধীন কি করিয়া বলিব? তাহারা হস্তদ্বারা রাহাদিগকে তোড়ঙ্গ-প্রস্তুতকারী হউসের বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতেছে—তাহারা তোড়ঙ্গ-প্রস্তুতকারী হউসের চলন্ত-বিজ্ঞাপন। সেই ভারবাহী পশুদের তুলনায়, কাঠকুড়াণীকেও রাজরাণী বলিতে হইবে। কোন ফরাশী কবি বলিয়াছেন—

মরণ অধিক দিতে নরক যন্ত্রনা,
সংসারে হয়েছে স্তাণ্ড, উইচ (অ) রচনা।

লণ্ডন নগরে ব্যাগ্ বা মোটহস্তে শত পদ না যাইতে যাইতে দেখিবে যে, পথচারা ছোঁড়া ও ভিক্ষুকের দল তোমার পিছু লইয়াছে। তাহাদের এই আশা যে, যদি তুমি বিশ্বাস করিয়া তোমার ব্যাগ্‌টি তাহাদিগকে বহন করিতে দাও, তাহা হইলে তাহারা দুই এক পয়সা উপায় করিতে পারে, অথবা সুযোগ পাইয়া মোড় ফিরিবার সময় ব্যাগ লইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারে। রাস্তা এ-পার ও-পার হইবার স্থানে দেখিবে যে, কোন ভিক্ষুক তোমার জন্য ঝাঁট দিয়া রাস্তার কর্দ্দমাদি পরিষ্কার করিয়া দিল, তাহার একমাত্র ভরসা যে, যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে এক আধ পয়সা দান কর। পিকাডিলি, রিজেণ্টষ্ট্রীট, হাইডপার্ক প্রভৃতি অতি ফ্যাসনপ্রমুখ স্থানেও সেই প্রেতমূর্ত্তি ভিক্ষুকদের অভাব নাই। এমন কি নিজ রাজপ্রাসাদ-গবাক্ষের নিম্নেও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে।

লণ্ডন নগরে বিয়ার (সুরাবিশেষ) ও পুরাতন পরিচ্ছদের ব্যবসায় বড় লাভ। সেই সকল ব্যবসাদারদের গৃহে লক্ষ্মী বাঁধা। তাহাদের ব্যবসায় ধার নাই, কারণ গরিব লোকের

সহিতই তাহাদের কারবার, গরিব লোক্‌কে ধারে কেহ কিছু দেয় না, তাহাদের সহিত "ফেলো কড়ি মাখো তেল"-এর ব্যবস্থা, নগদ দুই আনা পয়সা দিয়া এক গেলাস বিয়ার পান কর, নতুবা ফিরিয়া দেখ। সুরাব্যবসায়ীর সহিত বন্ধকদাতার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এক জন অন্য জনের পরম মিত্র, কেন তাহা বুঝাইতে হইবে না।

দায়গ্রস্থ লোকই বন্ধকদাতার নিকট উপস্থিত হয়। সেই মহাত্মাদের ব্যবসার যেরূপ রীতি, তাহাতে তাহারা চৌর্য্যবৃত্তির এক প্রকার প্রশ্রয় দেয় বলিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটেরা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, বন্ধকদাতারা চোরা মাল গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা বহু মূল্য দ্রব্য বিক্রয় করে বা বন্ধক দেয়, বন্ধকব্যবসায়ী তাহাদের বাটী বাটী যাইয়া টাকা দিয়া আসিতে আইনানুসারে বাধ্য। ইহাতে কতকটা জামিনেরও কাজ করে। বন্ধকদাতার নিকট তুমি যে নাম ও যে ঠিকানা ইচ্ছা দাও, সে তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে তোমাকে টাকা ধার দিবে। সকল ঝোঁক তাহার উপর। সেই জন্য সে অধিক টাকা ধার না দিয়া সামান্য টাকা অধিক সুদে ধার দিয়া থাকে। যদি বন্ধকি-মাল চোরা প্রমাণ হয় এবং যাহার মাল সে আসিয়া সনাক্ত করে, তাহা হইলে বন্ধকদাতা তাহা প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে ফিরিয়া দিতে বাধ্য।

ইংরেজ ছোটলোকের ভাষা অনুবাদ করা বিদেশীয় অভি-ধানের আয়ত্তাধীন নহে। সুশিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা যেমন বাছা কোছা, সুমিষ্ট ও নির্দ্দোষ; ছোট লোকের ভাষা সেইরূপ অস্পষ্ট ও জঘন্য। তাহাদের অভিধানে কেবল মাত্র একটা গুণবাচক শব্দ আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহারা কথায় কথায় 'ব্লডি' (Bloody) এই শব্দ প্রয়োগ করে। 'ব্লডি' কথাটি শুনিলে

ইংরেজের হৃৎকম্প হয়, কিন্তু বিদেশীর কর্ণে ইহা বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না। একটা উদাহরণ দিতেছি,—কোন শ্রমজীবী ইংরেজ বলিতেছে, "আমি আমার 'ব্লডি' প্রভুকে বলিলাম যে, তিনি আমাকে প্রতি 'ব্লডি' সপ্তাহে কেবল এক 'ব্লডি' পাউণ্ড (দশ টাকা) দেন, কিন্তু আমি আরও 'ব্লডি' পাঁচ শিলিং (আড়াই টাকা) চাহি। তিনি বলেন যে, আমার 'ব্লডি' প্রার্থনা শুনিবার জন্য তাঁহার 'ব্লডি' সময় নাই।" ব্লড শব্দের অর্থ শোণিত এবং ব্লডি শব্দের প্রকৃত অর্থ শোণিতাক্ত, কিন্তু এস্থলে যে ব্লডি পদ ব্যবহার হইল, তাহা শপথ করিতে বা 'দিব্য গালিতে' ব্যবহার হয়, ইতর ইংরেজের ভাষায় ইহা কথার মাত্রা মাত্র।

মোরগের যুদ্ধ ও কুকুরের যুদ্ধ পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে আইন দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কুস্তিকরাও আজি কালি লোকে পছন্দ করে না, কুস্তিকরা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইয়াছে, যদি কখন কেহ কুস্তি করে, সে কেবল গোপনে। প্রাচীন অসভ্যতার এই সকল অবশিষ্ট চিহ্ন ক্রমে অদর্শন হইতেছে। ইংরেজ এরূপ জোরে ঘুসি ছুড়িয়া থাকে যে, মস্তক এককালে স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বর্ব্বরেরা মল্লযুদ্ধের সময় কখন লাথি ছুড়ে না, তাহা তাহাদের জাতীয় রীতির বহির্ভূত। লাথি ক্ষাণাঙ্গীদের জন্য তোলা থাকে, তাহা কেবল ক্ষীণাঙ্গীদেরই এক চেটিয়া।

লণ্ডন কোথায় আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইল বলা, বড় সুকঠিন। পোষ্টাফিসের চক্র বা সরহদ্দ অনুসারে চ্যারিংক্রস্ নামক স্থানের চতুষ্পার্শ্ব ছয় ক্রোশ লণ্ডনের অন্তর্গত।

লণ্ডনে কীৰ্ত্তি-চিহ্ন নাই বলিলেই হয়, ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধৰ্ম্ম-মন্দির, ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রাসাদ, সেণ্টপলের ক্যাথিড্র্যাল বা ধৰ্ম্ম-মন্দির, এই কয়েকটী ব্যতীত আর ত কিছুই দেখা যায় না। মহাত্মা কবডেনের প্রতিমূৰ্ত্তি লণ্ডনের ঘুঁজি রাস্তার পূতিগন্ধ মধ্যে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছে; নেলসনের প্রতিমূৰ্ত্তিও নিরাভরণ স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া গগণ স্পর্শ করিতেছে। ওয়েলিংটনের যে তিন প্রতিমূৰ্ত্তি ও সেকপীয়রের এক প্রতিমূৰ্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধারণের টাকায় নিৰ্ম্মিত নহে, লোক বিশেষ প্রদত্ত। এই ত হইল গণ্য মান্য লোকের স্মরণ-চিহ্ন। ট্রাফালগার চতুর্ব্বেড়—যাহা পারিসের কনকর্ড চত্বর্ব্বেড়ের স্থান অধিকার করে, তাহার চারি কোণে চারিটী পদস্থল দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে তিনটির উপর প্রতিমূৰ্ত্তি আছে ও চতুর্থটী এখনও শূন্য। ইংল্যাণ্ডে বড় লোকের অভাব নাই, তবে মূল কথা কীৰ্ত্তি-চিহ্ন স্থাপনে লোকের মনোযোগ বড় অল্প।

যদি ৩০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক(১) কি করিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হয় দেখিতে চাহ, তাহা হইলে "আল্‌বার্ট মেমোরিয়াল নামক স্মরণ-প্রাসাদ দেখিয়া আইস। মহারাণী স্বীয় স্বামী প্রিন্স আলবার্টের স্মরণার্থ ইহা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৬৬৬ সালে লণ্ডনে যে সৰ্ব্বসংহারী অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহার স্মরণার্থ এক মনুমেণ্ট প্রস্তুত হয়, সেই মনুমেণ্ট উচ্চে ২০০শত ফুট(২)। তিন পেনী বা নয় পয়সা দিলে তাহার উপরে উঠিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিন পেনী দিয়া তাহার উপরে উঠা অপেক্ষা

(১) এক ফ্রাঙ্কে আট আনা।

(২) দেড় ফুটে এক হাত।

চার্লস্ ডিকেন্‌সের মতে তিন দু-গুণে ৬ পেনী দিয়া না উঠাই শ্রেয়ঃ।

জনবুল বড় কাজের লোক ও তাহার প্রকৃতি অতি ঘন গম্ভীর, ছুঁচা মারিয়া হাতে গন্ধ করা তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ নহে; তাহার চক্ষে সাধারণের অর্থে কীর্ত্তি-চিহ্ন নির্ম্মাণ করা বৃথা ব্যয় মাত্র। কিন্তু এই সকল বৃথা কার্য্যে কি অমূল্য রত্ন গুপ্ত ভাবে নিহিত থাকে না? তাহাদের বাহ্য দৃশ্য চিত্তাকর্ষণ না করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ পদার্থে হৃদয় উন্মত্ত হয় না?

লণ্ডনের রাস্তা শুভদর্শন না হইতে পারে, কিন্তু কাজের যে বেশ উপযুক্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাস্তায় এমন কিছু নাই যে, তুমি অর্দ্ধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবে; বরং যাহাতে রাস্তা চলা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে পার, তাহারই ইচ্ছা হইবে। রাস্তায় পা-চালি করিবার লোক লণ্ডনে নাই। তাহারা উদ্যানেও যাইতে পারে না, পাছে লোকে অসদভিপ্রায় সন্দেহ করে। রাস্তায় যে সকল ভদ্র লোক দেখিবে, তাহারা হয় কার্য্যস্থানে যাইতেছে, না হয় কার্য্য স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে।

ভুবনবিখ্যাত লণ্ডনের কোয়াশা দুই শ্রেণী বিভক্ত। এক প্রকার কোয়াশার বর্ণ ঘোর কাল, তাহাতে ভয়ের কথা তত বেশী নাই; কিন্তু দেখিতে বড় মজার জিনিষ। দেখিবে এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে লণ্ডন নগর হঠাৎ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ও অবিলম্বে সকল স্থানে গ্যাস আলোকিত হইল। এ প্রকার কোয়াশায় লোকের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কেবল দিবা দ্বিপ্রহরেও ঘরে বাহিরে, রাস্তা ঘাটে, রাত্রি ১০টা বলিয়া বোধ হয় মাত্র। ব্যবসা, লোকের ভিড় ও গাড়ির গতায়াত বন্ধ হয় না,—নগরে যেমন লোকের ভিড় তেমনই থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোয়াশা বড় ভয়ানক,—ইংরেজ ইহার মটরডাল বর্ণের কোয়াশা নাম দিয়াছে। ইহা নাকে মুখে প্রবেশ করিয়া লোকের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া তুলে। যদি হাঁপাইয়া যাইতে বা রক্ত বমন করিতে না চাহ, তাহা হইলে প্রশ্বাসনী যন্ত্র দ্বারা মুখ বন্ধ কর। গ্যাস আলোকিত করা বৃথা, কারণ গ্যাসদণ্ডের নিকটে দাঁড়াইয়াও আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। গতায়াত একেবারে বন্ধ হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে দুই তিন ঘণ্টা, মনে হয়, যেন নগর মৃত হইয়া ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে।

ফরাশীরা যতদূর মনে করে, তত ঘন ঘন এরূপ কোয়াশা হয় না। তাহাদের বিশ্বাস যে, এরূপ কোয়াশা উপস্থিত হইলে হারাইয়া যাইবার ভয়ে নিকটস্থ সহচরের হাত ছাড়িয়া থাকা উচিত নহে। অথবা যদিই হাত ছাড়িয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে কোটের পুচ্ছদেশ যাহাতে হাত বাড়াইয়া পাওয়া যায়, এরূপ দূরে থাকা উচিত। বৎসরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে বড় জোর ১৫ দিন এরূপ কোয়াশা হয়, বাকী সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, লণ্ডন যেন ধূমে আবৃত। যে দিন আকাশ পরিষ্কার থাকে সে দিন বড় মনোহর, কিন্ত এরূপ দিন প্রায় হয় না। যে দিন সূর্য্যেদেব দর্শন দিলেন, সে দিন তাহার ফটোগ্রাফ্ লওয়া হইল—পাছে লোকে ভুলিয়া যায়, সূর্য্যদেব কি প্রকার? আজি কালি কোয়াশার ভয় কিছু কমিতেছে, কর্‌পোরেশন (Municipality) এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এবং ইহা নিবারণ জন্য অনেক সভাও হইয়াছে। সকল বিষয়েই লর্ড মেয়রের হস্তক্ষেপ করা চাহি, এবিষয়েও তাঁহার হস্তক্ষেপ আছে। ইহা ব্যতীত আমরা শুনিয়াছি, লণ্ডনে নূতন শাসন

প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে। অতএব দেখ, কোয়াশা বুঝি এই বার উঠিয়া যায় ?

চল আমরা কুয়াশা ছাড়িয়া মিউজিয়ম (যাদুঘর), ক্লব (সভা), ও হউসে প্রবেশ করি, সেখানে চক্ষু মন ও প্রাণ শীতল করিবার অনেক দ্রব্য পাওয়া যাইবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা যাদুঘর

ইংরেজের ভিতর পিঠ—সহরে ও পল্লিগ্রামে জন্‌বুলের মুর্ত্তি—ক্লব (সমাজ)—মিউজিয়ম—বিটিশ মিউজিয়ম—সাউথ কেনসিংটনস্থিত মিউজিয়ম—জাতীয় চিত্রশালা—মহা মহা চিত্রশিল্পী—লণ্ডন টাওয়ার—হ্যামটনকোর্ট—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধর্ম্মমন্দির—সেণ্টপলস ক্যাথিড্রাল—স্ফটিক প্রাসাদ—শ্রীমতী টুসোর প্রদর্শনী।

বড় বড় সহরে ইংরেজের বাহ্যদৃশ্য, গৃহের বাহিরের জীবন, একদিকে যেরূপ অবসাদময় ও মেঘাচ্ছন্ন, সুরক্ষিত ইংরেজগৃহের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, আভ্যন্তরীণ জীবন সেই রূপ অপর পক্ষে সুমধুর ও সুখময়। বিলাসিতা ও সুখে ইংরেজ-গৃহ স্বর্গ নির্ব্বিশেষ। কি অভাব পরে হইতে পারে, অতি সামান্য হইলেও বিলাতবাসী তাহা সুন্দর রূপে পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত করিতে পারে, কিসে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, বহু চিন্তা ও বহু যত্নের সহিত তাহা স্থির করিতে পারে। গল্পের জন্য সোফা, পাঠের জন্য পুস্তকরক্ষণী, আরামের জন্য চৌকী, তাম্রকুট সেবনের জন্য আসন, যেখানে যেটি আবশ্যক ইংরেজ গৃহে তাহা দেখিতে পাইবে। গৃহের প্রত্যেক বসিবার আসনটি কোন না কোন বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করে। বসিবার গৃহ, বৈঠকখানা, পুস্তকাগার, 'তাম্রকুট-সেবনাগার,

প্রত্যেকটিরই বিশেষ আবশ্যকতা আছে। প্রত্যেক ইংরেজেরই এক একটি খাস কামরা আছে, তাহাতে বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ, ইচ্ছানুসারে কাজ বা বিশ্রাম করিবার জন্য তিনি কেবল নিজে তাহাতে আশ্রয় লইতে পারেন।

বিলাতে কার্পেট বড় আবশ্যক। সামান্য বাটীতেও প্রত্যেক তোলা, প্রত্যেক সিঁড়ি কার্পেটে মোড়া। কার্পেট ও চা পাইলে ইংরেজ রমণী বড় সুখী, এই দুইটা দ্রব্য যথার্থই তাহার সুখের জন্য নিতান্ত আবশ্যক, তাহার জীবনের অংশ বিশেষ। আমি নিজের কথা বলিতে পারি, যখন আমি ফ্রান্সে থাকি তখন চা-পান আমার মনেও থাকে না, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে চা ব্যতিত থাকিতে পারি না, ইংল্যাণ্ডের আব্‌হাওয়ায় চা নিতান্ত আবশ্যক। স্কটল্যাণ্ডের লোক তোমাকে বলিবে, স্কটল্যাণ্ডে আমি হুইস্কি (সুরা বিশেষ) ব্যতিত বাঁচিতে পারি না, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে হুইস্কি ব্যতিত চলিয়া যায়। যদিও স্বচক্ষে দেখি নাই তথাপি এ কথায় আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

যে দেশে বৎসরের মধ্যে ৮ মাস শীত, যে দেশে বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ দিন আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, সে দেশে গৃহে থাকিয়া পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করা নিতান্তই আবশ্যক। সেই জন্যই গৃহসজ্জার প্রতি, গৃহ পারিপাট্যের প্রতি, বিলাতবাসীর এতাধিক দৃষ্টি। বড় লোকের অট্টালিকার বাহ্যাকারে প্রসংশা করিবার কিছুই নাই, কিন্তু সেই সকল সুউচ্চ, কালিমা কলুষিত, নিরাভরণ প্রাচীরের অভ্যন্তরে কত ধন ও কত বিলাসিতা গুপ্ত রহিয়াছে! প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন গৃহ ও গ্রাম্য-বাটীকার সহিত নগরের অট্টালিকার কোন সৌসাদৃশ্য নাই।

যদি জন্‌বুলের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে চাও তাহা হইলে সহর ছাড়িয়া গ্রামে যাও। জন্ যেমন শিকারে পটু—আপৃষ্ঠ-দণ্ড শিকারী—গ্রাম তেমনি তাহার উপযুক্ত স্থান। কোন মার্কিন গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন যে, যে বিদেশী ইংরেজ-চরিতের প্রকৃত জ্ঞান-লাভ করিতে ইচ্ছুক, কেবল রাজধানী দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকা তাহার উচিত নহে। ইংরেজের প্রকৃত মনের ভাব গ্রামেই প্রকাশ পায়, সহরের উত্তাপ-হীন ব্যবহার, কপট ভদ্রতা, ও কপট বাক্‌ শূন্যতা ত্যাগ করিয়া, ইংরেজ গ্রামে খোলো-প্রাণে আমোদ আহ্লাদে যোগ দান করে, সভ্যসমাজের উপযোগী বিলাস ও সুখের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা ব্যতিত অন্য ব্যবহার-বন্ধন তথায় একবারে বিদূরিত হয়। অনুশীলনোপযোগী নির্জ্জনতা, রুচি-অনুমোদিত চিত্ত-রঞ্জন বা গ্রাম-সুলভ শারীরিক শ্রমের আয়োজনে তাহার গ্রাম্য-বাটীকা পরিপূর্ণ। গ্রাম্য-বাটীকায় পুস্তক, চিত্র, গীত-গ্রন্থ, ঘোড়া, কুকুর ও নানা প্রকার শিকার যন্ত্র সদা প্রস্তুত, অথিতির জন্য বা নিজের জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই, যথার্থ আতিথ্যের সহিত সকলের জন্য সকল প্রকার আমোদের সুব্যবস্থা। মধ্যবিৎশ্রেণীর ইংরেজ স্বীয় কুটীর সুসজ্জিত রাখিতে যেরূপ বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দেয় তাহা দেখিলে মন বড় উল্লসিত হয়। অতি সামান্য আবাস গৃহ, অতি ক্ষুদ্র অশুভ-দর্শন ভূমি, রুচিকুশল ইংরেজের হস্তে পড়িয়া ক্রমে ক্ষুদ্র স্বর্গবিশেষ হইয়া উঠে। ইংল্যাণ্ডের প্রধান আকর্ষণ তাহার নিয়মময় ভাব। সকলই যেন সুনিয়ম ও শান্তিময় জীবনের পরিচয় দিতেছে। তাহার পর ক্লবের (সমাজ) কথা,—পেলমেল রাজপথের শোভা সেই সকল অট্টালিকার কথা। সাহিত্য ও বিজ্ঞান জগতের খ্যাঁতনামা মহাত্মাদিগের

জন্য এথিনিয়ম ক্লব, কনসার্ভেটিব সম্প্রদায়ের প্রধান সভ্যদের জন্য কার্লটন ক্লব, লিবারেল সম্প্রদায়ের জন্য রিফর্ম ক্লব, অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদের জন্য অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ক্লব, সৈনিক বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের জন্য আর্মি ও নেভী ক্লব, হুইটেকার রচিত পঞ্জিকায় এই প্রকার ৯৯টী ক্লবের নাম দেখিয়াছি। অনেকগুলি সামান্য ক্লবের নাম তাহাতে উল্লেখ নাই। প্রধান প্রধান ক্লবের রাজ-প্রাসাদ সম অট্টালিকা কেবল গণ্য মান্য ও ধনী লোকদিগের জন্য। ৪০পাউণ্ড প্রবেশ-দক্ষিণা ও ১০ পাউণ্ড বাৎসরিক চাঁদা দিয়া কয়জন লোক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে? টাইট-পাণ্টালুনিত দ্বারপাল, ছয় আঙ্গুল পুরু শব্দসংহারী কার্পেট, প্রশস্ত সিঁড়ি, প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ, বিলাসিনীতার সহিত পদ বিক্ষেপ করিয়া সভ্যেরা ক্লবে আগমন করিতেছে ও ক্লব হইতে বহির্গমন করিতেছে, সন্মান প্রদর্শনের জন্য কেহ কাহারও উদ্দেশে হ্যাট উত্তোলন করা আবশ্যক মনেও করিতেছে না, কেহ কাহারও উপর দৃক্‌পাতও করিতেছে না, কেহ বা "তুমি কেমন আছ" বলিবার ভাণ করিয়া উদ্দেশে বলিতেছে আমাকে বিরক্ত করিও না, তোমার সহিত আলাপ করিবার আমার সময় নাই, এই সকল অবলোকন করিয়া উত্তপ্ত শোণিতও জমিয়া যায়। তাহাদিগকে টাইম্‌স সংবাদ পত্রের বিশাল অন্তরালে চুয়াল-ভাঙ্গা হাই তুলিতে দেখিয়া, দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলেও আমার ঘোর সন্দেহ হইয়াছে যে ভোগ বিলাসে তাহাদের আর সুখ নাই, ভোগ বিলাসে তাহাদের বিরক্তি জন্মিয়াছে।

এই সকল ক্লবে প্রবেশ করিতে, তাহাদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে তোমার আমার মনে আশঙ্কা উপস্থিত

হয়,—সম্মানের সহিত আশঙ্কার এইরূপ নিকট সম্পর্ক। কেবল "স্যাভেজ বা অসভ্য ক্লব' দেখিয়া আমার মনে সেরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় না, সেই সাড়ে আঠার ভাজা, নেতা কেতার ঝুলি, সাহিত্যকুশল, লিপিকুশল, চিত্রকুশল ও অভিনয়-কুশল লোক দ্বারা গঠিত। সে বৎসর ইংরেজ সমাজের চূড়ামণি স্বয়ং যুবরাজ (Prince of Wales) সাহসে নির্ভর করিয়া স্যাভেজ ক্লবের একজন সভ্য অর্থাৎ অসভ্য হইয়াছেন, এবং নিচ হইতে নিচ ভ্রাতা-অসভ্যের সহিত একত্রে পান ভোজন করিয়াছেন। সভ্যদের বিচিত্র গুণাবলিই সেই লোকপ্রিয় ক্লবের প্রধান আকর্ষণ। ইহার প্রবেশ দক্ষিণা ৮০ টাকা ও বার্ষিক চাঁদা ৩০ টাকা।

লণ্ডনের মিউজিয়ম বা যাদুঘরে যে সকল রত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিতে হইলে এক খণ্ড পুস্তকে স্থান হয় কি না সন্দেহ। লণ্ডন নগরে ব্রিটিশ মিউজিয়ম, সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ম, ন্যাসনেল গ্যালারি বা জাতীয় চিত্রশালা, হ্যামটন কোর্ট নামক প্রাসাদ ও উদ্যান, লণ্ডন টাওয়ার ইত্যাদি কত রত্নাগার রহিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া দুঃসাধ্য। ব্রিটিশ মিউজিয়ম ঃ—মিউজিয়মের কাচ-গুম্বুজিত গোলাকার পাঠাগার পৃথিবী মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার আর সন্দেহ নাই, ইহার মধ্যস্থলে [প্রখরবুদ্ধি মিষ্টভাষী অনুচ্চবাক্ গ্রন্থ-পরিদর্শকের দল, তাহাদের চতুঃপার্শ্বে সুপ্রশস্ত টেবিল, সুখসেব্য চৌকি, পাঠ ও অনুশীলনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী চক্রাকারে সজ্জিত, কোন গোল নাই কোন শব্দ নাই, সদা শান্তি বিরাজমান। পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ৬০,০০০ গ্রন্থ স্তবকে স্তবকে সজ্জিত রহিয়াছে, ইচ্ছা হইলে বিনা অনুমতিতে সে সকল গ্রন্থ

তুমি অধিকার করিতে পারে। ১৮৮২সালে মুদ্রিত-গ্রন্থ-বিভাগে (অর্থাৎ হাতের লেখা গ্রন্থ ছাড়া) ১৩ লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ গণনা করা হয়। গ্রন্থের তালিকা নিখুঁত। পারিসে একখানি গ্রন্থ অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইলে, গ্রন্থকারের নাম ও প্রথম সংস্করণের সন তারিখ জানা আবশ্যক, নতুবা তালিকা দেখিয়া গ্রন্থ বাহির করা অসম্ভব। সে দিন আমার এক বন্ধু পারিস হইতে লিখিয়া পাঠান, সেক্‌সপিয়ার সম্বন্ধে যে সকল ফরাশী গ্রন্থ আছে তাহার একখণ্ড তালিকা পাঠাইয়া দিতে হইবে, ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক ঘণ্টা মধ্যে আমি সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু পারিসে তাহা কখন হইত না।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে নানাবিধ সংগ্রহ রক্ষিত আছে।

রবিবার ব্যতিত অন্য দিনে ইহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ অধিকার। রবিবার সকল শ্রেণীর লোকের অবকাশ, কিন্তু সে দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ বন্ধ বলিয়া তথায় ইতর লোকের সহিত বড় সাক্ষাৎ হয় না। পারিসে লুভর মিউজিয়মে সুপরিচ্ছদ বিশিষ্ট লোক অপেক্ষা ইতর দর্শক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিন শুনিলাম এক কৃষক একটি পুরাতন মুদ্রা দেখিয়া তাহার উপরের লেখা পড়িয়া বলিতেছে "দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন মুদ্রা—এ বড় মন্দ তামাসা নহে, এই কুল্যে ১৮৬৮ সাল, ইহার মধ্যে দুই সহস্র বৎসর পুরাতন হইল কি করিয়া?" এরূপ দরের লোক ব্রিটিশ মিউজিয়মে বড় দেখা যায় না।

সাউথকোনসিংটন মিউজিয়ম :—ইহার মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের পাঠশালা; পঞ্চাশৎ সহস্র গ্রন্থধারী-পুস্তকাগার; ইংরেজ চিত্রকুশলীদেরচিত্র; পুরাকালিক দ্রব্যসংগ্রহ; হ্যাণ্ডে-

লের বেহালা; লুথরের বাদ্যযন্ত্র; মধ্য ও নবযুগের শিল্প-সংগ্রহ; হৃদয়গ্রাহী ভারত-বিভাগ; ভারতীয় মন্দির; বৈদিক ও পৌরাণিক দেব দেবতা; এবং হিন্দু পুরাণের দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি পৃথিবীর নানাবিধ রহস্য দেখিতে পাইবে।

জাতীয় চিত্রশালা ঃ—ইহা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয়, এবং জন জুলিয়স্ আঙ্গীর ষ্টাইনের প্রভূত সংগ্রহের আধার। হোগার্থ রেনল্ডস, গেনসবরা, রাইট, লরেন্স, টর্ নার, লেসলী, এডউইন প্রভৃতি ইংরেজ চিত্রশিল্পের আবিষ্কারকদের চিত্র এই সংগ্রহের প্রধান অঙ্গ। রাফ্যাল, রুবাঁ, টিশিয়াঁ, ভ্যান্‌ডাইক প্রভৃতি খ্যাত-নামা শিল্পীদের চিত্রও তথায় দেখিতে পাইবে।

লণ্ডন টাওয়ার ঃ—এই পরিখাত বেষ্টিত প্রাচীন দুর্গ তমসা নদীর তীরে অবস্থিত। বিজয়ী উইলিয়ম এবং কেহ কেহ বলেন জুলিয়স্ সিজার ইহার কতক অংশ নির্ম্মাণ করেন। রাজকীয় বহুমূল্য রত্ন, আগ্নেয় অস্ত্র, রাজ্ঞী লেডী জেন গ্রের মস্তক-চ্ছেদনকারীকুঠার ও দণ্ড, এবং অপরাপর শত সহস্র বহুমূল্য ঐতিহাসিক রত্ন ইহার মধ্যে রক্ষিত আছে। দুই তিন ঘণ্টা আমোদ আহ্লাদে কাটাইবার জন্য ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই পুরাকালিক পরিচ্ছদ-ভূষিত রক্ষক, সেই বারেন্দা, সেই পরিখাত তোমাকে চিন্তায় শত শত বৎসর পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া লইয়া যাইবে। টাওয়ারের ঠিক সম্মুখে টেমস্ নদীর গর্ভ দিয়া পাতাল-পথ গিয়াছে। ৭ ফিট ব্যাস লৌহ-পাইপ বা চোঙ্গ দ্বারা এই পথ নির্ম্মিত। মহারাণীর খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতম প্রজা ব্যতিত অন্য কাহাকেও সেই পাতাল-পথ দিয়া যাইতে পরামর্শ দি না। উচ্চ গোড়ালী-বিশিষ্ট জুতা পায়ে দিলে বা পয়সা দিয়া ক্রয়-করা-হ্যাট মাথায় দিলে, খর্ব্বতম লোকও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

হ্যাম্‌টন কোর্ট : লণ্ডনের কিয়ৎদূরে তমসা-নদী-তীরে হ্যামটন কোর্টের উদ্যান ও রাজপ্রাসাদের অবস্থান। উদ্যান অপ্সরা পছন্দ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বসন্তের প্রারম্ভে দক্ষিণানিলস্পর্শে হইয়া চেষ্টনট বৃক্ষের দক্ষ যষ্টি যেন যাদু-মন্ত্র-তাড়িত নব কিশলয় প্রসব করে, সুপ্তোত্থিত নাগরীর ন্যায় অভাবনীয় কমনীয় কান্তি ধারণ করে। হ্যাম্‌টন কোর্টস্থ চেষ্টনট বৃক্ষের খ্যাতি জগৎব্যাপ্ত। হ্যামটন কোর্ট-প্রাসাদ মধ্যে ৯৩৩ খানি নানাজাতি চিত্র আছে, তাহার অধিকাংশই ঐতিহাসিক। সেই শুভদর্শন প্রাসাদের সম্মুখে প্রায় এক মাইল ব্যপিয়া এক বারেন্দা। চেষ্টনট বৃক্ষ পুষ্পিত হইলে বারেন্দা হইতে উদ্যানের মনোহর শোভা দর্শন করিলে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়। হ্যাম্‌টন কোর্টের প্রকাণ্ড আঙ্গুর বল্লরী আর একটি দেখিবার জিনিষ। ১৮৬৯, সালে ইহা রোপিত হয়; এক্ষণে ইহা এত বড় হইয়াছে যে ইহার গুঁড়ি বেড়ে প্রায় দুই হাত ও দীর্ঘে প্রায় ৭৪ হাত। ইহার ডাল পালা বহুদূর ব্যপিয়া পড়িয়াছে। প্রতিবৎসর ইহাতে ২৫০০ থলো আঙ্গুর ফলিয়া থাকে, প্রত্যেক থলোয় আধ সের অপেক্ষাও অধিক আঙ্গুর ফলে। ইহার ফল অতি সংগন্ধযুক্ত, ইহা কেবল রাজপরিবারের জন্যই ব্যবহৃত হয়। হ্যাম্‌টন কোর্টের উদ্যান রবিবারেও খোলা থাকে, রবিবার দিন অন্য কোন সাধারণ স্থানে লোকের প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং এ কাজটায় জনের বাহাদুরি আছে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি বা মন্দির, লণ্ডনের পশ্চিম বিভাগের প্রধান ভজনালয়। লণ্ডন টাওয়ারের নিচেই ইহার নাম।

আদি মন্দির বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত, কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রায় কোন চিহ্নই নাই, যে স্থানে ওয়েষ্টমিনিষ্টার স্কুলের ছাত্রদের

ফুল্‌কা বা কুস্তিস্থান কেবল সেই স্থানটা প্রাচীন। সম্রাট্‌ সপ্তম হেন্‌রীর সময় ইহার পুনঃসংস্কার হয়, সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ৮০০ শত বৎসরেরও অধিক হইল ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাণীর রাজ্যাভিষেক সেই ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি বা মন্দিরে হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালের খ্যাতনামা পুরুষ—যাঁহারা স্ব স্ব কালের গরিমা বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের যে সকল প্রতি-মূর্ত্তি, কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি স্মরণ চিহ্ন এই মন্দির মধ্যে থাকিয়া ইংরেজের অনন্ত গৌরব ঘোষণা করিতেছে, তাহার বর্ণনা করিয়া উঠা অসম্ভব। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাজা-রাজড়া ব্যতিত স্পেন্‌সার, মিল্টন, ড্রাইডেন, হ্যাণ্ডেল, শেরিডেন, ম্যাকলে, ডিকেন্স, থ্যাকারে, লিভিংষ্টোন এবং অভিনেতাগ্রগণ্য গ্যারিক—যিনি শ্বেতপুরী ইংল্যাণ্ডের গৌরববর্দ্ধন সন্তান-গণের মধ্যে স্থান পাইবার কোন মতে অযোগ্য নহেন—প্রভৃতি ইংরেজ রত্ন তোমার পদতলের নিম্নে হর্ম্ম্যতলে শায়িত। চিরস্মরণীয় অ্যাজিনকোর্ট যুদ্ধে সম্রাট পঞ্চম হেন্‌রী যে অজিন ও বর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অজিন ও বর্ম্ম আজিও পঞ্চম হেন্‌রীর স্মৃতিস্তম্ভের উপর দেখিতে পাইবে। প্রাচীন মূর্ত্তি-প্রস্তর সকল আজিও অতি সুন্দর রূপে সংরক্ষিত রহিয়াছে। রবিবার তিনটার সময় ইহার মধ্যে ধর্ম্ম-আলোচনা হয়, সেই সময় বিলাতের উৎকৃষ্ট আচার্য্যের উপাসনা শুনিতে পাওয়া যায়।

সেণ্টপলের ক্যাথিড্রেল বা ধর্ম্মমন্দির লর্ডগেট হিল নামক স্থানের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত, বহুদূর হইতে এই বিশাল অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্টপলের

ক্যাথিড্রাল ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি কৃতজ্ঞ ও গুণজ্ঞ দেশের মহাপুরুষদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ স্ব স্ব গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। আজি আমরা যে ক্যাথিড্রাল দেখিতেছি তাহা ক্রিষ্টোফার রেণ কর্ত্তৃক ১৬৭৩ সালে আরব্ধ হইয়া ১৭১০ সালে সমাপ্ত হয়। ১৬৬৬ সালের সর্ব্বগ্রাহী অগ্নিকাণ্ডে আদি-ক্যাথিড্রাল আমূল ধ্বংস হইয়া যায়। ওয়েলিংটন, স্যামুয়েল জন্‌সন্, রেণ, টর্ণার, জশুয়া রেনল্ডস্, এবং এড্‌উইন্ ল্যাণ্ডসিয়ারের মৃতদেহ ইহার মধ্যে রহিয়াছে। ইহার গুম্বুজ ২৬৯ হাত উচ্চ, ইংরেজ-রাজধানী মধ্যে এই প্রাসাদই অগ্রে চক্ষে পতিত হয়।

স্ফটিক প্রাসাদ ঃ—এই সুবৃহৎ স্ফটিকপিঞ্জর নির্ম্মাণ করিতে দেড় কোটী টাকা ব্যয় হয়। ইহা যে সহজে নির্ম্মাণ হয় নাই তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে কেবল এই দুঃখ, এত অর্থনাশ করিয়া এই প্রাসাদ কেন নির্ম্মিত হইল? ইহাকে শ্রীহীন বিশাল খেল্‌না দ্রব্য বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। ইহার চারি ধারের বারেন্দা ও উদ্যান অতি শুভদর্শন। ব্যাঙ্কের ছুটী হইলে সকল আপিশ বন্ধ হয়, লোক অবকাশ পাইয়া সেই সময় স্ফটিক প্রাসাদে আসিয়া সমবেত হয়, ইহা তাহাদের প্রিয়স্থান, সময়ে সময়ে তথায় লক্ষাধিক লোকেরও সমাগম হয়। তথায় আতস-বাজি, সমস্বর-সঙ্গীত, পুষ্প-মেলা, কুস্তি, সার্কাস, পশুশালা ও নানা প্রকার কৌতুক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল দেখিবার জন্য দর্শনী সামান্য অর্থাৎ আট আনা মাত্র। স্ফটিক প্রাসাদের মধ্যে সুন্দর চিত্রশালা, মনোহর পাঠাগার, পুস্তকাগার এবং সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পের পাঠশালা আছে। মৎস-সংগ্রহ দর্শন করিবার ইচ্ছায় উদ্যানের পুকুরে যাওয়া বৃথা,

আমার পরামর্শ যদি শুনিতে চাও তাহা হইলে পুকুরে গমন না করিয়া প্রাসাদস্থিত পানভোজনালয়ে গমন কর, তথায় অতি অল্প ব্যয়ে চাট্‌নি-মাখান সু-তার মৎস পাইবে।

শ্রীমতী তুসোর প্রদর্শনীঃ—ইহার মধ্যে বিলাতের রাজা রাণী ও অন্যান্য দেশের গণ্যমান্য লোকের অতি চমৎকার চমৎকার মোমের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবে, ইহা এক প্রকার ঐতিহাসিক বিষয়ের মিউজিয়ম বা যাদুঘর। অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে ফরাশী-দেশীয় সাধারণ হত্যাকাণ্ডের সময়, গীলোটীন নামক হত্যাযন্ত্রে যে ছুরিকা ব্যবহার হইত সেই ছুরিকা; বাস্তি নামক প্রসিদ্ধ কারালয়ের চাবি, প্রথম নাপোলিওঁ যুদ্ধ বিগ্রহে যে গাড়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন সেই গাড়ী; র‍্যাভালাক যখন চতুর্থ হেন্‌রিকে ছুরিকা দ্বারা আহত করে সেই সময় তিনি যে কামিজ পরিধান করিয়াছিলেন সেই কামিজ প্রভৃতি ঐতিহাসিক দ্রব্য ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবে। চারি আনা বেশী দর্শনী দিলে "ভয়ের আগার" নামক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ভয়ে কণ্টকিত হইতে পার, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান নৃশংস হত্যাকারীদের প্রতিমূর্ত্তি, স্নানাগারে মুমূর্ষু ম্যারাট এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে হত্যাকারীদের উপর যে সকল পীড়ন-যন্ত্র ব্যবহার হয় তাহার চিত্র দেখিতে পাইবে। কেবলমাত্র এক দুঃখের বিষয় এই যে, একজন ফরাশিনী লণ্ডনে এই প্রদর্শনী স্থাপন করিয়াছে।

স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার

জনবুলের সহৃদয়তা—জীবজন্তুর প্রতি নৃশংসাচরণ নিবারণী রাজকীয় সমাজ—স্ত্রীলোকের প্রতি, বিশেষ সহধর্ম্মিণীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার—পুলিশ রিপোর্টের মর্ম্ম—অরুচির রুচি—হাঁসপাতাল—ভিক্ষুক—পায়রা মারা,—জনবুলের মহত্ত্ব।

বিলাতে চুয়াড় লোক পর্য্যন্ত জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করে। ইহার প্রধান কারণ, চতুর্দ্দিকেই জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার-নিবারণী-সভার গোয়েন্দা, জীবজন্তুর প্রতি নৃশংস আচরণের অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাসের জন্য শ্রীঘরের ব্যবস্থা। লণ্ডনের গাড়োয়ান অশ্বের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি যদি সেইরূপ সদাচার করিত তাহা হইলে আমি তাহাদের সহৃদয়তা বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার সহৃদয়তা তুরস্ক দেশীয় লোকের কুকুর প্রিয়তার ন্যায়, কুস্তনতুনিয়ার রাজমার্গে যদি তুমি কখন কুকুরকে আঘাত কর, তখনই দেখিবে সহর ভাঙ্গিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কোন স্ত্রীলোক বা বালকের প্রতি যতদূর ইচ্ছা অসদ্ব্যবহার করিতে পার, তাহাতে কোন ব্যক্তি তোমার কার্য্যের বিরোধী হইবে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরেজ যুবরাজ জলযানে ভারতবর্ষ গমন করেন, পথিমধ্যে তিনি স্পেনদেশীয় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রাজা অতিথির সম্মান ও বিনোদনার্থে বৃষযুদ্ধের আজ্ঞা দেন। ইংরেজ অতিথিরা তাহা পছন্দ করিলেন না এবং তাহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। মূল কথা

যুবরাজ পশু-সংরক্ষণী-সভার সভাপতি, তিনি সু-ইংরেজের ন্যায় বৃষ-যুদ্ধ দর্শন হইতে নিবৃত্ত থাকিলেন।

পশুসংরক্ষণী-সভার অভাব নাই কিন্তু নারী-সংরক্ষণী সভা এখনও গঠিত হয় নাই। সংবাদ পত্র হইতে দুই একটী পুলিশ আদালতের রিপোর্টের সার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিবেন নারী জাতির জন্য সভার আবশ্যক কি না? এরূপ রিপোর্ট প্রতিদিন দেখিতে পাইবে।

টেমস্ পুলিস আদালতঃ—অমুকের প্রতি অভিযোগ—স্ত্রীকে মারপিট ও হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন। অপরাধী শুক্রবার রাত্রে মাতাল অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে গবাক্ষদ্বার দিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করে, ছেলে পাঁচটীও মাতার সহিত যোগ দান করিতে রাস্তায় প্রেরিত হয়—গবাক্ষদ্বার দিয়া বা অন্য কোন প্রকারে তাহা রিপোর্টে প্রকাশ নাই। স্ত্রীলোকটী কোন প্রকারে পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু স্বামী ছুরি হস্তে করিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হয়, অবশেষে স্ত্রী পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচায়, কিন্তু পলায়ন করিবার পূর্ব্বে তাহার মাথায় এরূপ আঘাত হয় যে নাক মুখ দিয়া শোণিত স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। এই অপরাধে স্বামীর একমাস কারাবাস আজ্ঞা হইল, যদি সে ঘোড়ার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিত তাহা হইলে তাহাকে নিদান পক্ষে ছয় মাস শ্রীঘরে থাকিতে হইত। কিন্তু একটা স্ত্রীলোককে মারার জন্য এক মাস অপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে?

ম্যাঞ্চেষ্টার এবং ল্যাঙ্কাশায়ার নামক স্থানে পুরুষে লৌহতলা এবং ছুঁচাল গোড়ালি যুক্ত জুতা ব্যবহার করে. সেই রূপ জুতা যুক্ত পদের আঘাত অব্যর্থ।

আর একটা মোকদ্দমায় আসামীর প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাবাস আজ্ঞা হয়। মাজিষ্ট্রেট্ এরূপ মোকদ্দমায় সচরাচর যে রূপ সাজা দিয়া থাকেন, ইহাতে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক সাজা প্রদান করেন, কারণ পদাহত-রমণী আসামীর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। বিবাহিতা স্ত্রী হইলে সাজা কমাইবার জন্য স্বামীর দুইটা বলিবার কথা থাকিত।

উল্‌উইচ্ পুলিস আদালত ঃ—উইলিয়ম অমুক্‌কে মারপিট করিয়াছে বলিয়া মোকদ্দামা রুজু হইল। স্ত্রীলোকটী ছিন্ন ভিন্ন-বদন ও ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মস্তকে আদালতে উপস্থিত হইল। আসামী অনেক দিন ধরিয়া রাজপথে, স্বীয় গৃহে ও প্রতিবাসীর গৃহে তাহাকে মারিতেছে, শেষোক্ত স্থানে আসামী তাহাকে জুতার লৌহময় তলাদ্বারা মারিয়াছিল। পুলিস্‌ম্যান এজেহার দেয় যে সে স্ত্রীলোকটিকে গৃহের মেজের উপর অজ্ঞান অবস্থায় শোণিতে ভাসিতে দেখিয়াছে এবং আরও বলে যে উক্ত গৃহ যেন কসাই-খানা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বিচারক টীকা করিলেন যে, একশ্রেণীর জঘন্য মনুষ্য আছে যাহাদের ব্যবসা, দুর্ভাগা স্ত্রী-লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা, দাস-ব্যবসায়ী দস্যুরা মনুষ্য-রূপ পণ্য-দ্রব্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহারা সেই দুর্ভাগা স্ত্রীলোকদের প্রতি তাহা অপেক্ষাও দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে। বিচারক আসামীর প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারাবাস আজ্ঞা দিলেন, এবং দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, আসামীকে প্রত্যহ কারাগারে বেত মারিবার ক্ষমতা আইন তাঁহাকে দেয় নাই।

আজিকার সংবাদ পত্রে পড়িতেছি (৩০শে ডিসেম্বর ১৮৮২) "অমুক স্থানে অমুক স্ত্রীলোক স্বামী কর্ত্তৃক মস্তকে আহত

হইয়া গত কল্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। স্বামীর সহিত তাহার কলহ হওয়ায় স্বামী চুলের মুটী ধরিয়া টানিয়া তাহাকে উপর তোলার শয়নগৃহে লইয়া যায়। তথায় প্রহারের চোটে তাহাকে ভূতলশায়ী করিয়া একটা বড় হাতুড়ি দ্বারা তাহার মস্তক পেষণ করিয়া মাংসপিণ্ডবৎ করে। তৎপরে তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া স্বয়ং তাহার পার্শ্বে শয়ন করে। অপরাধ অস্বীকার না করায় আসামী বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়”। সংস্বাদ পত্রে প্রতিদিন এইরূপ মোকদ্দমা দেখিতে পাইবে। তুমি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা হইতে লোকে কি শিক্ষা করে? গীর্জ্জা, চেপল, ধর্ম্ম-স্কুল, বাইবেল-ক্লাস, খৃষ্টীয়-সমাজ, মুক্তিফৌজ ও এইরূপ শত শত সভায় নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব নাই; অতএব ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষার অভাবে যে এরূপ হয় তাহা বলিতে পার না। সুরাপান-মত্ততার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়াও ইতর শ্রেণী লোকের এই নৃশংস ব্যবহার বুঝাইতে পার না। আইনে স্ত্রীলোকের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা না থাকাই ইহার কারণ। ১৮৮২ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখের ডেলিনিউজ নামক সংবাদ পত্রে কোন মোকদ্দমার দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে নিম্ন লিখিত টীকা দেখিয়াছি। “নরহত্যা ও অত্যাচার সম্বন্ধে আমাদের যে আইন তাহার অতি কুফল ফলিতেছে। গত কল্য স্ত্রীকে পদাঘাতে মারিয়া ফেলা অপরাধে জনৈকস্বামী দণ্ডিত হয়। জুরী বিচার করিলেন যে মারিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে পদাঘাত করা হয় নাই, সেই জন্য আসামা ইচ্ছা পূর্ব্বক-নরহত্যা অপরাধের অপরাধী নহে। বিচারক এই অভিযোগে আসামীর কেবল ১৫মাস কারাবাস আজ্ঞা দিলেন। স্ত্রীর প্রতি নৃশংসাচরণ, এই প্রকার সামান্য দণ্ডে কমিবার সম্ভব

নাই। বরং ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে ইংরেজ সমাজের কোন কোন শ্রেণীর লোক দণ্ডের ভয় না করিয়া স্ত্রীকে গৃহপালিত পশুর ন্যায় মনে করিয়া ইচ্ছানুসারে তাহার প্রতি কুব্যবহার করে।”

বিবাহিতা-নারী সমাজে বাজে লোকের মধ্যে পরিগণিত। চুয়াড়দের মধ্যে স্বামী পাঁচ টাকা, পাঁচসিকা বা এক গ্লাস বিয়ারের জন্য স্ত্রীকে বন্ধক দিয়া থাকে।

আমার মনে আছে, একটা লোক এক দিন স্ত্রী ফিরিয়া পাইবার জন্য পুলিশে গমন করে। স্ত্রীলোকটা বলে যে, ৫ টাকার জন্য তাহার স্বামী তাহাকে কোন বন্ধুর নিকট বিক্রয় করে; নূতন স্বামীর নিকট সে বেশ সুখে আছে; কোন প্রকারেই সে তাহার ভূতপূর্ব্ব স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইবে না; পূর্ব্ব স্বামী তাহাকে বরাবর মারপিট করিত ও অনাহারে রাখিত।

এই সকল দুর্বৃত্তদের আরও কতকগুলি প্রিয় ক্রীড়া আছে। যখন তাহারা স্বস্বস্ত্রীর কোমল হইতে কোমলতম অঙ্গে পদাঘাৎ করিতে নিযুক্ত না থাকে, তখন তাহারা পরস্পর মারামারি করে ও কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি করিয়া নাক কাটিয়া লয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রতি তাহাদের কিছু বেশী রুচি। ১৮৮২ সালের মধ্যে একা লণ্ডন নগরের সংবাদপত্র মধ্যে এইরূপ ২৮ টি ঘটনা গণনা করিয়া দেখিয়াছি।

বড় বড় সাধারণ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়, চিকিৎসালয় ও (হাঁসপাতাল) স্ব স্ব প্রধান তাহাদেরও নিজের আয় আছে, নিজের ব্যবস্থাসভা আছে। গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। ইংল্যাণ্ডে সকলেই স্ব স্ব গৃহের প্রভু। ফ্রান্সদেশের দাতব্যালয়, চাকর ছাপাখানার বিল এবং দপ্তর

বাঁধিবার লালসূতায় আয়ের চতুর্থাংশ ব্যয় করে। ইংল্যাণ্ডে হাঁসপাতালের ব্যবস্থা-সভা ধনী ও লোকহিতৈষী মহাত্মা লইয়া গঠিত—তাঁহারা দীন দুঃখীদের তত্ত্বাবধারণ জন্য বেতন লওয়া দূরে থাকুক কেবল তত্ত্বাবধারণ-করণ-রূপ সম্মান লাভের জন্য স্বয়ং ব্যয়ভার বহন করেন।

প্রত্যেক হাঁসপাতালে এক একটি মেডিকেল স্কুল আছে, তাহা হাঁসপাতালের আয়ের একটি পথ। ছাত্রেরা শিক্ষার জন্য বেতন দান করে। রয়েল-কালেজ-অফ-সার্জ্জন ও রয়েল-কালেজ-অফ-ফিজিসিয়ান প্রভৃতি প্রধান প্রধান চীকিৎসা সমিতির লোকদ্বারা তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ হয়। প্রবেশীকা পরীক্ষা অতি সহজ, এই পরীক্ষা দিয়া ছাত্রেরা হাঁসপাতলে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হয়। প্রবেশীকা পরীক্ষা সহজ করার এই দোষ যে, বালকেরা দুই তিন বৎসর কাল হাঁসপাতালে সময় নষ্ট করিয়া অবশেষে ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে না পারিয়া স্কটল্যাণ্ডে বা মার্কিন দেশে যাইতে বাধ্য হয়। সে দেশে বিনা কষ্টে ডিপ্লোমা পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ড এই জন্য মূর্খ ডাক্তার পরিপূর্ণ। প্রবেশ অধিকার দিবার পূর্ব্বে তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি কতদূর তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত।

পল্লির প্রত্যেক দীনাবাস, অন্নছত্র ও বোর্ডস্কুলের ভার করদাতাগণ বহন করে। গরীব-পল্লিতে গরীব-কর সমগ্র করের এক তৃতীয়াংশ; কিন্তু ধনী-পল্লিতে গরীব-কর নাই বলিলেই হয়। ইংল্যাণ্ডের আইন যে জমিদার ও ধনী লোক দ্বারা গঠিত, ইহা হইতেই তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। যে পল্লিতে গরীব-কর অতি সামান্য সেই পল্লিতে ভূমি সম্পত্তির অধিক মূল্য, সে পল্লিতে বড়লোক ভিন্ন অন্যের বাস করিবার

সম্ভাবনা নাই। লোকে আশা করিতেছে যে মিউনিসিপাল শাসন-প্রণালী অল্পদিন মধ্যে সমস্ত লণ্ডনের উপর বিস্তার হইবে, তাহা হইলে কর সকল স্থানে সমান ইইবে। এক্ষণে কেবল নিজ-সহর অংশে মিউনিসিপাল শাসন প্রচলিত আছে।

অশীতি বা তাহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক মহামান্য সিটিকোম্পানি, যাহারা বাণিজ্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত, তাহারা এখন বাণিজ্য বিষয়ে আর বড় হস্তক্ষেপ করে না। সেই মহাত্মারা দাতব্যার্থে বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, কারণ স্বীয় পকেট হইতে তাহা বাহির করিতে হয় না।

ইংল্যাণ্ডের রাজপথ ভিক্ষুকে পরিপূর্ণ,—ইংরেজ ভিক্ষুককে পয়সা দেওয়া দূরে থাকুক, "পয়সা নাই" বলিয়া উত্তর দিতেও কষ্ট বোধ করে। অনেক ভিক্ষুক রাজপথে দেসালাই বিক্রয়ের ছল করিয়া ভিক্ষা করে। তাহাদের মস্তক ও চরণে আবরণ নাই, গাত্রে এক স্তর ক্লেদ ও কীট, এবং তাহার উপর আর এক স্তর ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া। এই সকল কৃষ্ণের জীবদিগকে স্নান করাইলে তাহারা নিশ্চয় শীতে প্রাণ ত্যাগ করে। ক্লেদ ও কীট তাহাদের অঙ্গের আবরণ, স্নান করাইয়া আবরণ নষ্ট করিলে তাহারা শীতে কি করিয়া বাঁচিতে পারে?

জার্ম্মান-ব্যাণ্ড, হ্যাণ্ড-বাজা এবং কনসার্টিনা দীন দুঃখী পল্লির বিশেষ প্রিয়। লণ্ডনে অপরিষ্কার, হল্‌দেমুখ ও কানে-মাকৃড়ি এক সম্প্রদায় ইটালীয় লোকের উপনিবেশ আছে, হ্যাণ্ড-বাজা তাহাদের উপজীবিকা, তাহাদের সহিত ইটালীয়-পরিচ্ছেদ-পরা দুই একটি স্ত্রীলোক দিখিতে পাইবে। সেই সকল স্ত্রীলোক প্রায়ই ইংরেজ কন্যা।

বদমাইসের অগ্রগণ্য ইটালীয়রা তাহাদিগকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া কারখানায় কার্য্য করা অপেক্ষা রাজপথের ঘটনাপূর্ণ জীবন অনেক ভাল বুঝাইয়া দিয়া পথচারিণী করে। এই সকল বাজাওয়ালা প্রতি দিন গড়ে পাঁচ টাকা উপায় করে। শ্রমজীবীলোক যে পল্লিতে বাস করে সেই পল্লিতেই তাহাদের আদর বেশী, তাহাদের উপর পয়সা বর্ষণ হয়। তাহারা বাদ্য বাজাইতে থাকে ও পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া বাদ্যের চতুর্ধারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে।

সাধারণ-উৎসব দিনে রাস্তায় একদল গায়ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা মুখে কালি মাখিয়া, নানা বর্ণের নানা প্রকারের অদ্ভুত পোষাক পরিয়া, একটা পুরাতন সরা বা ভাঙ্গা বগুনাকে বেহালা করিয়া বাজাইতে ও গান করিতে থাকে। তাহারা মার্কিন দেশের আমদানি, তাহারা দল বদ্ধ হইয়া নাচ, গান, এবং মুখভঙ্গি করিতে থাকে, এবং তাহাদের মস্তকের সাজ সজ্জার উপর পয়সা বৃষ্টি হইতে থাকে।

যে সকল স্ত্রীলোকের গৃহে কোন কাজ নাই, তাহা-দিগের আশা যে, লোকে কিসেতাহাদিগকে দাতব্যের অবতার বলিবে। বৃদ্ধা কুমারীরা—যাহাদিগকে লোকে ইহ জগতে চিনিতে পারিল না, ইংল্যাণ্ডে যে সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য, তাহারা নরকুলের বড় হিতৈষিণী। দেখিবে তাঁহারা কয়লা, রুটী, সান্তনা বাক্য, বাইবেলের শ্লোক রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বিতরণ করিবার জন্য দ্রুত-পদে রাস্তা দিয়া চলিয়া-ছেন, তাঁহাদিকে রাস্তায় বাধা দিওনা, তাঁহারা এত ব্যস্ত যে, তাঁহাদের এক মুহুর্ত্তও সময় নাই, কেহ না কেহ তাঁহাদের জন্য বসিয়া আছে। হে দয়ার অবতার! মায়ার অবতার! না-ওয়ারিশ

মাল! তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, যে মূঢ় তোমার ভালবাসারূপ রত্ন পদদলিত করিয়াছে, সে কখন জানিবে না যে সে কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডে অসংখ্য দাতব্য সভা, সৎকার্য্যরত সমাজ, চিকিৎসালয় এবং দীনাগার আছে। প্রতি বৎসর ৬০ ক্রোরটাকা বাইবেল ও মাদকদ্রব্যে ব্যয় হয়,—যেটাকায় কেবল দেশের দরিদ্রতা নাশ নহে, প্রত্যেক স্বাধীন ব্রিটনবাসী ভদ্রলোকের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। একবার ভাবিয়া দেখ ইংল্যাণ্ডের কত ধন!

জীবজন্তুর প্রতি জন্‌বুলের বড় দয়া, কিন্তু গুলী করিয়া পায়রা মারা তাহার বড় প্রিয় কৌতুক। জন দুর্ভাগা পক্ষীকে কেবল গুলি করিয়া সকল সময়ে সন্তুষ্ট নহে, তাহার একটা চক্ষু উপ্‌ড়াইয়া দিয়া তাহাকে গুলী করিতে জনের বড় আমোদ। কারণ তাহা হইলে তাহাকে সহজে গুলী করা যাইবে। সর্ব্বজনপ্রিয় যুবরাজ-সহধর্ম্মিণীকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, মায়ারআধার যুবরাজ-সহধর্ম্মিণী যে দিন স্পষ্টাক্ষরে সাধারণকে বলিলেন যে, তিনি ক্ষুদ্র নির্দ্দোষী পক্ষিদের প্রতি নির্দ্দয়াচরণ দেখিতে পারেন না, সেই দিন হইতে এই কৌতুক লোকের অপ্রিয় হইয়া আসিতেছে। সে দিন পর্য্যন্ত ইতর লোকেরা জীবন্ত বিড়ালকে শূলে চড়াইয়া আনন্দ ভোগ করিত।

মহত্ব গুণ জনবুল আপনার একচেটীয়া বলিয়া গণনা করে। রাজনীতি হইলে ত কথাই নাই। জনবুলের পুস্তকও সংবাদ পত্র পাঠ কর, দেখিবে জন স্বয়ং স্বীয় আত্মদেবতার উদ্দেশে অহরহ এতাধিক ধূপ-ধূনা-ধুম প্রদান করিতেছে যে আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে

তাহার শ্বাস বন্ধ হয় না। উচ্চতম নীতির সারগ্রাহী, ক্ষুদ্র জাতির মা বাপ, দাসত্ব বিমোচনের প্রেরিত দূত ও সত্য ধর্ম্মের প্রচারক জন, অন্য কাহাকেও ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিতে অসম্মত, তাহা তাহার প্রাণে সহে না। ক্ষুদ্র রাজ্য তাহারই প্রাপ্য, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। যখন ফরাশী সৈন্য টিউনিস্ (আফ্রিকা) অধিকার করে, তখন জন ফরাশীদের মস্তকে কত নিন্দা বর্ষণই করিল, সেই অবস্থায় জনের ক্রোধ ও ঘৃণার উচ্ছ্বাস যথার্থই বীর-রস পূর্ণ। যখন ক্রোধ, ক্ষোভ ও নিন্দাবাদাদি প্রকাশ করিয়া জনের হৃদয় শূন্য হইল, তখন তাহার মনের সাধ মিটিল, তাহার হৃদয়ে পুনরায় আনন্দের বেগ বহিতে আরম্ভ হইতে লাগিল। ভাই জন, ক্ষুদ্র জাতির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় তদ্বিষয়ে তুমিই ফরাশীকে লেক্চার দিতে চাহ? আমি যে দশ বৎসর তোমাকে পর্য্যালোচনা করিতেছি, সেই দশ বৎসর মধ্যে তুমি আশাণ্টি, আফ্গান্, ব্যাগ্নু, বুয়ার, জুলু, অ্যাবিসিনিয়া, মিসর, এবং ঈশ্বর জানেন আরও কত জাতির সহিত যুদ্ধ করিলে! তুমিই না রুশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ খেউ খেউ করিয়াছিলে, কিন্তু ফ্রান্স তোমার স্বপক্ষ ছিল না বলিয়া সাহস করিয়া তাহকে কামড়াইতে পারিলে না! আমার কি মনে নাই যে, কেবল সেই সামার্থ খেউ খেউ-এর বলেই তুরস্কের একেশ্বর সুলতান্‌কে তুমি সাইপ্রস দ্বীপ দিতে বাধ্য করিয়াছিলে! আচ্ছা জন, আমার কি কর্ণ গোচর হয় নাই যে, তুমি শস্ত্রবলে অহিফেন বাণিজ্য চালাইয়া ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব গ্রহণ কর! তুমি কি জান না তোমার কোন্ অঙ্গে ক্ষত স্থান রহিয়াছে! হে লোকপাল মহাত্মন্, বৈদেশিক রাজনীতি লইয়া তোমার অত্যাচার দেখাইয়া দিয়া যদি কেহ তোমার

নাসিকা মর্দ্দন করিয়া দেয়, তাহা তোমার কেমন লাগে? তুমি নাসিকা মর্দ্দন ভাল বাস না, তাহাতে বিরক্ত হও, আমি তাহা বিশেষ রূপে জানি। অতএব হে মহামনা প্রভু-খৃষ্টশিষ্য, আর কিছু না হউক একটু উদার নীতি অবলম্বন করিতে শিক্ষা কর।

বড়দিন *

বড় দিন—প্লম-পুডিং নামক পিষ্টক—প্লম পুডিং প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা—সাধারণের অবকাশ—

ক্রিস্‌মাস্ বা বড়দিন ইংরেজের জাতীয় পারিবারিক মহোৎসব, ধনকুবের বা কাঙ্গালী সকলেরই কপালে বিধাতা-পুরুষ সে দিন "বড় খানা" মাপাইয়াছেন। যে গরীব হইতেও গরীব, দুরন্ত শীতে যে বস্ত্র বিনা থর থর কাঁপে, সেও আজি তার কাঁথা ধোকড়া বন্ধক দিয়া ক্রিস্‌মাস্ ডিনারের জন্য মাংস ও পিষ্টকের পয়সা সংগ্রহ করে। কি ধনী কি দরিদ্র প্রত্যেকের গৃহে আজি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, আর তাহার চারিধারে জনক জননী, পুত্র কন্যা, প্রণয়ী প্রণয়িনী একত্রে বসিয়া সদালাপ করিতেছে। সম্বৎসরের

---

*বিলাত-প্রবাস কালে জন্‌বুল গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদটি এবং আরও দুইটি পরিচ্ছেদ বাঙ্গালায় সঙ্কলিত করিয়া 'বঙ্গবাসীর' জন্য পাঠাই। আমার নিজস্ব 'বিলাতের পত্র' ও এই তিনখানি পত্র, যাহাতে লোকে এক মনে না করেন তজ্জন্য আমার অনুমতি ক্রমে বঙ্গবাসী "বিদেশী" সাক্ষরে সেই তিনখানি পত্র প্রকাশ করেন।

মধ্যে কেবল সেই দিন যেন জন্‌বুল বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া প্রাণ খুলিয়া আনন্দ সাগরে গা ভাসাইয়া দেয়, ক্ষুদ্রতম গৃহও সেদিন আইভিলতা ও হলি পাতায় ভূষিত হয়, - সতেজ সবুজ ঢেউ খেলান হোলি পাতার বড় বাহার !

মিসল্‌টো লতা বড় দিনের একটী প্রধান অঙ্গ। গৃহের স্থানে স্থানে মিসল্‌টোর শাখা ঝুলিতেছে। গৃহ সজ্জার এই অংশটির ভার অল্পবয়স্কা কন্যাদের উপর অর্পিত হয়, অল্পবয়স্কা অর্থে আট নয় বৎসরের নহে; এখানে ষোড়শী যুবতী যদি অবিবাহিতা থাকেন, তবে তিনিও বালিকা। যাহা হউক এই ধরণের মেয়েদের হাতেই ঐকার্য্য ন্যস্ত হয়। কোথায় মিসল্‌টোর শাখা ঝুলাইলে সুবিধা হয় তাহা তাহারা বেশ বুঝে। শাখা ঝুলাইবার নানা রূপ কৌশল আছে, ওস্তাদি আছে। এসম্বন্ধে সামাজিক নিয়ম অতি চমৎকার,—যে যুবক কোন যুবতীকে মিসল্‌টোর অধস্তলে অতর্কিত ভাবে ধরিতে পারিবে, সেই যুবক অমনি সেই যুবতীর কক্ষে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার অধর-সুধা পান করিতে অধিকারী হইবে। ইহাতে না বলিবার যো নাই, বাধা দিবার যো নাই, ক্ষতি পূরণের দাবী করিবারও যো নাই। একার্য্যে সুরুচি কুরুচির তর্ক উঠে না, এমন কি বিজ্ঞ গম্ভীর ভণ্ডগণও ইহাতে রাগ করে না।

প্লম-পুডিং (plum pudding) নামক পিটে বড় দিনের রাজা আহার। ভিখারীর ঘরণীও সেদিন তাহার রাজ-হাঁসটি মারেন ও প্লম-পুডিং পাক করেন। হলি-লতা প্লম-পুডিং-এর শিরোভূষণ ও অনলদেব তাহার পরিখাত,—মনে হয় যেন দুর্জ্জয় শীতের ভয়ে চারিদিকে আগুণের গড়-খাই করিয়া ও উপরে হলি-লতার আবরণ দিয়া, প্লম-পুডিং বড় দিনে প্রজারঞ্জনে নিযুক্ত।

যখন এই হলি রূপ মুকুটধারী, অগ্নিবেষ্টিত প্লম-পুডিং চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে আহার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন অমনি বালক বালিকাদের মুখারবিন্দ ফুটিয়া উঠিল, আর বিলম্ব সহে না এই ভাবব্যঞ্জক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই প্লম-পুডিংএ পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে কাঁটা চামচের টুন্‌টান্ শব্দ উত্থিত হইল; তখন সেই সাধের প্লম-পুডিং জঠরে গিয়া জ্বালা, পিপাসা, আশা, সব নিবাইল। এদেশের সকল লোকই প্লম-পুডিং ভক্ত কিন্তু গরীব বাঙ্গালী-আমি, ইহার কিছুই মাহাত্ম্য বুঝিলাম না, রস সংগ্রহ করিতে শিখিলাম না, তবে সকল সময়েই প্লম-পুডিং পাতে লইতে হইয়াছে, বড় দিনে প্লম-পুডিং গ্রহণ না করা মহাপাপ। যেমন জগন্নাথ দেবের মহা প্রসাদে অভক্তি করিলে অনন্তকাল নরকে পচিতে হয়, প্লম-পুডিং-এ অভক্তিও সেইরূপ। এ অপূর্ব্ব জিনিষটা কি? নিম্নে ইহার মাল মসলার ফর্দ্দ দিলাম।

কার্য্য-কুশলী গৃহিণীরা এক দিন জনবুলের এই জাতীয় মহা-আহার প্রস্তুত করিয়া দেখিতে পারেন। কিস্‌মিস্ তিন পোয়া, করাণ্ট এক পোয়া, চর্ব্বি বা ঘৃত আধ সের, লেবু ও লেবুর খোলা আধ সের, ময়দা আধ সের, বেকিং পাউডার এক চাম্‌চে, চিনি সাড়ে চারি ছটাক্, বাদাম এক পোয়া, ডিম আটটা, লবণ ও মসলা উপযুক্ত মত। বলা বাহুল্য, এদেশে ইহার সঙ্গে একটু আধটু মদ অবশ্যই আছে। কলিকাতায় ইংরেজের দোকানে করাণ্ট ও বেকিং পাউডার পাওয়া যাইতে পারে।

বড় দিনে সকলেই নিষ্কর্ম্মা, সকলেই আনন্দে উন্মত্ত, সকলেই পারিবারিক সুখে নিমগ্ন—কিন্তু বল দেখি কাহার আজি বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই—কাহার আজি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কণ্ঠাগত প্রাণ? ঐ

যে দেখিতেছ, সবলকায় পুরুষ কাঁধে ব্যাগ ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া দৌড়িতেছে, ও কে? ও ডাক্‌হরকরা,—দ্বারে দ্বারে "প্রীতি-সম্ভাষণ" ও "শুভইচ্ছা" বহন করিতেছে। "ইচ্ছা করি বড় দিনের উৎসব এবং নববৎসর সুখে অতিবাহিত হউক"—সম্ভাষণ পত্রের ইহাই বাঁধা-গত। ভগ্নদূত ডাক্‌হরকরা বাছারি কেবল এক ভরসায় বুক বাঁধিয়া আজিকার দিনেও কাজ করিতেছে। 'সাম্বৎসরিক উপঢৌকন' ও 'প্রীতি সম্ভাষণ' দ্বারে দ্বারে বণ্টণের পর, নির্দ্দিষ্ট দিনে যখন সে অনুগ্রহ-প্রার্থি হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাকে শুষ্ক মুখে, কে বিমুখ করিতে পারিবে? তখন কে তাহাকে ভুলিবে? ভুলা দূরে থাক্, সেই নোট, মনিঅর্ডার, প্রণয়-পত্র-বাহক যখন দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন বাড়ীর নবীনা অঙ্গনাদের মধ্যে এই হুড়াহুড়ি যে, কে তাহাকে অগ্রে দ্বার খুলিয়া দিবে, কে তাহার অগ্রে সম্মান করিবে? সচেতন পদার্থের মধ্যে ডাক্‌হরকরা, আর অচেতন পদার্থের মধ্যে প্লম-পুডিং, ক্রিস্‌মাস্ অভিনয়ের প্রধান নায়ক। এই জাতীয় উৎসবের বিজয়া দশমীর নাম "বক্সিং ডে"। আমাদের দেশে, বিশেষ পল্লীগ্রামে বিজয়ার দিন—নাপিত, ধোপা, মাজি, মালী, প্রভৃতি গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী পার্ব্বণি সাধিতে বহির্গত হয়, এখানেও সেইরূপ বক্সিং দিনে ডাকহরকরা, পাহারাওয়লা, চিমনী-পরিষ্কার-ওয়ালা, ঝাড়ুবরদার পার্ব্বণী লইতে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গমন করে। সেই শুভদিনে শুভক্ষণে সকলেই পুরস্কৃত হয়, কেহই বঞ্চিত হইয়া বিমুখ হয় না।

চা না কফি

জনবুলের পাক প্রণালী—ডিনার—চা পানের নিমন্ত্রণ—চা দিব, না কফি দিব?

জন্‌বুলের পাক প্রণালীর অনেক অভাব। ফরাশী গ্রন্থকার ভল্টেয়ার বলিয়া গিয়াছেন, জনের পঞ্চাশৎ প্রকার ধর্ম্ম কিন্তু কেবল এক প্রকার চাট্‌নি। মনে করিও না যে জন্ ভাল সামগ্রী ভাল বাসে না। জন্ পারিসে গমন করিয়া খোঁজে খাঁজে যেখানে যাহা ভাল আছে, সমস্ত অন্বেষণ করিয়া লয়। তবে পারিসের কথা স্বতন্ত্র। পারিসে গিয়া জনের ভাল মানুষি দেখান, ভাল মানুষির ভাণ করা আবশ্যক করে না, কিন্তু লণ্ডনে সেটী নিতান্ত আবশ্যক। জন ইংল্যাণ্ডে গির্জ্জায় গমন করে, কিন্তু পারিসে তৎপরিবর্ত্তে আড্‌ডায় গমন করে, কারণ পারিসে দেখিবার কেহ নাই। অবশ্য বুঝিতে হইবে, জন্ কেবল চক্ষের দেখা দেখিতে এবং দেশে ফিরিয়া সহধর্ম্মিণীর নিকট ফরাশী পুরুষের দুরাচার বর্ণনা করিতে পারিসে গমন করেন।

বড় লোকের বাটীতে ও প্রধান প্রধান ক্লবে ফরাশী-পাচকের ব্যবস্থা, এবং আহারাদিও উৎকৃষ্ট রূপে হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, জন্ যে ভাল সামগ্রী ভাল বাসে না তাহা নহে।

মধ্যবিৎ লোকের সংসারে রবিবার দিন ডিনারে চারি পাঁচ সের আন্দাজ ওজনের এক খানি উৎকৃষ্ট অখণ্ড মাংস প্রায়ই আয়োজন হইয়া থাকে। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে ইংল্যাণ্ডের মাংস সকল দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মাংসের উপকরণ সিদ্ধ-আলু ও অপরাপর সব্‌জি। কোন কোন স্বাধীনচেতা পরিবার মধ্যে সুপ (ঝোল) বা মৎস দিয়া ডিনার আরম্ভ হয়। তবে সেরূপ

পরিবার খুব অল্প। রবিবারে অখণ্ড মাংসের ভুক্তাবশেষ সোমবার বাশি-মাংসরূপে এবং মঙ্গলবার পুর্ডিং রূপে ব্যবহার হয়। ইংরেজ মাংসের সহিতই শাক্ সব্জি খায়, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ শাক্ সব্জি খাইতে এখনও শিখে নাই, অ্যাসপারাগস নামক সুরস উদ্ভিদের কল্, এমন্ কি শুটী কলাই পর্য্যন্ত সেরেফ সিদ্ধ করিয়া মাংসের সহিত ভক্ষণ করে। সিদ্ধই বা ভাল কৈ? চিবাইয়া না খাইলে খাইবার যো নাই। সাদা চাট্‌নি অথবা স্যালাড দিয়া অ্যাস্-পারাগস, চিনি দিয়া কড়াইশুঁটী, গুল্মশাক অথবা এমন কি সামান্য আলুভাজা পর্য্যন্ত বিলাসের দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্ম-ধ্বজা পাকশালা পর্য্যন্ত পৌঁয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা পৃথিবীতে যে সকল সুখ-সেব্য পদার্থ সৃজন করিয়াছেন তাহা হইতে মনুষ্য আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা।

স্কটল্যাণ্ডের অবস্থা আরও মন্দ। প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক ওয়ালটার স্কট উল্লেখ করেন যে শৈশবাবস্থায় তিনি এক দিন পিতার সম্মুখে সাহস করিয়া বলেন যে, "আজ ঝোলটা বড় সুন্দর হইয়াছে", ধর্ম্ম-ধ্বজী পিতা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন, ঝোলের সহিত এক পোয়া জল যোগ কর।

বাটীর কর্ত্তা আহারের পূর্ব্বে ও পরে ঈশ্বর বন্দনা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায় বিশেষে দুই এক মিনিট ধরিয়া বন্দনা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা তোমাকে মনে করিয়া দেওয়া হয় যে,আহার উপভোগ বোধ করিও না। তুমি অবিলম্বে দেখিবে যে সে কথা যথার্থ। আহারের সময় সকলেই নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক। যদি সাহস করিয়া তুমি একটা কথা বল, তাঁহার একপদী উত্তর

পাইবে। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—"তুমি কি আর একটু বীফ (মাংস) লইবে ?" তুমি উত্তর করিও—"না, মহাশয়, তবে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দি," অথবা "যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেন, সামান্য এক খণ্ড দিবেন।" এই দুইটা উত্তরের মধ্যে প্রথম উত্তরটা দেওয়াই ভাল; প্রথম উত্তরটাই রুচিসঙ্গত। যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—জিজ্ঞাসা যে করা হইবে তাহা নিশ্চয়—"তুমি কি অধিক দিন ইংল্যাণ্ডে আসিয়াছ?," দেখো, ঠিক করিয়া বলিও তুমি কত দিন আসিয়াছ এবং ইংল্যাণ্ডকে বড় ভালবাস। অধিক কথা বলিও না, কারণ তাহা হইলে গল্প করা হইবে এবং গল্প করিয়া ডিনার টেবিলের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলে তোমার উপর কেহ সন্তুষ্ট হইবে না। এই প্রকার নির্ব্বাক অবস্থায় এক ঘণ্টাকাল টেবিলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে অবশেষে তোমার পার্শ্বস্থ ব্যক্তি যথার্থই জীবিত অথবা জীবিত থাকিবার ভাণ করিতেছেন, নিরাকরণার্থ তাঁহাকে চিমৃটিকাটাতে অথবা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতে, তোমার প্রবল ইচ্ছা হইবে। কিন্তু কি করিবে, যে দেশে যেমন আচার, সে দেশে সেইরূপ করিতে হইবে। আমার পরামর্শ অবহেলা করিও না, তাহা হইলে তোমার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইবে।

স্বীয় গৃহে জনের আহারের বন্দোবস্ত বেশ আঁটা শাঁটা, কিন্তু কোন ভোজ উপলক্ষে তাহার আহার ছটাটা দেখা উচিত। জনের ক্ষুধার পরিসর ও বিলাসিতার ছটা ভোজে প্রকাশ পায়। সাধারণ-নিমন্ত্রণ বা ভোজনের প্রসিদ্ধ প্রথা।

লণ্ডন মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বা লর্ডমেয়র প্রতি বৎসর ৯ই নভেম্বর তারিখে গিল্ড্‌হল নামক প্রাসাদে এক সাধারণ-ভোজ দিয়া থাকেন।

নগরের সকল কোম্পানি, সকল ক্লব, সকল সমিতি হইতেই প্রতি বৎসর সাধারণ ভোজ প্রদত্ত হয়। রয়েল একাডেমী অফ পেণ্টিং নামক সমিতি হইতে যে ভোজ প্রদত্ত হয় তাহা লণ্ডনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজনপ্রিয় বলিয়া পরিগণিত। তাহাতে রাজনীতি অবতারণা নিষেধ, ব্যবস্থাভার প্রাপ্ত মন্ত্রিদল কুলীন ও অকুলীন (লিবারেল ও কন্‌সা-ভেটিভ) সভার প্রধান প্রধান সভ্য, ধর্ম্ম-গুরু (বিশপ), সেনাধিনায়ক, বিচারক, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-রত লোক, শিল্পী, ব্যবস্থা-ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল গণ্যমান্য লোক তথায় উপস্থিত থাকেন। যুবরাজ ভ্রাতৃবর্গ সহিত সভাস্থলে আবির্ভূত হইয়া ভোজের সম্মান রক্ষা করিতে কখন ত্রুটী করেন না।

এই সকল সাধারণ ভোজে প্রভূত পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়। মাথাপেছু পাঁচ হইতে আট পাউণ্ড অর্থাৎ ৬০ হইতে ৯৬ টাকার কম নহে। টর্টলের উপাদেয় সুপ বা ঝোল, সকল ভোজের মুখপাত,—এক এক পোয়া ঝোলের মূল্য পাঁচ টাকার কম নহে। মুখপাত হইতেই ভোজের অপরাপর অঙ্গের বিষয় বুঝিয়া লইতে পার।

আহার অবসানে ফলখাইবার সময় সুরাপূর্ণ প্রীতিপাত্র টেবিলের চতুর্ধারে ফিরিতে থাকে, এবং তৎসহিত টোষ্ট ও বক্তৃতাস্রোত বহিতে থাকে। ইংরেজ বালক কাল হইতেই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের "তর্ক সভায়" সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতা দিতে অভ্যাস করে বলিয়া, বক্তৃতাদানে তাহারা বিশেষ পটু। পারদর্শীতার সহিত অন্তরাত্মার যোড়শোপচারোপভোগ যোগ হইলে বক্তৃতার ছটা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

সাধারণ ভোজে প্রথমেই রাজভক্তি-সূচক স্বস্তিপানের

ব্যবস্থা, প্রথমেই ভারতেশ্বরী, যুবরাজ, রাজপরিবার, স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের সৈন্য, এবং কুলীন ও অকুলীন মহাসভাদ্বয়কে স্বস্তিপানে পরিতৃপ্ত করা হয়। তৎপরে যে উপলক্ষে সেই ভোজ উপস্থিত, যে ক্লব বা সমিতির উন্নতির জন্য অথবা যে দলপতি বা সমাজ-পতির সম্মান জন্য ভোজ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার উদ্দেশে স্বস্তিপান হইয়া থাকে।

মহিলারা প্রায় এ প্রকার ভোজে উপস্থিত থাকেন না, তবে কখন কখন তাঁহাদেরও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। লেডীদের উদ্দেশে স্বস্তিপানের পরই সভাভঙ্গ হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা মধুর সমাপন আর কি হইতে পারে?

এই সকল ভোজ ৪।৫ ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলিয়া থাকে।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইলে, ভৃত্য বৈঠকখানায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে ভোজ-গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—"মহাশয়, আপনি চা পান করেন, না কফি পান করেন?" তুমি অবশ্য ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিবে যে তুমি চাপান কর। ইংল্যাণ্ডের কফি প্রায় অপেয়; তাহার আর কোন অর্থ নাই, কেবল কেহ জানে না কফি কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, অথবা তাহারা রীতিমত কফি প্রস্তুত করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক।

চা আজিও ফ্রান্সে বিলাসিতার মধ্যে পরিগণিত; তথায় অর্দ্ধ সের চার মূল্য ৬ হইতে ৭॥০ টাকা। ইংল্যাণ্ডে পাঁচ সিকা দিলে অর্দ্ধসের অতি উৎকৃষ্ট চা পাওয়া যায়, অতি দীন দুঃখীরাও সেই জন্য দুই বেলা চা পান করিয়া থাকে। চা স্ত্রী-লোকদের অতি প্রিয় পানীয় এবং সর্ব্ব প্রকাররোগের মহৌষধ। এক দিন কোন ফরাশী জাতীয় বৃদ্ধা আমাকে বলেন—"মহাশয়,

শান্তিময় যিশুখৃষ্টের নিচেই, কফি আমাদের পরিত্রাণের উপায়।"
ইংল্যাণ্ডে চা সেই শান্তিময় কফির স্থান অধিকার করে।

জন্ যখন এক টুক্‌রা মাখন-মাখান ভাজা-রুটি টুঙ্গিতে টুঙ্গিতে অতি উত্তপ্ত চা সিপ্ করিতে থাকে, তখন তাহাকে প্রকৃত পক্ষে দেখিতে অতি সুন্দর দেখায়। মধ্য-শ্রেণীর লোক অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় চা পান করিয়া থাকে। ইহা আজি কালি ব্রেকফাষ্ট বা ডিনারের ন্যায় একটা প্রধান আহার হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অপেক্ষাও আর এক সুন্দর ব্যাপার আছে :—জন্ মধ্যে মধ্যে 'টি-পার্টি' দেয়, অর্থাৎ লোক্‌কে চা-পান করিবার নিমন্ত্রণ করে। সেই উপলক্ষে রুটী, মাখন ও ভাজা-রুটী ব্যতীত টেবিলে একখণ্ড শুষ্ক কাল কেক্ বা পিষ্টক বাহির হয়। বৃদ্ধা কুমারীরা 'টি-পার্টি'তে স্বর্গের সপ্তম তোলায় উঠিয়া বসেন। দেখিবে, তাঁহারা গজদন্ত বাহির করিয়া মারাত্মক পুরুষ-বধা হাসির ভাণ করিতে করিতে, হেঁট-নয়নে বসিয়া সৎচরিত্রের পরিচয় দিতে দিতে, টেবিলের পার্শ্বে হাতের উপর হাত রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছেন,—কখন গৃহকর্ত্রী আসিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা চা-এর সহিত দুগ্ধ ও চিনি ব্যবহার করেন কি না? অথবা তাঁহাদের চা-এ যথেষ্ট চিনি হইয়াছে কি না?

"আপনার মনের মত চা হইয়াছে ত?"

"হাঁ, অতি সুন্দর হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

তাঁহাদের তীরের ন্যায় সরল দেহ-যষ্টি স্পন্দনশূন্য, মস্তক কেবল ঈষৎ নড়িতে থাকে।

"আপনি একটু কেক্ নেবেন্ না?"

"না, (আপনাকে ধন্যবাদ দি), কেবল এক টুক্‌রা মাখন-মাখান রুটী লইব।"

সেই বৃদ্ধা কুমারীদের রুচি-দৌরাত্ম্যে লোকে "টি-পার্টিতে গমন আর ঔষধ সেবন," প্রায় সমান মনে করে।

ডিনারের সময় কথা বার্ত্তার রোল মাঝে মাঝে কমিয়া উঠিলে, বিফ ও বিয়ার প্রস্তুত, তাহাদের সাহায্য লইতে পার। আর কিছু না হউক নিদান পক্ষে বিফের জোরে খাড়া হইয়া থাকিতে পার। কিন্তু কেবল চা ও মাখন-মাখান রুটী সহায়ে সে ক্ষমতা-টুকু থাকে না, তদ্বারা তুমি গল্পের স্রোত অপ্রতিহত রাখিতে পার না, কাজে কাজেই তুমি প্রথম হইতে সে চেষ্টা ত্যাগ কর এবং গল্প কাতর স্বরে প্রাণ ত্যাগ করে। কবিবর শ্রীযুক্ত শেলী "টি-পার্টির" উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন :—

> যেখানে দেখিবে তুমি চার নিমন্ত্রণ,
> গাল গল্পের হবে তথা কাতরে মরণ॥

* * *

> বৈঠকে চাএর দল, সিপ্ করে চা,
> বদন ঈক্ষণ করে, মুখে নাহি রা॥

কিন্তু সে যাহাই বল ইংরেজের আতিথ্যের প্রশংসা করিতেই হইবে। কোন সান্ধ্য-পার্টিতে (Evening Party) নিমন্ত্রণ হইলে, পার্টি যত কেন সামান্য হউক না তথায় জলযোগ বা সপারের ব্যবস্থা থাকিবেই থাকিবে। পারিসে (ফ্রান্সে) বলে নাচিবার নিমন্ত্রণ হইলে, ফরাশী যুবকের দল অগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, সপারের বন্দোবস্ত আছে কি না? ইংল্যাণ্ডে সেরূপ জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক, বল হইলেই তাহার সহিত সপার থাকিবেই থাকিবে।

ফরাশী দেশে আজি পর্য্যন্ত অতি ভদ্র পরিবার মধ্যেও, রাত্রি ১টা বাজিলেও বাটীর গৃহিণী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ করেন না, তাঁহারা এক এক পিয়ালা চকলেট্ (পানীয় বিশেষ) পান করিবেন কি না?

আমার বিশ্বাস ফরাশীরা কখন ইংরেজদের মত সারগ্রাহী হইতে পারিবে না।

বিলাতী মোক্তারী

বিচার—জুরি—আইনেরগতি—পুলিশম্যান দেবতা নহে—ইতর ব্যবহার-প্রিয়তা—ব্যয়ের তালিকা—পাঁচ শত পাউণ্ড বা ছয় হাজার টাকা পুরস্কার—পারস্যের শাহ ও ফাঁসী কাঠ।

স্বাধীন তন্ত্রাবলম্বী ইংরেজ বিচার করিবার ক্ষমতা বিচারককে দেয় নাই। কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী সকল মোকদ্দমায় জুরি আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা প্রস্তুত করে, আসামী দোষী কি নির্দ্দোষী স্থির করিয়া মতামত প্রকাশ করে, এবং ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিলে তাহা নির্দ্ধারিত করে। বিচারক আইনের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া ও হুকুম প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছু করেন না। আসামীর স্বপক্ষ বা বিপক্ষ জবানবন্দির সংক্ষেপ বর্ণনা করিবার সময়, জজ যদি স্বীয় মতামতের লেশ মাত্র প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেখিবে, তৎপর দিবস সকল সংবাদপত্র তাঁহার দোষ ধরিয়া তাঁহাকে কোন্‌চাপা করিয়াছে ও দণ্ডিত ব্যক্তি সাধারণের দয়ার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণের মতামত তাহার স্বপক্ষে প্রকাশ হইলে, তৎক্ষণাৎ

তাহার দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস বা তাহার ক্ষতিপূরণ না হইয়া প্রায় যায় না। একবার চারি জনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তন্মধ্যে তিন জন উপরিউক্ত প্রকারে প্রাণদণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কারাগারে গমন করে, এবং চতুর্থ ব্যক্তি একেবারে খালাস পায়।

ফরাশীরা মাজিষ্ট্রেটকে অসীম ক্ষমতা দিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বেতন অতি সামান্য, মাসিক ১৮০০ ফ্রাঙ্ক বা ৯০০ টাকা। তাহারা প্রায়ই ব্রীফশূন্য বারিষ্টার,—পল্লিগ্রামে পড়িয়া থাকিয়া কর্ম্মজুটিত না, সেই জন্য সামান্য বেতনেও চাকরি স্বীকার করিয়াছে। আমি প্রমাণ করিতে পারি যে, পঞ্চাশৎ সহস্র অধিবাসী পূর্ণ কোন ফরাশী সহরে যে সংখ্যা মাজিষ্ট্রেট আছে, সমগ্র ইংল্যাণ্ডে তাহা নাই।

ফ্রান্সে প্রজা-প্রভূত্বের প্রতি লোকের যে রূপ টান সে প্রকার অতি অল্প দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে প্রজা-প্রভূত্ব লইয়া এতাধিক যত্ন, এতাধিক টানাটানি, কিন্তু বিচার লইয়া লোকে বড় মতামত প্রকাশ করে না, বিচারককে লোকে মানে না, তাহাদের প্রতি লোকের ভক্তি নাই। আবার অন্য-দিকে ফরাশীরা বিচারককে এত ভয় করে ও ইচ্ছা করিয়া তাহার এত তোষামোদ করে যে তদ্রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। ইহাতেই বোধ হয়, যেন সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব হইতে দূরে থাকিবার জন্য ফরাশীরা সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত। তাহাদের নিকট প্রজাতন্ত্রের আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে, কেবল স্বেচ্ছাচার বা রাজতন্ত্রকে ঘৃণা করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু তাহারাই আবার রাজতন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী মুখে নিন্দা করিয়া কাজে অনুমোদন করে। সামান্য সন্দেহ উপলক্ষ করিয়া

বিচারক ভদ্রাভদ্র নির্ব্বিশেষে সকল লোকের বাটীতে খানাতল্লাসী করিবার বা যে কোন লোক্‌কে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম জারি করিতে পারে, কাহারও নিকট তাহার জবাবদিহি নাই। অপরাপর জাতি মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিন্ন অর্থ। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন দেশের "ইউনাইটেড্‌ষ্টেট" ধরা যাইতে পারে; সে দেশের ব্যবস্থা-পুস্তকে নিম্ন লিখিত দুইটি বিধি প্রকটিত আছে :—

"পৌরজনের বাস-গৃহ, দলিলাদি সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগের স্বত্ব, কখন অন্যায় রূপে অনুসন্ধান বা ক্রোকের ছল করিয়া লঙ্ঘন করা হইবে না; যুক্তিসঙ্গত অনুমান বা প্রমাণ ভিন্ন কাহারও উপর ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে না।"

ইংল্যাণ্ডে অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইলে লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে—"তোমাকে স্বীয় নিরপরাধ প্রমাণ করিতে হইবে।" থানার দারোগা আসামীকে বলিয়া দেয়—"সাবধানে কথাবার্ত্তা বলিও, কারণ তুমি যাহা বলিবে তাহা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ গৃহিত হইতে পারে।"

ফ্রান্সে যদি কাহারও উপর ঘড়ি-চুরি দোষারোপ হইল, জজ তাহাকে নিশ্চয় বলিবে—"মুক্তকণ্ঠে দোষ স্বীকার করাই তোমার পক্ষে ভাল" অথবা "তোমার উপর ঘড়ি-চুরি দোষারোপ হইয়াছে, তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে তুমি নির্দ্দোষী"। ইংল্যাণ্ডে আসামীকে উপদেশ দেওয়া হইবে—"তোমার উপর ঘড়ি-চুরি দোষারোপ হইয়াছে, তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমাদিগকে তোমার দোষ প্রমাণ করিতে হইবে।" এই ত গেল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মোকদ্দমা চালাইবার প্রথা। তা ছাড়া গোপনে জবানবন্দি রূপ জুলুম বা হাজৎ নাই, গুরুতর অপরাধ ভিন্ন

আসামীকে জামিনে খালাস দেওয়া হয়। আসামী, গ্রেপ্তারের পর দিবসই সাধারণ সমক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হয়। যদি সে মুক্তকণ্ঠে দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট দোষ অস্বীকার করিতে ও স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পরামর্শ দেন। আসামীকে জবানবন্দি দিতে হয় না এবং সে যাহাতে নিজের দোষ স্বীকার না করে তাহাই সাধারণের ইচ্ছা, কারণ তাহা হইলে স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ সাক্ষী দ্বারা তাহার দোষ বলবত্তর রূপে প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ব্যতীত এ দেশে সচরাচর লোকে অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত হয়,—ইহা তাহাদের একটা রোগ। কোন হত্যাকাণ্ডের সূত্র কিছু দিন অনুসন্ধান করিয়া না পাইলে, মাতালদের মস্তকে প্রবেশ করে, তাহারাই সে কাজ করিয়াছে। "আমরা এই কাজ করিয়াছি বলিয়া তাহারা থানায় গিয়া ধরা দেয়। তাহাদের কথামত অনুসন্ধান হয় এবং দোষ প্রমাণ না হইয়া তাহারা খালাস পায়।

ব্যারিষ্টার দ্বারা সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। জজ কেবল কার্য্য প্রণালীর উপর কর্ত্তৃত্ব করেন,—তিনি মধ্যস্থ মাত্র। আসামী নিস্তব্ধে ডকে বসিয়া কেবল শুনিতে থাকে। দুর্ভাগা সাক্ষী বাছারি ব্যারিষ্টারের হাতে পাড়িয়া এক কোয়াটার কাল অতি কষ্টে, অতি সন্তর্পণে যাপন করেন।

মোকদ্দমায় আসামীর পূর্ব্বচরিত উল্লেখ নিষেধ; কারণ পূর্ব্ব-চরিত মন্দ হইলে জুরিদের মতি বিচলিত হইতে পারে। আসামীর দোষ প্রমাণ হইলে পর, তখন থানার লোক প্রমাণ করিতে অগ্রসর হয় যে, আসামী পূর্ব্বে অনেকবার রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে; তখন জজ আইনের সম্পূর্ণ কঠোরতা তৎপ্রতি

প্রয়োগ করেন। সাক্ষী সম্বন্ধেও একটা বক্তব্য আছে, তাহাদের সাক্ষ্য যে বিশ্বাস যোগ্য নহে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়, অতি অসংলগ্ন উদ্ভট প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। সাক্ষী-দের কি দুর্ভোগ! তাহাদের জীবন-গ্রন্থের এমন এক খানি পাতা নাই, যাহা তাহারা গোপন করিতে পারে। স্ত্রীলোক্‌কে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—"তুমি যে পুরুষের সহিত ঘর দুয়ার করিতেছ, তাহার সহিত কি তোমার পরিণয় হইয়াছে?" "তুমি সুরা পানে রত, তাহা কি যথার্থ কথা নহে?" এ সকল প্রশ্নের উত্তর তাহাকে দিতেই হইবে। কেহ কেহ ইহাতে চটিয়া উঠেন, তখন দর্শক-বৃন্দেরা বড় মজা পায়।

"প্রতিভার দীপশিখাবৎ ব্যারিষ্টারপুঞ্জ হইতে ইংরেজ জজ মনোনীত করে। তাহাদের পুরস্কার প্রভূত, তাহাদিগকে পদচ্যুত (Immovable) করিবার যো নাই, জজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষণের এই দুই প্রধান অঙ্গ। জন্‌বুল ভৃত্যবর্গকে যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দেয়, কিন্তু তদনুরূপ সেবা পাইতেও আশা করে।

ফরাশী-বিপ্লবের সময় হইতে প্রায় শত বৎসর হইল ফ্রান্সে স্বাধীনতার নবযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সেই সময় হইতে, ঈশ্বর জানেন, ফ্রান্সে কত শাসন-প্রণালী, কত ব্যবস্থা-প্রণালী,—সকল ব্যবস্থা প্রণালী অবশ্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং চিরস্থায়ী—প্রবর্ত্তিত হইল। যখন আমরা সেই স্বাধীনতার বিষয় ভাবি,—যে স্বাধীনতা কত কত বিপ্লবের রুধির-ধারা দ্বারা আমরা ক্রয় করিয়াছি – তখন একটী কথা মনে হইয়া আমরা বিস্মিত হই। তিনটী রাজতন্ত্র, দুইটী সম্রাটতন্ত্র ও দুইটী সাধারণ তন্ত্রের পরেও, অষ্টমাব্দের বিধিবদ্ধ শাসন-প্রণালীর ৭৫ ধারা আজিও বাহাল।

সকলেই অবগত আছেন "সেই ধারার মর্ম্ম এইঃ—

মন্ত্রী ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের অপরাপর সকল কর্ম্মচারীর নামে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন সংক্রান্ত অভিযোগ উপস্থিত হইলে, রাজ-সভার বিশেষ নিষ্পত্তি অনুসারে সাধারণ বিচারালয়ে সেই মোকদ্দমার শুনানি হইবে।"

অষ্টমাব্দের শাসন-প্রণালীর ৭৫ ধারা, সেই শতাব্দীর অতি নৃশংস-গতি হইতে জন্ম গ্রহণ করে। প্রথম কন্‌সল্‌ যখন ধীরে ধীরে দেশের স্বাধীনতার সমাধি ক্রিয়া সম্পাদনে সমুদ্যত, তখন তিনি এই ধারা সঙ্কেতে উল্লেখ করেন।

প্রথম সম্রাট-তন্ত্রের পর যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যথেচ্ছাচারিতা সমর্থক, সেই অমূল্য ধারা বিশেষ সাবধানের সহিত বাহাল রাখে। মহাবিপ্লবের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ম্ম-চারীর কার্য্যাকার্য্য, যথেচ্ছাচারিতা ও অরাজকতা, সেই ধারা দ্বারা সমর্থন করিত। সেই ধারা এখনও ব্যবস্থা-পুস্তক কলঙ্কিত করিতেছে।

কাজে কাজেই রাজ-সভার নিষ্পত্তি ব্যতিত কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না। ইহা কি বিচার কার্য্যের সম্পূর্ণ প্রহসন নহে? কার্য্য-নির্ব্বাহ ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের সঙ্কেতে কি এই রাজ-সভারই জন্ম নহে? ইহা কি তাহার শাখা প্রশাখা নহে?

ইংল্যাণ্ডে যদি কোন কনষ্টেবল তোমাকে অপমান বা স্পর্শ করে, তুমি তখনি তাহাকে গলায় কাপড় দিয়া পুলিশের জেম্মায় দাও। পর দিবস আদালতে হাজির হইয়া তুমি যদি মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে পার, কনষ্টেবলের তখনই দণ্ড হয়। ইংরেজ কনষ্টেবলের যদিও কেবল এক বেটন সম্বল, তথাপি

যুদ্ধ সাজে সজ্জিত ফরাশী কনষ্টেবল হইতে তাহার অধিক সম্মান।

ইংল্যাণ্ডে সে দিন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। দুই ঘোঁড়সওয়ার কনষ্টেবল একটা লোককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতেছিল। সেই লোকটা যাইতে অস্বীকার হওয়ায়, একজন কনষ্টেবল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাকে জীনে বাঁধিল। সেই গরীব বাছারি ঘোড়ার সহিত সমবেগে যাইতে না পারায় ভূতলে পতিত হইয়া প্রায় ৩০ হাত রাস্তার উপর দিয়া ঘেঁস্ড়াইয়া যায়। দর্শকবৃন্দ মহাক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত কনষ্টেবল দ্বয়ের গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে পুলিশের হস্তে সমর্পন করিল। বিচার হইয়া তাহাদের প্রতি ৭ বৎসর করিয়া শ্রীঘর-বাস আজ্ঞা হইল।

ইংরেজ তুচ্ছ-বিষয়েও আন্দোলন প্রিয়, ইহা তাহাদের জাতীয় শোণিতে প্রধাবিত। কিন্তু এই রুচি ব্যয়সাধ্য। ইংরেজের দেশে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার সত্বর সম্পাদিত হয়; কিন্তু দেওয়ানি মোকদ্দমার অতি মন্দ গতি ও তাহা অতি ব্যয়সাধ্য। অতি সামান্য ব্যারিষ্টারও ২০০ টাকার কমে পাগড়ি মাথায় তুলেন না। কুইনের কাউন্‌সেল অর্থাৎ বড় ব্যারিষ্টারেরা যে বেতন চাহিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ব্যবস্থা-বিষয়ে দশকর্ম্মান্বিত সলিসিটার (অ্যাটর্নি) ফরাশী দেশে মোক্তার ও নাজিরের কার্য্য করে, পুলিশ-কোর্টেও বক্তৃতা করিতে পারে। তাহারা খরচার যে বিল প্রস্তুত করে, তাহাতে বড় নিপুনতার পরিচয় পাওয়া যায়। নমুনা স্বরূপ একটা বিল নিম্নে দিতেছি :—

		শিলিং	পেনী।
(১) পত্র প্রাপ্তি ও পাঠ	... ...	৩	৬
(২) উত্তর লেখা	... ...	৩	৬
(৩) গাড়ী ভাড়া	... ...	৫	০
(৪) গাড়ীতে বসিয়া তোমার বিষয় ভাবনা	...	৩	৬
(৫) তোমার কথা শ্রবণ	... ...	৩	৬
(৬) তাহার উত্তর দান	... ...	৩	৬
(৭) তোমার শ্বশুরের সহিত সাক্ষ্যাৎ ও তোমার বিষয় কথোপকথন	... ...	৩	৬

মোকদ্দমার বিষয় স্বপ্ন দেখিবার জন্য কি জানি মোক্তার কত বিল করেন? এই প্রকারে সাক্ষাৎ করা, চিন্তা করা প্রভৃতি প্রতি দফায় ৩ শিলিং ৬ পেনী হিসাবে পাঁচ সাত পাতা পূর্ণ। জজ ও বারিষ্টার আজিও চিরানুগত পাউডার-মাখান বেণীযুক্ত পাগড়ী ব্যবহার করেন।

ইংরেজ পুরাতন কীর্ত্তি, পুরাতন দুর্গ ও কাল-বৃদ্ধ আচারের পক্ষপাতী। ফরাশী জাতি এ বিষয়ে বর্ব্বর। শত বর্ষ পূর্ব্বে লণ্ডন টাওয়ার যে প্রকার ছিল, আজিও তাহা তুমি ঠিক সেই প্রকার দেখিবে। যে সকল লোক টাওয়ার মধ্যস্থিত কারাগার দর্শন করিতে গমন করে, তাহারা স্বচক্ষে দেখিতে পায় যে কলে মনুষ্য জাতির কত উন্নতি হইয়াছে। ফ্রান্সে বিখ্যাত বাস্তী ও ভাঁসাঁ কারাগারের চিহ্নমাত্র নাই। ফরাশী রাজ-পথের নাম পর্য্যন্ত প্রতি মন্ত্রীদলের রাজত্ব অবসানের সহিত পরিবর্ত্তন হয়। কি ভ্রম! আমার বিশ্বাস যে যদি ফ্রান্সের প্রত্যেক নগরে এক একটা ওয়াটালু চতুর্বেড় ও সিডান ষ্ট্রীট থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্ব-স্মৃতি অনেক কালের জন্য তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত।

জনবুল যে সংখ্যক নরহত্যাকারীর প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দেয়, সমগ্র

ইউরোপীয় রাজ্য একত্র হইয়া তত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেয় না। জন্ নরহত্যার বিচারে দোষ-লাঘবকারী আনুসঙ্গিক বিষয় গ্রাহ্য করে না। কেহ ক্রোধ বা ঈর্ষাবশত নরহত্যা করিল এবং কেহ বহু পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়া অতিশয় নিচ লালসা পরিতৃপ্তির জন্য নরহত্যা করিল, ইংরেজ আইন এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ করে না।

ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ টক্‌ভী বলেন—"ইউনাইটেড্ ষ্টট" (মার্কিন দেশ) পরিদর্শনের সময় দেখি, এক স্থানে কোন ব্যক্তি সাধারণের শান্তি-হানিকর অপরাধ করায়, সেই অপ-রাধীকে বিচারাধীনে আনিবার জন্য দেশের লোক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সভা সংগঠিত করে।" দেখিতে শুনিতে ইহা মন্দ নহে, কিন্তু অব্যবসায়ী-গোয়েন্দাগিরি বড় কদর্য্য ব্যাপার। নরহত্যাকারী মনুষ্য জাতির শত্রু, মনুষ্য জাতি মিলিত হইয়া তাহাকে বিচারাধীনে আনিতে পারে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি নরহত্যাকারীকে অনুসন্ধান করিয়া গ্রেপ্তার করি-বার জন্য ও বিচারাধীনে আনিয়া ফাঁসী দেওয়াইবার জন্য, একদল বেতন-ভোগী লোক নিয়মিত রূপে নিযুক্ত আছে জানিলে, আমরা বেশী সন্তুষ্ট হই না?

ইংল্যাণ্ডে হত্যাকারীর অনুসন্ধান না হইলে, পুলিশ নগরের প্রাচীরে প্রাচীরে ইস্তাহার নট্‌কাইয়া দেয় যে, যে ব্যক্তি অপরা-ধীকে গ্রেপ্তারও তাহার অপরাধ প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে (যে যেমন অপরাধ তজ্জন্য) ১০০০ হইতে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এ উপায়ে প্রায়ই ফল পাওয়া যায়, বিশেষ আয়ার্ল্যাণ্ডের ফেনিয়ান দের মধ্যে। যে প্রধান অপরাধী, সেই প্রায় গোয়েন্দা হইয়া সঙ্গীদের নাম প্রকাশ

করিয়া দিয়া নিজে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের হত্যাকাণ্ড-ইতিহাসে গোয়েন্দারা বরাবর প্রধান অংশ অভিনয় করিয়াছে।

ইংরেজ বলে, ফাঁসীতে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হইয়া থাকে এবং কোন যাতনা নাই। এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ফাঁসীর রজ্জু অনেক সময় ছিঁড়িয়া পড়ে এবং প্রসিদ্ধ জল্লাদ মারউড্‌কেও কেও ফাঁসী দিবার সময় দুই একবার আনাড়ীর মত কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাহার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। কিন্তু এত দিনে রজ্জুর শক্তি জানা তাহার উচিত ছিল।

ফাঁসী সম্বন্ধে একটা রহস্য এই খানে বলিয়া রাখি। পারস্য রাজ্যের শাহা ১৮৭৩ সালে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করিতে গমন করেন। সেই সময় তিনি ইংরেজরা কি প্রকারে নরহত্যা-কারীর প্রাণদণ্ড করে, দেখিতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্ব-দেশীয় রাজা রাজড়ারা চিরকালই ইহাতে আমোদ সম্ভোগ করেন। পারিষদ-বর্গ সহ তিনি এক দিন নিউগেট নামক ফাঁসী দিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। ফাঁসীতে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় শুনিয়া তিনি বড় আশাভঙ্গ হইলেন, হত্যাকারী কিছুক্ষণ ধরিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে কষ্ট না পাইলে ফাঁসী দেখিয়া কি আরাম হইল!!!

যাহা হউক ফাঁসীর কার্য্য প্রণালী দেখিবার জন্য তিনি কারা-গারের দারোগাকে বলিলেন, আমার সম্মুখে কোন অপরাধীকে ফাঁসী দাও। ফাঁসীর উপযুক্ত অপরাধী কারাগারে নাই শুনিয়া বাদশাহ রাগিয়া উঠিতেছিলেন, এমন সময় ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তাহাতে আপত্তি নাই, আমার পারিষদবর্গ হইতে আমি এক জন লোক দিতেছি।" লণ্ডনের লোক এখনও বাদশাহের সেই নিশংস বাক্য ভুলে নাই।

[library stamp]

ইংরেজচরিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু
প্রণীত।

কলিকাতা,
৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট,
বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯৩ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচী।

—•:•—

ইংরেজ চরিত

বা

জন্‌বুল।

KUNDU FAMILY LIBRARY

দ্বিতীয় ভাগ।

বহু-বিবাহ

দ্বন্দসমর দূরে থাকিয়া দ্বন্দসমর—বহুবিবাহ—বহুবিবাহী সংস্থান—একই বিষয় ভিন্নচক্ষে দর্শন—রাজপথ ও উদ্যানে চুম্বনপ্রদান—দম্পতির আড্ডা।

ইংরেজী আইনমতে দ্বন্দ্বসমরে কেহ হত হইলে, নরহত্যা অভিযোগে ও আহত হইলে নরহত্যা-উপক্রম অভিযোগে, হত্যাকারীর বিচার হয়। ইংলণ্ডেও কোন ব্যক্তি দ্বন্দ্বসমরে অপমানিত হইয়া অপমানকারীর উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, লোকে তাহাকে অপদার্থ বলিয়া জ্ঞান করে। ইতর লোকের মধ্যে অপমানিত ব্যক্তি অপমানকারীকে ঘুষী প্রদান করিয়া নগদ বিদায় করে। সে ঘুষী কেমন করিয়া প্রদান করিতে হয়, তাহা কেবল জনবুলই জানে। ভদ্রলোক আদালতে নালিস করে এবং আদালত হইতে ড্যামেজ বা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয়। এ প্রকার অর্থ

আছে। সে দিন একজন প্রতিমূর্ত্তিকার সংবাদপত্রে প্রকাশ করিল যে আর একজন প্রতিমূর্ত্তিকারের নামে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তাহার নহে; এই অপরাধে শেষোক্ত প্রতিমূর্ত্তিকারের পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হইল।

আমি স্বয়ং মল্লযুদ্ধের নিম্নপ্রকার অর্থ করিয়া থাকি। এক জন জার্ম্মাণ সম্পাদক কোন রুষ সম্পাদককে লেখেন, "মহাশয়, জার্ম্মাণ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাবটী অতিশয় দোষাবহ"; দুঃখের বিষয় অন্তরাল ব্যবধান থাকায় আমি তোমার কাণ মলিয়া দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি, আমার ইচ্ছা কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং তোমার অনুগত ও বিনীত দাসের নিকট হইতে উত্তম মধ্যম কিল গুঁতা পাইয়াছ মনে করিয়া লইবে।" রুষ সম্পাদক ফেরৎ ডাকে উত্তর দিলেন "ঠিক যে সময়ে তুমি আমাকে কিল মারিতেছিলে, সেই সময়ে পকেট হইতে পকেট-বন্দুক বাহির করিয়া তোমার মস্তকের খুলি উড়াইয়া দিতেছি, ভাব হঠাৎ আমার মনে পড়িল; সেই জন্য আমার প্রার্থনা, তুমি মনে করিয়া লইবে, মৃত্যু হইয়া তোমার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা তোমার একান্ত বিনীত ও অনুগত দাসের প্রার্থনা।" আমি এইরূপ মল্লযুদ্ধের পক্ষপাতী। যে বহুবিবাহের অপরাধে ফ্রান্সে ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড হয়, সেই অপরাধে ইংলণ্ডে দুই চারি মাস মাত্র শ্রীঘরবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে তজ্জন্য কোন দণ্ডেরই আজ্ঞা হয় না।

বিলাতে বিবাহিতদের মধ্যে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করা খুব বেশী। বিবাহও অতি সহজে হয়, সিবিল বিবাহের রেজেষ্টারি পর্য্যন্ত নাই, কাজে কাজেই বিবাহ প্রমাণ করা বর কঠিন। চিনি না, কি জানি না, এইরূপ একটা ওজর করিলেই অনেক সময় অপরাধ কাটিয়া যায়। যাহারা মার্কিন দেশ, অষ্ট্রেলীয়া বা নবজিলণ্ডে যাত্রা করে, তাহারা জাহাজডুবী হইয়া মরিতে পারে, অথবা তথায় উপস্থিত হইয়া নিজের পরিচয় না দিতে পারে। বিবাহ গোপন রাখিবার উপায় অনেক।

আরও এক কথা, ইংরেজের আইন কানুন আচার ব্যবহার বিবাহের উৎসাহ-প্রদ। ইতর লোকের মধ্যে উপপত্নী রাখা বিরল। বিবাহের অনুষ্ঠান এত সামান্য যে, সেই অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী কার্য্য না করা নিতান্ত অনাবশ্যক, কাজে কাজেই উপপত্নী না রাখিয়া লোকে বিবাহ করে। ইংরেজ নিজের শ্যালীকে আইন অনুসারে বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু তাহাকে ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া গিয়া আচার্য্যের নিকট শ্যালী না বলিয়া, অমুক কুমারী বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করে এই বিবাহ আইনসঙ্গত নহে, ইচ্ছা করিলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করা চলে।

ইংল্যাণ্ডে সাক্ষীর অবস্থা বড় বাঞ্ছনীয় নহে। ফরিয়াদীর দিকেই থাক বা আসামীর দিকেই থাক, বিপক্ষ পক্ষের ব্যারিষ্টারের জেরাতে পতিত হইয়া, তোমার এক কোয়াটার কাল অতি সন্তর্পণে কাটিবে। পর পৃষ্ঠায় এক জেরার নমুনা দিতেছি :—

বারিষ্টার। "আমার বোধ হয়, আসামী ব্যতীত অপরাপর আরও অনেক স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আছে।"

সাক্ষী। "না"

বারিষ্টার। "১৮৭০ সালে তোমার বিবাহ হয়, কেমন?"

সাক্ষী। "এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিতেছি।"

বারিষ্টার। "কিন্তু তোমাকে উত্তর দিতেই হইবে।"

সাক্ষী। "অচ্ছা, তবে বোধ করি হয়?"

বারিষ্টার। তুমি অমুক্‌কে বিবাহ করিয়াছ, কেমন?"

সাক্ষী। "হাঁ, করিয়াছি।"

বারিষ্টার। "এখনও কি তোমার স্ত্রী জীবিত আছে?"

সাক্ষী। "না, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, (স্মরণ করিয়া) আচ্ছা তবে—হাঁ—এখনও সে বাঁচিয়া আছে।"

বারিষ্টার। "১৮৭৯ সালে তুমি কি বিবাহ করিয়াছিলে?"

সাক্ষী। "করিয়াছিলাম।"

বারিষ্টার। "সে স্ত্রীলোকের নাম মিস্ অমুক?"

সাক্ষী। "আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আমার প্রথম স্ত্রীর সহোদরা ভগ্নী, বিবাহ অবৈধ হইয়াছিল।"

বারিষ্টার। "অতএব তিনটা বিবাহ হইতেছে, না? কেমন? তোমার বয়ঃক্রম কত?"

সাক্ষী। "বত্রিশ।"

বারিষ্টার। "তোমার প্রথম স্ত্রীর কবে মৃত্যু হয়?"

সাক্ষী। "১৮৭৬ সালে।"

বারিষ্টার। "তবু তুমি ১৮৭৫ সালে তোমার প্রথম স্ত্রীর সহোদরাকে বিবাহ করিলে?"

সাক্ষী। "হাঁ করিয়াছিলাম।"

বারিষ্টার। "তুমি কি কেবল এই কয়েকটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলে?"

সাক্ষী। "হাঁ।"

বারিষ্টার। "নিশ্চয় বলিতেছ?"

সাক্ষী। "সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়।"

বারিষ্টার। "তুমি বলিতেছ, তোমার বিবেচনায় আসামী অপরাধী। গ্রেপ্তারের সময় পর্য্যন্ত তুমি কেমন করিয়া তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলে?"

সাক্ষী। "কোন বন্ধু একটা অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ দেখি না। যে ব্যক্তি অতি ভীষণ অপরাধ করিয়াছে, তাহার সহিত বন্ধুতা করিলে তাহার যদি উপকার হয়, কেন না করিব।

বারিষ্টার। "কি! স্ত্রীর সহোদরাকে বিবাহ করিয়া পরে তাহাকে ত্যাগ করিলেও তাহার সহিত বন্ধুতা রাখায় দোষ নাই?"

সাক্ষী। "কখন নহে।"

বারিষ্টার। "দেখিতেছি তুমি বড় সৎ খৃষ্টান?"

সংবাদপত্র হইতে নিম্নে কয়েক ছত্র তুলিয়া দিতেছি:—

হ্যামার স্মিথ্ পুলিশ কোর্ট, ২রা মর্চ, ১৮৮৩—সাল এক গোরার বিপক্ষে দুই বিবাহের অভিযোগ উপস্থিত। প্রথম সাক্ষী এক জন পুলিশম্যান। সে বলে যে, থানায় যাইবার সময় আসামী তাহাকে বলে "আমি জানিতাম না, আমার দ্বিতীয়বার

বিবাহ হইয়াছে। আমি ১৪ দিন মাতাল হইয়াছিলাম এবং আমি দ্বিতীয় বিবাহের ঘোষণাপত্র প্রচার করি নাই। কেবল মাত্র গত কল্য আমি জানিতে পারিলাম যে, বৃহস্পতিবার আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।”

আসামীর প্রতি মাজিষ্ট্রেটের জেরা। “তোমার বলিবার কি আছে?”

আসামী। “ধর্ম্মাবতার, আমি স্ত্রীর সহিত পৃথক হইয়া আমার কর্ণেলের আজ্ঞা মতে আমি তাহাকে সপ্তাহে এক শিলিং নয় পেনী করিয়া ভাতা দি। আমি অন্য এক স্ত্রীলোকের সহিত ঘরকন্না করিতেছি। সে দিন এই স্ত্রীলোকটা ভয় দেখায় যে, আমি তাহকে বিবাহ না করিলে সে আমার কাপড় চোপড় সমস্ত জিনিস টান মারিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিবে। তাহার পর আমরা একত্রে সুরাপান করি এবং বোধ হইতেছে, গীর্জ্জায় গিয়া আমাদের বিবাহ হয়। এই প্রকার আর এক ঘটনার বর্ণনা শুন।

জজের জেরা, সাক্ষীর প্রতি। “এক জন মাতাল পুরুষের সহিত গীর্জ্জার বেদীতে (অর্থাৎ পাণিগ্রহণার্থ গীর্জ্জায় উপস্থিত হইতে) যাইতে তোমার লজ্জা বোধ হয় নাই?”

সাক্ষী। “ধর্ম্মাবতার, মাতাল না হইলে সে যাইত না।”

আমি জানি কোন বিশিষ্ট ইংরেজ সে দিন চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন, তিনি সেই চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর তৃতীয় পক্ষের স্বামী। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর। অতএব তাঁহার আরও দুই পক্ষ হইবার বেশ বয়ঃক্রম আছে।

ইংল্যাণ্ডে বৃদ্ধ আইবুড়োর সংখ্যা খুব কম। সকল লোকেই

বিবাহ করে। কেহ ভালবাসা, কেহ অর্থ এবং কেহ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উপরোধে, কেহ সমাজের কঠোর শাসনের ভয়ে বিবাহ করে। তাহারা যে রমণী-প্রিয়, তাহা কেহ বলিতেছে না, তাহারা বহু বিবাহী হিব্রু রাজা সলমনের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে গালি দিয়া থাকে। শত শত স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া এবং তদুপরি তিন শত উপপত্নী যোগ করিয়া, পরে নারীজাতির নিন্দাবাদ করার জন্য, নারীজাতি কখন সেই হিব্রু রাজাকে মার্জ্জনা করিবে না। কিন্তু পুরুষজাতির স্বতন্ত্র মত, তাঁহারা বলেন, তাঁহার যখন এত অভিজ্ঞতা, তখন তাঁহাকে এ বিষয়ের সর্ব্বোচ্চ প্রমাণ ধরিয়া লওয়া উচিত (তাঁহার মতকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া উচিত)।

/ লণ্ডন রাজপথে নিঃসহায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা নিঃসহায় পুরুষের অধিক ভয়। স্ত্রীলোকের আশঙ্কা, পকেট হইতে অর্থ অপহরণ; কিন্তু পুরুষের আশঙ্কা আরও গুরুতর—মান লইয়া টানাটানি। যে কোন স্ত্রীলোক রাজপথে পুরুষের পথ রোধ করিয়া কুপিত স্বরে বলিতে পারে "আমাকে ৫টা টাকা দাও, নতুবা আমি কনষ্টেবেল ডাকিব। তুমি আমার মানের হানি করিয়াছ।" হয়ত কখন কোন বালিকা তোমার নিকট আসিয়া তোমাকে সসম্ভ্রমে কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি কোন সন্দেহ না করিয়া সময় দেখিবার জন্য যেমনি ঘড়ি বাহির করিবে, অমনি কতকগুলি লোক তোমাকে বেষ্টন করিয়া তোমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইবে, অথবা তুমি বালিকার মানহানি করিয়াছ বলিয়া তোমাকে দোষী করিবে। কলঙ্কের ভয়ে লোক এই নোংরা

ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা, কিছু নগদ দিয়া মিটমাট করিয়া দেয়। লণ্ডনে এইরূপ শত সহস্র ব্যক্তি আছে, যাহাদের ব্যবসায় দিন দুপুরে ডাকাতি করা, যাহাদের কাজ, অনুসন্ধান করা, কোন্ ভদ্রলোক তাহাদের এইরূপ নারকী প্রতারণায় সহজে প্রতারিত হইবে। লণ্ডনে আমার পরিচিত প্রায় এমন লোক নাই, যাহার অদৃষ্টে এপ্রকার দুর্ঘটনা নিদান পক্ষে একবারও ঘটে নাই। বিশেষ লণ্ডনের উদ্যান এবং টেম্‌স নদীর বাঁধ বড় ভয়ের স্থান। যে ব্যক্তির মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে, দিবা দুই প্রহরেও যেন সে এসকল স্থানে না যায়। বাটীর বাহির হইয়া কখন কোথাও একা বসিও না; কখন ছোট লোকের ছেলের সহিত কথা কহিও না; এবং যদি কখন এরূপ জালে পতিত হও সঙ্গে সঙ্গে নগদ বিদায় করিও; এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না, কারণ পুলিশ হইতে তুমি কোন সাহায্য পাইবে না। পুলিশ আদালতের মাজিষ্ট্রেট ইংরজে আদালতের গর্ভস্রাব। তাহারা তোমাকে কেবল এই মাত্র বলিয়া নিরুত্তর করিবে "তুমি যে দোষী নহে, তাহা বিশ্বাস করিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু তোমার উদ্যানে যাওয়ার কি আবশ্যক ছিল?" একটা যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিলাম, আমি স্বকর্ণে ইহা শুনিয়াছি।

ইংরেজ বৃথা বেড়াইয়া বেড়ায় না? কাজ শেষ হইল, অমনি দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল, সন্ধ্যার সময় আর বাটীর বাহির হওয়া নাই। নিশাযোগে উদ্যান এবং অপরাপর নির্জ্জন স্থান বিমিশ্র চোর ও রাত্রিচারিণীদের আড্ডা হইয়া

উঠে ; পুলিশ ইহাতে মনোযোগ দেয় না। লণ্ডনে আজিও এমন পল্লি আছে, যেখানে গোয়েন্দা সঙ্গে না লইয়া এমন কি দিবা দুই প্রহরের সময় যাওয়া বিপদজনক। জনবুলের রাজ-ধানীর মধ্যে এইগুলি অতি দুর্লভ দৃশ্য। সেই সকল দৃশ্য দেখিবার ইচ্ছা হইলে পুলিশের প্রধান আড্ডা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট যাওয়া উচিত ; তাহারা যথেষ্ট সমাদরের সহিত তোমাকে দুই তিন জন লোক দিবে—যাহারা তোমাকে সমস্ত দেখাইয়া আনিবে।

পিপিলীকাবৎ ৫০ লক্ষ প্রাণীর আবাস ভূমি লণ্ডন নগর নির্দস্যু করিবার ইচ্ছা পুলিসের মস্তকে যদি প্রবেশ হয়, তাহা হইলে কনষ্টেবলের সংখ্যা দ্বিগুণ হইতে অধিক বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া ভদ্রলোকের সদ্বুদ্ধি, জ্ঞান ও মিতব্যয়িতার উপর বিশ্বাস করা, তাহারা ভাল মনে করে। যে ভদ্রলোকেরা সহজেই করের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, তাহারা তাহার উপর গাঁটকাটা ও ব্যভিচারিণীদলের শীকারভূমি উদ্যান ও অপরাপর স্থানে গমন করিয়া আরও অধিক বিপদ স্কন্ধে লইতে স্বীকার করে না।

সৈনিকের মান

ভূষণ—নীল ও হলদে ফীতা—সৈন্যবহুবচনে যাহা প্রশংসনীয় একবচনে তাহাই ঘৃণার্হ—সাজ—ভলণ্টিয়ার।

ফ্রান্সে বহু সংখ্যক লোককে পাদরির পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিয়া, ইংরেজ হাস্যসম্বরণ করিতে পারে না। যথার্থই তাহাদের সংখ্যা অগণনীয়। লণ্ডনে লাল ফীতাধারী লোক মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু লোকে আসলে তাহার পক্ষপাতী নহে। যাহারা ইহার অর্থ জানে, তাহারা ইহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করে, অপরে ইহাকে এক প্রকার ভূষণ অথবা লোকবিশেষের খিয়াল ধরিয়া লয়। যে সকল ইংল্যাণ্ডবাসীফয়াশীর "ভূষণ" আছে, তাহারা তাহা পরিধান করে না। মনে করিও না পরিধান করিবার বিপক্ষে কোন আইন আছে; ইংল্যাণ্ডে তুমি তোমার বক্ষপ্রদেশ নক্ষত্র ও ফীতা ভূষণে আচ্ছাদন করিতে পার, পোলদেশীয় বা সুইসদেশীয় সৈন্যাধক্ষের ন্যায় সজ্জা, অথবা অতি খর্ব্বাকার পেটীকোট পরিধান করিতে পারে—তথাপি কেহ জন্তু বলিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবার কথা মনেও করিবে না। ইচ্ছা করিলে তুমি আপনাকে উপহাসের স্থল করিয়া তুলিতে পার, কিন্তু তজ্জন্য তোমাকে দেশাচার ভিন্ন অন্য কোন আইনের ভয় করিতে হইবে না, সাধারণ মত ভিন্ন অন্য বিচারককে আশঙ্কা করিতে হইবে না।

ব্রীটনেশ্বরীর প্রজারা কেবল তাঁহার অনুমতি লইয়া

বিদেশীয় "ভূষণ" গ্রহণ করিতে সক্ষম। সমজ্জ সৈন্যদল ব্যতীত কেহ তাহা প্রকাশ্যে পরিয়া ভ্রমণ করে না। ধনী, সৈনিক ও চতুরতাবৃত্তি ব্যবসায়ী চক্রের বাহিরে, ইংরেজী ভূষণ প্রায় বিতরিত হয় না। সিভিলকর্ম্মচারী, পণ্ডিত, লেখক এবং শিল্পীর ভাগ্যে কদাচিৎ এই সম্মান ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি বিদেশীয় রাজা রাজাড়া ব্যতীত ইংরেজী ভূষণধারী বিদেশীর সংখ্যা অতি অল্প।

ইংল্যাণ্ডে ভূষণ দেখিতে পাওয়া যায় না বলায়, আমার ভুল হইয়াছে। ছয় লক্ষেরও অধিক—লোক স্ত্রী ও পুরুষ—এক্ষণে তাহাদের বোতামের ঘরে নীল ফীতা ধারণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বদ্ধ-মাতাল ছিল, এক্ষণে মাদক দ্রব্য পান হইতে বিরত থাকিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে, কোন কোন যথার্থ সৎযুবক মাদক দ্রব্য পান করিব না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। ইহারাই নীল ফীতাধারী ফৌজ নামে অভিহিত। ইংল্যাণ্ডে সত্যপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়—যদি পার; তবে হও না হও দেখান আবশ্যক। মধ্য শ্রেণীর যুবক, যুবা কেরাণী ও দোকানের ছোকরা, এমন কি ন্যাশনেল স্কুলের ছোঁড়া পর্য্যন্ত জামার বোতামের ঘরে ধর্ম্মধ্বজীর সার্টিফিকেট সংলগ্ন করিবার অবসর পাইলে, আপনাদিগকে সুখী মনে করে। সংবাদপত্রে প্রায়ই নিম্ন প্রকারের বিজ্ঞাপন দেখা যায়—"একজন অল্প বয়স্ক কেরাণীর আবশ্যক; সুখৃষ্টান ও নীল ফীতাধারী সমিতির সভ্যের আবেদন বিশেষ আদরণীয়।" কাজে কাজেই নীল ফীতাধারীদের দল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন প্রধান সংবাদপত্রে একবার নিম্ন

লিখিত কয়েক ছত্র বাহির হয়ঃ—"লণ্ডনে শীঘ্র পরিমিত সুরা পানের বিপক্ষে একটী সমিতি স্থাপিত হইবে। 'আহারের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে মাদক দ্রব্য সেবন করিব না', সভ্যদিগকে এইরূপ অঙ্গীকার পত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। হলিদা ফীতা তাহাদের বিশেষ চিহ্ন।" ইহারা যদি আপনাদিগকে দেশ উদ্ধারকারী বীর বলাইতে চাহে, তাহা হইলে নীল ফীতাধারীরা কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে জানিতে ইচ্ছা করি। সে যাহা হউক হলিদা ফীতার জয় হউক।

ইংল্যাণ্ড যুদ্ধপ্রিয় দেশ, কিন্তু যোদ্ধার দেশ নহে। স্বদেশে সৈনিকদের বড় সুনাম নাই, তাহার কারণও আছে। আফিশার বা উচ্চ কর্ম্মচারীরা বড় ভদ্র ও সুশিক্ষিত, কিন্তু সামান্য সৈনিকেরা ইংরেজ জাতির আদর্শ নহে; তাহাদের গুণের মধ্যে চেহারা ভাল, তাহারা গায়ে ফুঁ দিয়া জীবন কাটাইবার জন্য সৈনিকদলে প্রবেশ করে। তাহাদের লাল সজ্জায় মহিলাদল তাহাদের উপর ঘুরিয়া পড়ে—লাল সজ্জায় সজ্জিত সৈনিক থাকিতে মহিলারা আর কাহারও দিকে ভুলেও চাহে না—লাল সজ্জায় সজ্জিত সৈনিক মহিলাদের নীলমণি।

জনবুলের যোদ্ধৃ-প্রিয়তা কিছু বিচিত্র। জনবুলের সম্পত্তির অঙ্গ পুষ্টি করিয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিলে, জনবুল সৈনিকদের মস্তকে ভূষণ বৃষ্টি করিতে থাকে এবং তাহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে থাকে; কিন্তু সেই জনবুল সাধারণের কোন কোন আমোদ-স্থানে সৈনিক পুরুষকে দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করে, এবং বলিতে থাকে "এ স্থান ভদ্রলোকের উপযুক্ত নহে, কারণ এ স্থানে সৈনিকেরও প্রবেশ অধিকার

আছে।” এক বচনে যোদ্ধার কোন মান নাই, যে মান বহু বচনে। কোন চারুদর্শনা ললনার কেশপাশ দেখিয়া যে লোক গলিয়া পড়ে, সেই লোকই আবার আপনার প্রণয় প্রতিমার কেশকলাপ-স্খলিত একগাছি কেশ পানীয় জলে ভাসিতে দেখিয়া মুখ বিকৃত করে। যোদ্ধাদের পক্ষেও তাই,—যত মান্য সৈনিক দলের, একজন সৈনিকের কোন মান নাই।

রাজধ্বজা রূপ সজ্জা ফ্রান্সে খুব চলিত; কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাহার বড় ব্যবহার নাই। ফ্রান্সে পুলিশের কর্ত্তা, মেয়র, ইঞ্জিনিয়ার, সিভিলকর্ম্মচারী, গবর্ণমেণ্ট কেরাণী, শকটচালক, অম্‌নিবস্‌, ও ট্রামপরিচালক, এমন কি মড়ুইপোড়া ব্রাহ্মণেরও আপন আপন সাজ আছে। ইংল্যাণ্ডে সৈন্যদের বারিকে অথবা সৈন্য-প্রদর্শনা ভিন্ন অন্য স্থানে আফিশার বা উচ্চ কর্ম্মচারীরাও সকল সময়েই সচরাচর ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ পরিয়া গমন করিয়া থাকে। কেবল কোন বিশেষ আফিশার বা সামান্য সৈনিকদলকে সসজ্জ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা কেবল সাজ পরিয়াই বেড়ায়, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। সচরাচর লোকে যে হ্যাট ও কোট পরিধান করে, অম্‌নিবসের চালক ও পরিদর্শকেরাও তাহাই পরে। ইংল্যাণ্ডে সকল শ্রেণীর লোকের একই প্রকার পোষাক, কেবল পোষাকের মলিণতা অনুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে কে কোন শ্রেণীর লোক।

দরিদ্র পল্লীতে পুরাতন পরিচ্ছদ বিক্রেতাদের ব্যবসার খুব চল্‌তি। ধনী লোক দুই এক সপ্তাহ কোন পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া, ভৃত্যদিগকে তাহা দান করে এবং ভৃত্যেরা

সেই সকল পরিচ্ছদ ব্যবহার অথবা বিক্রয় করে। এই সকল কোট, হ্যাট, জুতা পাঁচ ছয় বার হাত ফিরি হইয়া অবশেষে অতি নিম্ন শ্রেণীর মজুরের অঙ্গে উঠে; তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সকল পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। এই সকল লোক বস্ত্র ত্যাগ করে না, বস্ত্রই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করে।

ভিক্ষুকেরা তাহার পর সেই সকল পোষাক—পোষাকের খণ্ড বলিলেই ঠিক হয়—কুড়াইয়া লইয়া যথাসাধ্য অঙ্গ আচ্ছাদন করে, সমতার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া নির্ধন ধনীর বেশ অনুকরণ করিতে অগ্রসর হয়। ফ্রান্সে স্ব-মর্য্যাদার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া শ্রমজীবী নূতন কিন্তু সাদাসিধে পরিচ্ছদেই সন্তুষ্ট। ইংল্যাণ্ডে সকলেই ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হইতে চাহে।

ক্রাইষ্ট হাঁসপাতালের ছাত্রেরা আজিও চতুর্থ এড্‌ওয়ার্ডের সময়ের পরিচ্ছদ পরিধান করে। সেই সময়ে ছাত্রেরা যেরূপ হলদা ষ্টকিং এবং ঘোর নীল কোর্ত্তা পরিত, তাহারা আজিও তাহাই পরে। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্কুলে ছাত্রের নির্দ্দিষ্ট পোষাক নাই। তবে ক্রীকেট ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়ার সময় স্বপক্ষ ও বিপক্ষের প্রভেদের জন্য ভিন্ন সাজের ব্যবস্থা আছে।

নিয়মিত সৈন্য, রিজার্ভ সৈন্য, ও অন্য সৈন্য ব্যতীত, ব্রিটনেশ্বরী আবশ্যক হইলে ৪ লক্ষ ভলণ্টিয়ারের সাহায্য পাইতে পারেন। শেষোক্ত সৈনিকদল (বলিতে অনুমতি পাইলে বলিতে পারি) বড় গো-বাছারি; তাহারা প্রায় অল্পবয়স্ক ব্যবসাদারের ভৃত্য বা ব্যাঙ্কের কেরাণী; তাহারা এই সুযোগে

বা হুজুকে বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার কেরাণীগীরির ডেক্স ছাড়িয়া, পল্লিগ্রামের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পাইয়া বড় সুখী। তাহাদিগকে ব্রিটিস দ্বীপপুঞ্জের সীমার বহির্ভাগে লইয়া যাইবার অধিকার নাই। আরও ইংল্যাণ্ডে যখন লুলাগিয়া মৃত্যু হইবার ভয় নাই, তখন তাহারা যে সুখে শয্যায় শয়ন করিয়া জীবন ত্যাগ করিবে, তাহা একপ্রকার নিশ্চয়। জীবন ইনসীওর করা কোম্পনীদের বিজ্ঞাপনে একটা ছত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পাঠ করিলে ভলণ্টিয়ার জীবনের রহস্য ভেদ করা যায় ;—"ইনসিওর করিবার নিয়ম কখন পরিবর্ত্তিত হয় না, এই নিয়ম সৈনিক পুরুষ, নাবিক, অথবা বিপদজনক কার্য্যলিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে নহে। ভলণ্টিয়ারদের পক্ষে সাধারণ নিয়ম।" অর্থাৎ ভলণ্টিয়ারীতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।

যত লজ্জা নামে

ইংরেজী ও ফরাশী ভাষা - তুমি আমার ঋণী
আমি তোমার ঋণী - নিনামা - ইংরেজ ছাত্র।

ইংরেজ কোন বিদেশী ভাষায় স্বচ্ছন্দরূপে কথা কহিতে পারে না। সে দোষ তাহাদের নিজেরই।

তাহাদের মানই তাহাদের সদা চিন্তার বিষয়। যেখানে নিজের ভাষা কহিবার কোন সম্ভব আছে, সেখানে বিদেশী ভাষার কথা কহিলে পাছে লজ্জা পাইতে হয়, ইহাই তাহাদের বড় ভয়। অনেক ইংরেজ ফরাশীতে বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারে, অথচ ফরাশীর সহিত তাহারা ইংরেজীতে কথা কহিতে

ভাল বাসে—যে ফরাশীরা মহারাণীর ইংরেজী ভাষায় এমনই পণ্ডিত যে কাটিয়া জোড়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস যে মাতৃভাষা ছাড়িয়া অন্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে যাইলেই লোকে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে, কাজেই তাহারা হাস্যাস্পদ হইবার ভার অপরের স্কন্ধে অর্পণ করে।

"ফরাশী বলিতে থাক, ভয় করিও না। ফরাশী কহিলে লোকে তোমার জাতীয়ত্ব বুঝিয়া লইবে, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তুমি ইংরেজ ইংরেজীর পক্ষপাতী হইবে—সে ত তোমার গৌরবের কথা তবে তাহা লোকে জানিতে পারিবে সে ভয় কেন?" এই সকল কথা তাহাদিগকে বলা বৃথা। কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়াছেন, "যে ইংরেজ ফরাশীর ন্যায় ফরাশী কথা কহে, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিওনা।" সেই প্রসিদ্ধ লোক বড় কেহ নহে, প্রিন্স বিস্‌মার্ক এই কথা বলিয়াছেন।

ইংরেজ বেশ জানে যে, সে যে স্থানে যাউক না কেন, সেই স্থানেই ইংরেজী হোটেল পাইবে, পয়সায় কুলাইলে ইংরেজ সেই হোটেল ভিন্ন অন্য কোথাও যায় না। তাহার বেশ জানা আছে যে, খাটিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইলে ইংরেজী ভাষা সকল স্থানেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, কি ইংল্যাণ্ড কি উপনিবেশ, যে দেশই ইংরেজ সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী, সেই দেশেই দেখিবে বিদেশীয় ভাষ শিক্ষার প্রতি লোকের তাচ্ছল্য। জার্ম্মাণী ও অপরাপর কোন দেশেই এরূপ নহে, তথায় জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ইংরেজী ও ফরাশী ভাষা জানাও আবশ্যক। সুইজারলণ্ডের কথা বলিতেছি না, সে দেশে দুই টা মাতৃভাষা। ইংরেজের ফরাশী ভাষা শিক্ষা সখের

কথা, অন্যান্য আভরণের মধ্যে একটা আভরণ। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ফরাশী ভাষা শিক্ষার পক্ষে ইংরেজের নিসর্গ অসুবিধা আছে; ফরাশী স্বরবর্ণ স্পষ্ট অর্থাৎ কাটা কাটা, ইংরেজী স্বরবর্ণ অস্পষ্ট, ইংরেজ ফরাশী স্বরবর্ণ কখন সম্পূর্ণ রূপে উচ্চারণ করে না; স্কুলে ফরাশী কথা কহা শিখান হয় না, তথায় কেবল ফরাশী গ্রন্থের অনুবাদ শিখান হয়, যদি কোন ইংরেজী স্কুলের ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কর "তুমি কেমন আছ" ইহার ফরাশী কি, তাহা হইলে তাহার বড় চক্ষুস্থির।

ফরাশী বালিকারা স্কুল ছাড়িবার সময় প্রায় সকলেই চলন গোছ ফরাশী বলিতে পারে। ইংরেজী স্কুলে ফরাশী শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদিগের সহিত দিবারাত্র ফরাশী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। পৃথিবীর সকল দেশের ন্যায় ইংল্যাণ্ডেও স্ত্রীদিগের বাক্‌পেশী পুরুষ অপেক্ষা অধিক নমণীয়—ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অধিকতর সূক্ষ্ম ও পরিপাটী। পুরুষ স্ত্রীজাতির সহিত কখন ভাষা-শিক্ষায় সমযোগ্য হইতে পারে না।

কোন গণ্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহিত তাহার ছাত্র বিশেষের কথা লইয়া, আমি একবার বলি, "তা তোমার ঐ যে একটী ছাত্র রহিয়াছে, সে একটু পরিশ্রম করিলে বেশ ফরাশী কহিতে পারিবে, তাহার উচ্চারণ বড় সুন্দর"। শিক্ষক বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন, আমারও তাহাই বিশ্বাস, কিন্তু ছাত্রটি অভিমানপূর্ণ, পাছে ফরাশী বলিতে ভুল হয় সেই ভয়ে সে ফরাশী বলিতে চাহে না।"

ফ্রান্সের লোক সকলকে জাতিনির্ব্বিশেষে স্বজাতীয় Monsieur (মহাশয়) পদ ব্যবহার করিয়া সম্বোধন করে।

কিন্তু ইংরেজ তাহা করে না বিদেশীর প্রতি স্বজাতীয় Mister পদ সম্বোধনে প্রয়োগ করে না, তাহার বিশ্বাস, ফরাশীকে Monseiur জার্ম্মেণকে Herr এবং ইটালীয়ানকে signor বলিয়া সম্বোধন করিলে তাহাদিগকে অধিক সম্মান করা হয়। কোন কনসার্টের বর্ণনায় নিম্নলিখিত কথা দেখিতে পাইবে, Herr অমুক (কোন জার্ম্মেণ), signor অমুক (কোন ইটালীয়ান) এবং Monsieur অমুক (কোন ফরাশী), সে গতটা অতি উৎকৃষ্টরূপে বাজাইয়াছিল।

ইংরেজ Monsieur পদ নিয়ত অতি কদর্য্যরূপে উচ্চারণ করে। তাহাদের চেষ্টার কিছু ত্রুটি নাই, চেষ্টার জন্য তাহারা প্রশংসার পাত্র, কিন্তু তাহাদের কোন প্রকারে ঠিক উচ্চারণ হইয়া উঠে না। ইংল্যাণ্ডে ফরাশী তুমি Mossoo, Moasiay, Mochoo, Mochiay, বা Monzoor প্রভৃতি সম্বোধন পদে অভিহিত হইবে। জন তোমাকে সম্মান প্রদর্শন করিবে বলিয়াই তোমার প্রতি এই সকল পদ প্রয়োগ করে, এবং তাহা সম্মান বলিয়াই তোমার লওয়া উচিত।

ইংরেজী ভাষা ফরাশী কথা যোজনায় নিত্য উন্নত হইতেছে। কিন্তু ইহাকে কি ঠিক উন্নতি বলা যায়? আমার বিশ্বাস ভিন্ন প্রকার। বিদেশীয় ভাষা হইতে কেবল পদ নহে, ছত্রকে ছত্র সংগ্রহ করায় ভাষার উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতি হয়।

শাস্ত্র, সংবাদপত্র এবং আলাপেও নূতন কথা আসিয়া জুটিয়াছে। কোন কোন উপন্যাসে এই বাতিকটা পরিহাসের স্থল হইয়া উঠিয়াছে। গত শতাব্দীতে খ্যাতনামা ইংরেজ

গ্রন্থকার অবিরাম ফরাশী কথা-স্রোতের বিরুদ্ধে তীব্র উক্তি করিয়া বলেন, আইন দ্বারা ফরাশী কথা নিষেধ করা উচিত। সেই অবধি ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষণে ইংরেজের চিত্ত আকর্ষিত হইল।

ফরাশীও এবিষয়ে নিতান্ত নির্দ্দোষ নহে। গত শতাব্দীতে অর্থনীতি, ক্রীড়া, শিল্প এবং বিশেষ করিয়া নাবিক শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কতকগুলি কথা, ফরাশীরা ইংরেজী হইতে সংগ্রহ করে। কিন্তু তাহারা ছত্রকে ছত্র লয় নাই, কেবল পদ লইয়াছে মাত্র, এবং সেই পদগুলির অধিকাংশ পূর্ব্বে ফরাশীর নিকট হইতে ইংরেজেরা সংগ্রহ করে।

আজি কালিকার ইংরেজী-ভাষা ফরাশী-ভাষার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। ফরাশী ফ্যাশন ইংল্যাণ্ডে বদ্ধমূল হওয়ায় ফ্যাশন সংক্রান্ত ফরাশী শব্দ মালা, ইংরেজী ভাষায় আমদানী হইয়াছে। ইংরেজ রমণী পরিচ্ছদের অংশ বিশেষ দেখিয়া যত লজ্জিত হউন আর নাই হউন, তাহার নাম শুনিলে একবারে সিহরিয়া উঠেন। কিন্তু এক্ষণে ফরাশী ভাষার সাহায্যে তিনি পরিচ্ছদের অতি অব্যক্ত অংশেরও নাম সহজেই মুখে আনিতে পারেন।

Chemise (কামিজ), corset, corsage, verta, tournure প্রভৃতি ফরাশী কথা এখন ইংরেজী কথা হইয়া গিয়াছে। শয়নগৃহের অনেক আস্‌বাবের ফরাশী নাম। যে ভাষা বুঝিবার জন্য কথা অপেক্ষা অনুমানের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়, এবং যে ভাষায় পদের অর্থ অনিশ্চয় ও সকলই গোলে হরিবোল, সেই ইংরেজী ভাষায় শ্রুতিমধুরতার সহিত এই সকল বিদেশীয় কথা সহজে মিশ খায়।

কোন ফরাশী-স্কুলের ছাত্র পাঠ প্রস্তুত করিতে না পারিলে শিক্ষককে বলিয়া থাকে, "মহাশয় আমার পাঠ মুখস্থ হয় নাই।" শিক্ষকের কোপ নিবারণের জন্য ধার করিয়া দুই এক বিন্দু চক্ষের জলও ফেলিয়া থাকে। ইংরেজ বালক এমন স্থলে আড়ম্বর অর্থাৎ পেঁচাও কথা ব্যবহার করে, যথা,—"মহাশয় রুষ্ট হইবেন না, আমার ভয় হইতেছে আমার পাঠ প্রস্তুত হয় নাই," অথবা "আমার বোধ হয় না আমার পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে"। সে কোন বিষয়ের নিশ্চিত উত্তর দিতে জানে না। যদি সে কখন কোন বিশেষ কারণ বশত নিশ্চিত উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার সাহস দেখে কে? এক দিন এক খর্ব্ব বালক আমার পরিচিত কোন অধ্যাপককে বলে, "আমি অনুবাদ করিতে পারি নাই, কারণ গতরাত্রে আমার পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছে," শিক্ষক উত্তর দিলেন "আচ্ছা, তোমাকে এবার মাপ করা গেল, কিন্তু তোমার পিতামহীকে বলিও যেন এরূপ ঘটনা আর না ঘটে।" আর একবার কোন ছাত্র অশুদ্ধ, অসংলগ্ন ও উদ্ভট কথাপূর্ণ একটা লেখা আনিয়া অধ্যাপককে দেখায়; আমার বন্ধু তাহা দেখিয়া উত্তর দেন, "আজি প্রাতে তুমি যে লেখা আনিয়াছ তাহা বড় লজ্জাস্কর।" ছাত্র উত্তর করিল, "মহাশয়, সেটা আমার দোষ নহে, বাবার কেমন অভ্যাস আমাকে না দেখাইয়া দিলেই নহে।"

কোন গণ্যমান্য ফরাশী অধ্যাপক আমাকে এক দিন বলেন যে, ইংল্যাণ্ডে একশ্রেণীর বালক আছে, যাহারা কখন ফরাশী ভাষা শিখিতে পারিবে না। তাহারা পূত ধর্ম্মধ্বজীদের সন্তান ও বড় খল প্রকৃতি; তাহারা গৃহে কখন গলা খুলিয়া কথা কহে না,

ফুস ফুস পর্য্যন্ত তাহাদের কথা কহিবার সীমা। ফরাশী ভাষা সরল ও সুস্পষ্ট, সে সুস্পষ্ট ও সরল ভাষা তাহাদের গলায় বাধিয়া কখন সদারুদ্ধদন্ত অথবা কষ্টমুক্ত অধরোষ্ঠ পার হয় না। অনিশ্চিত, দ্বিভাব, গলার আটকান পদ তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত, যে পদ কেবল ইংরেজী ভাষাতেই সম্ভবে। তিনি আর এক দিন বলিলেন, "কোন শ্রেণীর পরীক্ষা লইবার সময় আমি ছাত্রদের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া যাই এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি কোন্ কোন্ বালক ভাল উত্তর দিবে, কোন্ কোন্ বালক জিজ্ঞাসা করিলে ফরাশীতে উত্তর দিবে? তাহাদের চেহারায় কুটিলতা দেখিতে পাই না। তাহারা তোমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে চেষ্টা করে না। যাহারা বক্রভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এবং যাহাদিগকে কেমন স্বচ্ছন্দতা শূন্য বলিয়া বোধ হয়, নিশ্চয় জানিও তাহাদের নিকট হইতে কখন ফরাশীতে উত্তর পাইবে না।"

ইংরেজী ভাষায় কমবেশী ৪৩ সহস্র শব্দ, তাহার মধ্যে ২৯ সহস্র লাটিন ১৪ সহস্র টিউটনিক মূলক। লাটিন শব্দ প্রায়ই একাবেক ইংরেজী ভাষায় গৃহিত হয় নাই, প্রথমে ফরাশী পরিচ্ছদ পরিয়া পরে ইংরেজীতে মিশিয়াছে। এই জন্যে জার্ম্মাণ অপেক্ষা ইংরেজের পক্ষে ফরাশী ভাষা সহজ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা না হইয়া জার্ম্মাণেরা ইংরেজ অপেক্ষা অনেক ভাল ফরাশী বলে।

ইংল্যাণ্ডে ফরাশী ভাষা শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। পৃথিবীর মধ্যে যে দুই জাতি বুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভাষা ও বংশানুক্রমে পূর্ব্ব হইতে সংযুক্ত, সেই দুই জাতির

উচিত, পরস্পরকে ভাল করিয়া জানা ও বুঝা। আশা করা যাইতে পারে এবং সে আশা সঙ্গত যে, যে দুই জাতি এক্ষণে পরস্পরকে সম্মান করে, তাহারা অনতিদীর্ঘ কাল পরে সেই সম্মানকে প্রণয়ে পরিণত করিবে—যে প্রণয় নিন্দাবাদ বা পার্থিব কোন ক্ষমতা দ্বারা কখন স্পন্দিত হইবে না।

ইংল্যাণ্ডে ফরাশী

ফরাশী উপনিবেশ—ফরাশী সমাজ।

ইংল্যাণ্ডে প্রায় ৩০ সহস্র ফরাশীর বাস এবং তাহাদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি হইতেছে।

অধিক দিন নহে, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই মহানগরবাসী ফরাশীরা পরস্পরের বিষয় প্রায় কিছুই সন্ধান রাখিত না। ইংল্যাণ্ডে যে সকল ফরাশী বাস করেন, তাহাদের সাহায্যের জন্য লণ্ডনে এক ফরাশী দূত বাস করেন, তিনিও ফরাশী সংবাদ রাখা দূরে থাকুক, ফরাশী বলিয়া পরিচয় দিলেও লোককে নিজ আবাসে প্রবেশ করিতে দিতেন না।

সকলেই বিদেশে গমন করিয়া একা থাকিতে ভাল বাসে। কণ্টিনেণ্ট অর্থাৎ ইউরোপে অবস্থিতি কালে ইংরেজ স্বদেশবাসীর নিকট হইতে দূরে থাকে, নিদান পক্ষে আলাপ করিতে চাহে না, মনে মনে বিচার করে, "দেশে সে আমার কে?"

এক্ষণে ইংল্যাণ্ডবাসী ফরাশী সম্প্রদায়ের মধ্যে সে ভাব আর নাই, এক্ষণে তাহারা দলে পুরু, সংযত, ও মিলিত।

ফরাশী সদয় সমাজ, ফরাশী হাঁসপাতাল এবং অপর অপর ছোট বড় সমাজ ব্যতীত, ১৮৮০ সাল হইতে লণ্ডনে ফরাশী জাতীয় সমাজ স্থাপিত হইয়াছে একণে প্রায় সহস্রাধিক লোক ইহার সভ্য।

ইহার নিয়মাবলী হইতে নিম্নলিখিত কথা উদ্ধৃত করিতেছিঃ— লণ্ডনে ফরাশী সম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতি ও ব্যবসা-বিস্তারবশত ফরাশী জাতীয় সমাজের অভিপ্রায় যে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকৃতিকে এক সমিতিবদ্ধ করণোপযোগী নিয়ম এবং সমিতির সভ্যদের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতা ও সহৃদয়তা রক্ষণ-ক্ষম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হউক।

"(১) ইংল্যাণ্ডবাসী ফরাশীদের সাহায্যের নিমিত্ত ফরাশী জাতীয় সমিতি নামে এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

"(২) ইহার বিশেষ দৃষ্টি যাহাতে ইহার সভ্যেরা সহজে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্মানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার সাধারণ উদ্দেশ্য ফরাশী সম্প্রদায়ের হিত সংরক্ষণ এবং নীতি ও বিজ্ঞান আলোচনা।

"(৩) যে সকল সভ্যের রুচি ও ব্যবসায় এক প্রকার, তাহারা যাহাতে পরস্পরকে সহজে জানিতে পারে, তজ্জন্য তিনটি বিধি স্থাপিত হইয়াছে:—

"(১) ব্যবসা বিভাগ,—ব্যবসা বিষয় আলোচনার জন্য।

"(২) সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক বিভাগ,—ভাষা ও বিজ্ঞানোন্নতি আলোচনার জন্য।

"(৩) শিল্প বিভাগ,—শিল্প চর্চ্চার জন্য।

এই সমিতির দ্বারা বহু উপকারের সম্ভাবনা, একা যে কার্য্য করা যায় না, মিলিত হইলে তাহা সুসাধ্য হইয়া উঠে।

কেবল বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণ সমিতির উদ্দেশ্য নহে, ইহার আরও উদ্দেশ্য যাহাতে সভ্যদের হৃদয়ে মাতৃভূমির প্রতি মমতা ও অনুরাগ সদা জাগরিত থাকে—যে অনুরাগ বিদেশে স্বস্ব প্রধান ভাবে থাকিয়া তাহারা সহসা বিস্মৃত হয়। সমিতি হইতে কখন নাচ, কখন গানবাজনা, কখন অভিনয় দেওয়া হয়, এবং ভোজ প্রায়ই থাকে, যাহারা এই সকল সামাজিক সম্মিলনে যোগ দান করে, তাহারা নির্ব্বাসনের কষ্ট বিস্মৃত হয়। নির্ব্বাসন স্বেচ্ছাধীন হইলেও নির্ব্বাসন-কষ্ট প্রকৃত পক্ষে যাইবার নহে। তথাপি সম্মিলনে যোগ দান করিয়া তাহারা সময়ে সময়ে ভাবে স্বদেশে উপস্থিত হয়।

ইংরেজ বিদ্বেষী না হইয়া যাহাতে তাহারা ইংরেজ জাতির আলোচনা করে, তাহা করা উচিত। ইংল্যাণ্ডে অনেকগুলি ফরাশী আছে, ইংরাজী বস্তুর প্রতি তাহাদের এত আতঙ্ক যে শুনিলে হাসি পায়। আমি জানি এক জন ২০ বৎসর বিলাতে বাস করিতেছে, অথচ একটী ইংরেজী কথা জানেনা বলিয়া অহঙ্কার করে। আবার অন্য দিকে এমন অনেক ফরাশী আছে, যাহারা সময় পাইলেই প্রিয় মাতৃভূমির নিন্দাবাদে আনন্দ লাভ করে। তাহারা ইংরেজ দেখাইবার জন্য নাম পরিবর্ত্তন করে এবং তাহাদের এক মাত্র দুঃখ যে, তাহাদের ইংরেজী ধরণে-কাটা কাণপাট্টা নাই। এই উভয় প্রথাই বর্জ্জনীয়।

ইংলাণ্ডবাসী ফরাশীর দুইটী উদ্দেশ্য থাকা উচিত. পরিব্রাজক ব্যতীত অন্য ইংরেজ ফ্রান্স বিষয়ে অনভিজ্ঞ,

সেই অনভিজ্ঞতা দূর করা ইংলণ্ডবাসী ফরাশীর প্রথম কর্ত্তব্য। তাহার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, নিজে ইংরেজ চরিত্র, ইংরেজ সমাজ বুঝিয়া স্বদেশবাসীকে তাহা শিক্ষা দেওয়া। অনভিজ্ঞতার দুই একটি পরিচয় দি, মনোযোগ দিয়া শুন,—

ইংরেজী ভূগোল বালক বালিকাকে ফ্রান্স সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা অভ্যাস করিতে বলে—"ফ্রান্সের ব্যবসাদার স্ত্রীর উপর ব্যবসার ব্যবস্থা অর্পণ করিয়া, আপনারা পানশালা, বিচরণ ভূমি, বা অন্যান্য আমোদ স্থানে গমন করে। লম্পটতা জাতীয় লক্ষণ, তিন জন স্ত্রীলোকের মধ্যে নিদান পক্ষে একজনও অবিবাহিতা অবস্থায় মাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়, তিন জন বালকের মধ্যে নিদান পক্ষে এক জনেরও জন্মের ঠিক নাই।"

যাহা কিছু ছাপার অক্ষরে লিখিত তাহাই সত্য, এই নিয়ম অনুসারে সেই সকল অসঙ্গত বাক্য বালকেরা শাস্ত্রীয় বাক্য জ্ঞানে গ্রাস করে। ইহার ফল কি হইয়াছে শুন,—"জাতীয় স্কুলের" কোন ছাত্র এক প্রস্তাব রচনা করে, অপরিণামদর্শী নির্ব্বোধ পরীক্ষক সেই প্রস্তাব আমাকে দেখায়, আমি তাহা হইতে কয়েক ছত্র নিচে তুলিয়া দিতেছি, "ইংরেজ ব্যবসাদার সত্য পথ অবলম্বন করে, কিন্তু ফরাশী ব্যবসাদার সত্যের নিকট দিয়াও যায় না......। ফরাশী দস্যু আমাদের উপকূলে প্রতি রাত্রে এত অত্যাচর করিয়া থাকে যে, আমরা বহুব্যয়ে বহুসংখ্যক উপকূল-রক্ষক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি।" ফরাশীও এ বিষয়ে একেবারে নির্দ্দোষী নহে। কোন ইংরেজ যুবক একবার অষ্ট্রেলিয়া যাইবার উদ্যোগ করে, আমি সেই কথা একটি ফরাশী বন্ধুকে

বলি, তিনি সে কথা শুনিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠান, “কি! অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিতে যাইতেছে, অসভ্যদের সহিত বাস করা কি কখন সম্ভব?” লণ্ডনবাসী প্রধান ফরাশী-দূত ১৮৮৭ সালে ফরাশী-শিক্ষক-সমিতিতে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন, “সভ্যগণ! আমি রাজনীতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না, রাজনীতি এস্থানের উপযুক্ত নহে এবং তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমার ইচ্ছা নাই এবং অধিকারও নাই; স্বীয় অধিকারের বাহিরে না গিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের ইউরোপীয় প্রতিবাসীরা আমাদিগকে যেরূপ জানেন, আমরা যদি তাহাদিগকে সেই প্রকার জানিতাম, তাহা হইলে আমরা বহু আশাভঙ্গ ও ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতাম। আমরা প্রতিদিন ইহার প্রচুর প্রমাণ পাইতেছি এবং যদি আমা দ্বারা আপনাদের সময়ের অপব্যবহার না হয়, তাহা হইলে আপ-নাদের অনুমতি ক্রমে আমি আমার কথার অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

“সভ্যগণ! প্রতি ডাকে আমি কার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক চিঠি পত্র পাইয়া থাকি। এই সকল পত্র পাঠ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমি হতাশ হইয়া উঠি; আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, পত্র প্রেরকদিগকে সন্তুষ্ট করি, কিন্তু তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি অন্যায় কার্য্য করিতে পারি না। সেই সকল অসম্ভব কার্য্য করিতে বলায় প্রকাশ পায় যে পত্র প্রেরকেরা বিলাত ও বিলা-তের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কেহ প্রার্থনা করিতেছেন, ‘আপনি স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কোন প্রতারকের বা ঋণগ্রস্ত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া দিবেন;’

কাহারও হুকুম, হারাণ স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, বা কন্যা অনুসন্ধান করিয়া দিতে হইবে, যেন আমার হস্তে এক রেজিমেণ্ট পুলিশম্যান আছে, যাহারা তাহাদের গলদেশে বস্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক অনায়াসে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ফরাশী জাহাজে চাপাইয়া দিতে পারে। অনেকেই আমার উপর ভার দেন, লণ্ডন-রূপ গোলকধাঁধার মধ্য হইতে অনুসন্ধান করিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ধরিয়া দিতে হইবে এবং আমার প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার নাম পাঠাইয়া দেন। এক জন গণ্য মান্য লোক একবার আমার নিকট লিখিয়া পাঠান যে বিলাতের কোন অবিবাহিতা রমণীর সহিত শুভক্ষণে কোন সাগরতীর-বর্ত্তী স্থানে তাহার প্রথম মিলন হয়, সেই রমণীকে অনুসন্ধান করিয়া দিতে হইবে। সে দিন এই প্রকার আর একটি ঘটনা হয়। কোন ভদ্র পরিবার হইতে এক ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়েন, তাহারা অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, সেই নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া দিতে হইবে এবং আমার সুবিধার জন্য বলিয়া দিলেন যে সে ব্যক্তি আমার সৈন্যদলভুক্ত হইয়া কোন একটি উপনিবেশে কার্য্য করিতেছে।”

ফরাশী জাতীয় সমিতির দৃষ্টান্তে আর একটি জাতীয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিলাতবাসী ফরাশী শিক্ষকদের জাতীয় সমিতি। বিশ্ববিদ্যালয় ও গণ্য মান্য সাধারণ স্থানে ফরাশী ভাষা ও ফরাশী গ্রন্থের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই সুপণ্ডিত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-শিক্ষক ব্যতীত আরও অনেক পণ্ডিত ফরাশী শিক্ষক আছেন, যাঁহাদের অবস্থা বা পদ এমন নহে যে তাঁহারা সাধারণের দৃষ্টিগোচরে পতিত

হয়েন। সেই জন্য তাঁহারা নানা জাতীয় জাল-ফরাশী শিক্ষকদের মধ্যে পরিগণিত হইয়া মনোবেদনা পান ও কষ্টে কালযাপন করেন।

লণ্ডনের কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নব্য অধ্যাপক, পণ্ডিত নামের উপযুক্ত সমগ্র ফরাশী শিক্ষকমণ্ডলী একত্র করিয়া এক সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য, ফরাশী অধ্যাপনার সংশোধন ও উন্নতি করা এবং বিলাতে ফরাশী ভাষার জ্ঞান বিস্তার করা; এবং দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও ব্যাধিগ্রস্ত শিক্ষকদের অর্থ-সাহায্য ও পেনশন জন্য এক ধন ভাণ্ডার স্থাপন করা। ভিক্টর হিউগো এই নব সমিতির অবৈতনিক সভাপতি এবং পণ্ডিত ও অপরাপর প্রসিদ্ধ কৃতবিদ্য ফরাশী কমিটির অবৈনতিক সভ্য।

এই সকল সভা সমিতির কথা শুনিলে বোধ হইতে পারে যে, ফরাশী সম্প্রদায়ের সমগ্র অভাব পূরণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। আরও একটী অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে স্কুল নাই। লণ্ডনবাসী ফরাশীরা ইংরেজি স্কুলে তাহাদের পুত্র কন্যা পাঠাইতে বাধ্য। তাহাদের মধ্যে অনেকে ইংরেজ রমণী বিবাহ করে। তাহাদের দ্বিজাতীয় সন্তান সন্ততি দেশের প্রতি প্রায় মমতাবিহীন, এমন কি অনেকে মাতৃভাষায় কথা কহিতেও অক্ষম। পিতা মাতারা ক্রমে এই অভাব বুঝিতেছে এবং তাহা পূরণের জন্য ফরাশী ও ইংরেজি উভয় ভাষা শিক্ষা প্রদানোপযোগী স্কুলের আবশ্যক বিবেচনা করিতেছে।

— —

লণ্ডনে রবিবার

লণ্ডনে রবিবার—অপূর্ব্ব দৃশ্য—ছাতা ও ছড়ির প্রভেদ—রাজপথে ধর্ম্ম-প্রচার—বালকের ক্রীড়া নিষেধ—বিস্মার্ক রবিবারে শীষ দিয়াছিলেন।

বিলাতের রাজধানী লণ্ডন নগরকে যদি কখন ভুলিতে না চাও, তবে কোন এক রবিবারে—বিশ্রাম বারে—লণ্ডন দেখিতে আসিও; বিশেষ, যে রবিবারে পূর্ব্ব দিক হইতে মৃদুমন্দ ঝুর্‌ঝুরে বাতাস বহিবে, সেই দিন অবশ্য অবশ্য আসিও।

কি দেখিবে? আজ বৃন্দাবন ভোঁ ভাঁ—সে ষোল শত গোপিনী নাই, সে সাধের চাঁদের হাট নাই, দোকানশ্রেণী বন্ধ, রাজপথ বিজন,—সহর শ্মশানবৎ! ধূমলবর্ণ অট্টালিকারাজি এবং ধূমল আকাশ একত্রে মিশ্রিত; উপরে, নীচে যে দিকে তাকাও, সেই এক ঘেয়ে ধূমবর্ণ! ধোঁয়া রঙ তোমার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে জড়ীভূত করিয়া তুলে।

তবে কি পথে কেহই নাই? আছে বৈ কি। কোন স্থানে দেখিবে, কতকগুলা চুয়াড় অসভ্য-ইংরেজ তামাকের নল মুখে করিয়া মদের দোকানের কাছে ধুস ধুস্ ধুঁয়া উড়াইতেছে—কেহ বা আড্‌ডা ঘরের প্রাচীরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—আর মনে মনে বলিতেছে, কখন আড্‌ডার দরজা খুলে! এই সকল মহাত্মাদের তৃষ্ণা নিবারণার্থ, রবিবার বেলা ১ টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত, আড্‌ডা ঘরের দরজা খোলা থাকে—সুরাস্রোত প্রবল বেগে বহিতে থাকে।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় গির্জ্জার—ধর্ম্ম মন্দিরের,—ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল। আবার এক নূতন দৃশ্য দেখ,—

ইংরেজ ধর্ম্মমন্দিরে চলিয়াছেন; বুড়াবুড়ি, যুবক যুবতী, ছেলে মেয়ে সকলেরই হাতে তিনখানি পুস্তক—(১) বাইবেল, (২) উপাসনাগ্রন্থ, ও (৩) স্তোত্রপুস্তক। এরূপ ভাবে একবারে তিনখানি পুস্তক লইয়া যাওয়া এখানে একটা ফ্যাশন,—এক রকম বাহার! এই পুস্তকত্রয় বহন করিতে কেহই ভার বোধ করে না; অধিক দূরও বহিতে হয় না,—আড্ডাঘরের ন্যায় গির্জ্জারও এখানে অপ্রতুল নাই—প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে এক একটা গির্জ্জা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রবিবার বড় মজার দিন! জনবুলের চরিত্র আজি বিকশিত, সমাজের গূঢ় তত্ত্ব আজি প্রস্ফুটিত! এক দিকে বারাঙ্গনা-সহচরী সুরা-ভৈরবী রাজত্ব করিতেছেন, অপর দিকে ধর্ম্মের অবতারগণ ধর্ম্মসিংহাসনে বসিয়া ধর্ম্মবাক্য ঘোষণা করিতেছেন; এক দিকে নরকের অনন্ত গহ্বর, অপর দিকে স্বর্গের উচ্চ সিঁড়ি—এক দিকে হলাহল, অপর দিকে অমৃত;—ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের দুইটি দোকান দুদিকে সাজান,—তোমার যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাও!—এ কাণ্ড দেখিতে বড় বাহার!

আজি গির্জ্জার ভিতর প্রবেশ করিব না। বেলা একটার সময় এক দফা গির্জ্জার উপাসনা ভাঙ্গিল। ইংরেজ প্রধান ভোজের জন্য গৃহে আসিলেন। একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত। অন্যদিন প্রধান-ভোজ সন্ধ্যাবেলা হয়; কিন্তু আজি গির্জ্জা ভাঙ্গিবার পরই সে কাজ।

সন্ধ্যার উপাসনা ৭টার সময় আরম্ভ। ইংরেজ এই প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনার মধ্যের সময়টুকু—১ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত—ঘুমাইয়া লইলেন। কোন কোন গৃহস্থবাড়ীতে দেখিবে,

কর্ত্তা-গিন্নি আরাম-চৌকীতে আধ-শোয়া ভাবে বসিয়া দুচারিটা বাদাম ও দুএক গ্লাস মদ খাইতেছেন ; ছেলে পিলেরা বাইবেল লইয়া খেলা করিতেছে, ও তাহার রাঙা মলাটে কামড় দিতেছে। সাধারণত রবিবারে পরস্পরের সহিত দেখা শুনা করিতে যাওয়ার ব্যাপার বন্ধ। তবে যদি খৃষ্টান না হও, তুমি বাহিরে বেড়াও—কে তোমায় নিষেধ করিবে ?

একদিন রবিবারে, আমি কোন এক ইংরেজ পরিবারের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি ; কথা প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিলাম, আইস আজ আমরা বেড়াইতে যাই। এক জনের মত হইল। বাহিরে যাইবার সময় আমার ছড়ি হাতে দেখিয়া ইংরেজ বন্ধুটী বলিলেন, "ছাতি লউন, রবিবারে ছড়ি লওয়াটা ভাল দেখায় না" বুচুনী-টুপি ও ছাতি না লইলে রবিবারে ভদ্রতা,—ইজ্জত—রক্ষা হয় না।

রাস্তায় বাহির হইলে দেখিবে, বাইবেল সোসাইটীর এজেন্টেরা বাইবেলের অংশ বিশেষ ছাপাইয়া এক খানা ছাপান কাগজ প্রত্যেক রাহীর হাতে দিতেছে ; সেই কাগজটুকরা হাতে দিয়া মনে করিতেছে, বুঝি পথিকের আজি মুক্তিপথ পরিষ্কৃত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে লোক জ্বালাতন হইয়া উঠে, - লোকের পথ চলা দায় হয়। গাড়িতে, 'ব্যসে,' ষ্টীমারে, রাস্তায় সর্ব্বত্রই রবিবারে এই ব্যাপার চলিতেছে। খানিক ক্ষণ পথ চলিলে ২০।২৫ খানা ঐ রকম কাগজ হাতে আসিবে;—পকেটে ধরে না, হাতে ধরে না। বিব্রত হইয়া আপন কাজে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছ—তথাচ তোমাকে কাগজ লইতে হইবে ! যতক্ষণ না লইবে, ততক্ষণ সেই পাদ্‌রী তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিবে। "ধন্যবাদ" দিয়া তাহাদের হাত হইতে কাগজ লইয়া দুই পা গিয়াই তাহা দূরে নিক্ষেপ করা, বুদ্ধিমানের কাজ। বিলাতে কি অধর্ম্মের স্রোত অধিক প্রবল?—তাই কি ধর্ম্মবীজ ছড়াইবার জন্য পাদ্‌রীরা এত ব্যস্ত? কিন্তু এরূপ আড়ম্বরে, এ দোকানদারীতে—লোকের মন ধর্ম্মের দিকে ফিরে কি না, সে পক্ষে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে! আর যাঁহারা পথে পথে পথিকের গায়ে এই ধর্ম্মবীজ ছড়াইতেছেন,—তাঁহারা পেশাদার ধার্ম্মিক,—মাহিনা পান, ধর্ম্মকর্ম্ম করেন;—কিন্তু অর্থসাহায্যে ধার্ম্মিক সাজা বড়ই কঠিন ব্যাপার! সেরূপ ধার্ম্মিক দেখিলে ভক্তি হয় না, কথা মিষ্ট লাগে না, কার্য্য কুটিল বলিয়া বোধ হয়।

এক দিন রাজপথে একটা পাদ্‌রী আমাকে পাইয়া বসে। বাবাজী আরম্ভ করিলেন, "মহাশয়! ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সকলের অনুতাপ করা উচিত।" আমি বলিলাম, "এ কথা মনে করিয়া দিবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দি, কিন্তু আমি ইহা ভুলি নাই।" বাবাজী আবার বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনি বিদেশী, এ দেশে থাকিতে থাকিতে মুক্তি লাভের চেষ্টাটা একবার করুন না কেন? যদি অনুমতি করেন ত মুক্তির উপায় বলিয়া দি।" আমি বলিলাম, "বাপু, তোমার নিকট কি স্বর্গের দ্বারের কাটী? লোককে জ্বালাতন করা কি তোমাদের ব্যবসা? আমি বিব্রত হইয়া আপন কাজে যাইতেছি,—এখন কি মুক্তি লাভের সময়? এমন পথে পথে মুক্তিলাভ, হাতে হাতে স্বর্গ ত কোথাও শুনি নাই? পথ ছাড়—কাজে যাই; আর জ্বালাতন করিও না।"

তথাপি এই অসহায় গরীবকে সেই ধর্ম্মের অব তার পাদ্রী ছাড়িল না,—অঙ্গভঙ্গি মুখভঙ্গি নয়নভঙ্গি করিয়া, কখন মৃদুহাসি হাসিয়া, কখন ছল ছল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, আমাকে বুঝাইতে লাগিল। আমি তাহাকে শেষে বলিলাম, “বাপু, তুমি একাজের জন্য কত মাহিনা পাও, বল দেখি?” পাদ্রীজী বলিলেন, আমাকে এ নরলোকে বিদ্রুপ করুন ক্ষতি নাই,—শেষে দেবলোকে দেখা যাইবে, কাহার কোন্ দিকে গতি হয়? বিচারের সেই শেষ দিন আবার অনন্ত সমক্ষে আপনার সহিত দেখা হইবে।”—আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার এইরূপ দিন স্থির করিয়া বাবাজী চলিয়া গেলেন।

রাজপথের স্থানে স্থানে দেখিবে, পাঁচ ছয় জন ধর্ম্মপ্রচারক দুই একটী কুমারী লইয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। যাহার সরল পবিত্র হৃদয়, ইহ সংসারে কোন মানবের জন্য উৎসর্গ করিবার কখন সুবিধা হয় নাই—কুমারীর সেই দয়ার আধার হৃদয়, এই উপলক্ষে ঈশ্বরের পথে উৎসর্গীকৃত হইতেছে। ইহাঁদের প্রচার মন্ত্র এক ভাবের, সুর এক ধেয়ে, যথা,—“হে প্রিয় ভ্রাতৃবর্গ! মৃত্যু সন্নিকট, তোমরা মৃত্যু সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছ কি?” এই বীজ মন্ত্র যেখানে ঘোষিত হইতেছে, সেখানে লোক অমনি সারি গাঁপিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লণ্ডনের রাস্তায়, বৃষ্টি পড়িল কিনা সন্দেহ,—অমনি এক হাঁটু কাদা হয়,—সেইরূপ একটু হুজুগ হইলেই অমনি সহস্র লোক পাইপ-মুখে দিয়া দাঁড়াইয়া যায়।

এ দিকে আবার সুরাপাননিবারণী সভার লোক বাহির হইয়া মুটে মজুর দেখিলেই বলিতেছে, "শুন, আমার তোমাকে কিছু বলিবার আছে, মন দিয়া শুন,—তুমি প্রত্যহ টাকা লইয়া আড্ডাধারীর নিকটে গিয়া মাতাল হও,—কেমন, হও কিনা? তোমার স্ত্রী পরিবার অনাহারে মরিতেছে; আর আড্ডাধারী তোমার পয়সায় মজা করিয়া মাংস রুটী খাইতেছে; তোমার ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া জামার পানে একবার তাকাইয়া দেখ! আমিও তোমার মত মুটে মজুর,—কিন্তু আমার কেমন পোষাক দেখ! এখনি আমি বাটী যাইয়া দেখিব, আমার গৃহিণী আমার জন্য কত সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! তোমায় আমায় এত প্রভেদ কেন? আমি জলপান করি, তুমি বিষ-জল খাও"। মদ্যপায়ীদিগকে এইরূপ বিরক্ত করিলে তাহারা চটিয়া উঠে না, তাহারা বেশ মজার উত্তর দেয়। তাহারা হাসিতে হাসিতে বলে, "ওহে বাপু বৃদ্ধ, তোমার ভাল লাগে জল খাও, আমি তোমার স্বস্তি পানার্থ মদের দোকানে চলিলাম" তবে কোন কোন লোক্‌কে সুরাপান নিবারণী সভার খাতায় নাম লেখাইতেও দেখিয়াছি।

রবিবার দিন বিলাতে বাইবেল অথবা বীয়ার (সুরা বিশেষ), দেবতা অথবা অপদেবতা, এই দুই পথ খোলা, অন্যপথ বন্ধ; এই বিষমতার দেশে এই দুই পথ ভিন্ন মাঝামাঝি কোন একটা পথ নাই। লণ্ডন নগরের কোন একটি ভদ্র পল্লীতে ২৫টি ভজনালয় ও ৩৫টি মাড্ডাঘর আছে। ১৮৮২ সালের ২৬ শে নবেম্বর তারিখে প্রাতঃকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৮ টা

পর্য্যন্ত, ৫ হাজার ৫ শত ৭০ জন লোক ভজনালয়ে ও ৫ হাজার ৫ শত ৯১ জন লোক অড্ডাঘরে প্রবেশ করে। সরকারী পুস্তক হইতে এই হিসাব সংগৃহিত হইল।

রবিবার দিন বালকদেরও খেলা বন্ধ। এক দিন ৬।৭ বৎসরের দুইটি শিশু রাজপথে নেবু লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। একটি ভদ্রলোক তাহাদের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিল। রবিবার দিন ক্রীড়া করা, এ বড় বিষম কথা! বৃদ্ধা কুমারীরা এই দিন অতি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করেন; মহাশত্রুর সন্তানও যেন সে দিন তাঁহাদের হস্তে পতিত না হয়!!

রেলওয়ে ষ্টেশন, লোকের বাড়ী, যেখানে যাও, দেখিবে বসিবার গৃহের প্রাচীরে বাইবেলের বচন বড় বড় ছাপা অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অপর স্থানের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্য যে সকল নির্জ্জনতম স্থান ব্যবহার করে, তাহার সম্মুখে "ঈশ্বর তোমাকে দেখিতেছেন" বা "বিলম্ব করিও না, ঈশ্বর তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন," বাইবেলের এই সকল বচন লিখিত দেখিবে। যে দিকে ফিরিবে, সেই দিকেই বাইবেল, বাইবেল স্থান অস্থান সর্ব্বত্রই।

বৃদ্ধ জার্ম্মাণ মন্ত্রী বিস্মার্ক এক দিন রবিবার জাহাজ হইতে নামিয়া হল নামক বিলাতী নগরে পদার্পণ করেন। সেই তাঁহার প্রথম বিলাত দর্শন। রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে তিনি শীষ দিতেছিলেন। একজন ইংরেজ তাঁহাকে পথিমধ্যে থামাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া শীষ দেওয়া বন্ধ করুন"। "শীষ বন্ধ করিতে হইবে। কেন, অপরাধ?" ইংরেজ উত্তর

করিলেন, "রবিবার দিন শীষ দেওয়া নিষেধ।" বিস্‌মার্ক তৎক্ষণাৎ হল ছাড়িয়া এডিনবরা (স্কটল্যাণ্ড দেশে) নগরে যাত্রা করিলেন। রবিবারের কঠোর নিয়ম পালন ভয়ে, বিস্‌মার্ক বিলাত ছাড়িয়া স্কটল্যাণ্ডে গমন করিলেন, ব্যাঘ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়া সিংহের উদরে পতিত হইলেন !! যে স্কটল্যাণ্ড জন নক্সের জন্মভূমি ও পূতধর্ম্ম-ধ্বজীদের কেন্দ্র, বিসমার্ক বিলাত ছাড়িয়া সেই স্কটল্যাণ্ডে রবিবার কাটাইতে গমন করিলেন !! তথায় কি প্রকারে রবিবার কাটাইয়াছিলেন, বিস্‌মার্ক সে কথার উল্লেখ করেন নাই।

থিয়েটার

উনবিংশতাব্দিতে সেক্ষপিয়ারের দেশের থিয়েটার—ড্রুরিলেন থিয়েটার,—সারে থিয়েটার,—লাইসিয়ম থিয়েটার,—শ্রীমতী মোজেস্কা ও শ্রীমতী সার্তারে—রণহার্ট—শ্রীমতী ল্যাংট্রি এবং ইয়াংকি।

আজকালি ইংল্যাণ্ডে থিয়েটারের অতি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে। যে দেশে সেক্ষপিয়ারের জন্ম, শত শত উপন্যাসলেখক ও সুকবি যে দেশের গর্ব্ব, সে দেশে এই বিষম দৃশ্য কি করিয়া সম্ভবে?

ইহাতে শ্রোতৃবর্গের যে কতক দোষ আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই; তাহারা অভিনয়কৌশলবিচারে বিচক্ষণ হইয়াও প্রকাশ্যে তাহা দেখায় না। থিয়েটারে বসিয়া প্রশংসা ধ্বনি করা,

তাহাদের মতে বে-আদবি, নিন্দাবাদ করা আরও গর্হিত। আমি শুনিয়াছি, অভিনেতৃবর্গ সময়ে সময়ে বেতালে বেসুরে গান গাহিতেছে, কিন্তু শ্রোতৃবর্গ তাহাতে টুঁশব্দটি মাত্র করিতেছে না। অভিনেতা চেষ্টা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে সন্তুষ্ট করিতে অক্ষম হইলে, জনবুল তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করে এবং স্বীয় মহৎ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ক্ষমা করে।

জন আপনাকে অভিনয়ের ঘটনা-চক্রে নিক্ষেপ করে না; ইহা অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, সে ভাব জন ভুলিতে পারে না। যে অভিনেতা ভাবের সহিত গান গাহিল এবং অভিনয়ে অন্তরের সহিত যোগ দান করিল, সে অভিনেতা তাহার চক্ষে বড় পরিহাসের স্থল, তাহার বিবেচনায় সে অভি-নেতা যাত্রার দলের সামান্য ছোকরা। জীবিকা উপায়ের জন্য, চাকুরির জন্য তাহারা আত্মা বিক্রয় করিয়াছে, জন সে ভাব কখন ভুলিতে পারে না। ইটালি দেশে নায়কের ভ্রম হইলে, শ্রোতৃবর্গ তাহা সংশোধন করিয়া, ভুল সুরের পরিবর্ত্তে ঠিক সুর ধরাইয়া দেয়, কিন্তু বিলাতে তাহা বে-আদবি।

নিম্ন শ্রেণীর ইংরেজ থিয়েটারের কিছুই জানে না এবং অভিনয় দেখিতে কখন যায়ও না। বিলাতে ফরাশী দেশের ন্যায় শ্রমজীবীদিগকে অপেরা বা যাত্রার সুর বা গীত ভাঁজিতে, অথবা সেই সুরে শীষ দিতে কখন শুনিবে না; ফরাশী দেশের ন্যায় ইংল্যাণ্ডে তাহাদের আপন আপন প্রিয় অভিনেতা নাই। নীচ শ্রেণীর লোক মজুরি করে, মদে টাকা উড়ায় এবং দীনাশ্রম বা নর্দ্দামায় মরিয়া থাকে, জীবদ্দশায় গীত বাদ্য বা শিল্পের অস্তিত্ব একবার স্বপ্নেও দেখে না। মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোক

থিয়েটার ভক্ত নহে। বড় লোক কেবল সময় কাটাইতে ও হাই তুলিয়া চুয়াল ভাঙ্গিতে তথায় যাইয়া থাকে। জ্ঞানী লোক গৃহের বাহিরে যায় না। থিয়েটার গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি থিয়েটারের অধিকারী, সেই প্রায় প্রধান অভিনেতা, আর কেহ তাহাকে সাহায্য করে না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট থিয়েটারেও কেবল দুই জন প্রধান অভিনেতাই ভাল অথবা চলনসই, অপর সকলে অপদার্থ। ইংল্যাণ্ডে ফরাশী দেশের ন্যায় অভিনয় শিখিবার স্কুল নাই। অভিনেতার শিক্ষানবীশি অবস্থাও সাধারণের সমক্ষে কাটিয়া থাকে। সাধারণে তজ্জন্য বিরক্তি পকাশ করে না।

ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে কৃতবিদ্য লোক নাটক লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিতে চেষ্টা করে না। রাজ-কবি টেনিশন এক নাটক ও দুই প্রহসন রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বড় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

সাধারণের কোন্ দিকে রুচি, অভিনেতারা তাহা বেশ বুঝে। তাহারা প্রায় স্বরচিত নাটক অভিনয় করে। অনেক সময় ফরাশী নাটকের অনুবাদ স্বরচিত বলিয়া চলিয়া যায়; ফরাশী নাটক হস্তপদ-বিহীন হইয়া ইংল্যাণ্ডে পুনরুদিত হয়, এবং কি অবস্থায় যে তাহারা পুনরুদিত হয়, তাহা বুঝিতেই পার।

কতক গুলি নাটক যথার্থই তাহাদের স্বরচিত। কি টোপে জন্‌বুল মৎস্য ধরা পড়ে, তাহা দেখিতে চাহ কি? ১৮৮২ সালের অক্টোবর মাসের সংবাদপত্র হইতে ড্রুরিলেন থিয়েটারের বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি। নাটকের নাম "প্লাক্":—

"প্লাকের উনসপ্ততিতম অভিনয়।

"প্লাক্—তামাসার সার।

"প্লাক্—সিন দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে।

"প্লাক্—অতিশয় হর্ষ।

"প্লাক্—অতিশয় বিষাদ।

"প্লাক্—এরূপ আর কখন দেখা যায় নাই।

"প্লাক্—তিন ঘণ্টা মধ্যে সমাপ্ত।

— — —

"প্লাকের উনসপ্ততিতম অভিনয়।

"প্রকৃত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে।

"শতবার করতালির গগনস্পর্শীনী ধ্বনি।

"দুই শত হাসির রোল।

"চমৎকার ফল।

"এ বৎসরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

এই বিজ্ঞাপনের সব কথা সত্য, কিন্তু এই বিবরণ সম্পূর্ণ নহে। যে ব্যক্তি এই রূপ বিজ্ঞাপন দেয়, সেই ব্যক্তিই সংবাদপত্রের সাহায্যে ব্রিটনবাসীর নিকট নিম্ন প্রকারে স্বীয় গুণের বিচার প্রার্থনা করে:—সৎ অসৎ সকল পুরুষ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, পণ্ডিত অপণ্ডিত সকল স্ত্রীলোক, আমার অভিনয় দেখিতে আইস। যে অভিনেতারা চোর, ডাকাত ও গলাকাটাকে নাটকের শেষ ভাগে ভাবুক বীর পুরুষে পরিণত করে এবং মরিবার সময় তাহাদের মুখ হইতে নিরীহতাপূর্ণ প্রলাপ বাক্য বাহির করায় আমি তাহাদের পথ অনুসরণ করিব না; আমি দেখাইয়াছি, পাপ প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাবাদ কিছু দিনের জন্য

জয়ী হইয়াও অবশেষে কি প্রকারে ইহলোকে তাহাদের প্রায়-শ্চিত্ত হয়। আপনারা আমার উপর যে বিশ্বাস ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেই বিশ্বাস ও দায়িত্বের উপযুক্ত পাত্র হইবার জন্য পূর্ব্ববৎ চেষ্টা করিব। আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে জাতীয় থিয়েটারের শির্ষস্থান অধিকারী ডুরিলেন থিয়েটার নীতিশিক্ষার স্থান হইয়াছে।”

এই বিজ্ঞাপন ইনোর ফুট সন্টকে হারাইয়া দিয়াছে। এই একখানি নাটকে, নরহত্যা ও ডাকাতি ব্যতীত একটি রেল সংক্রান্ত দুর্ঘটনা, একটি অগ্নিকাণ্ড, একটি ঝড় এবং এক ব্যাঙ্কলুট ও সেই ব্যাঙ্কের জানালা চূর্ণ বিচূর্ণ ঘটনা প্রদর্শিত।

সাবাস মিষ্টর অগষ্টস্‌! ধন্য দর্শকবৃন্দ!

ইহাতে কি লোকের বিরক্তি হয় না?

এই প্রকার আর একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। সরে্য থিয়েটারের বিজ্ঞাপন :—

“সরে্য থিয়েটার” : — গত শনিবার পাঁচ হাজার লোক প্রবেশ করিতে পারে নাই ; প্রবেশ করিতে না পারায় রাস্তায় এরূপ লোকের ভীড় হয় যে গাড়ি ঘোড়া চলা বন্ধ হয়। সৌভাগ্যক্রমে যাহারা স্থান পাইয়াছিল, অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দর্শনে এত সাগ্রহ হইয়াছিলেন যে, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। তাহাদের মুখমণ্ডলে একবার আনন্দ লিখিত হইতে লাগিল, আবার পর ক্ষণেই আনন্দের স্থানে বিষাদ উপস্থিত। ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পতন, ইহার পূর্ব্বে আর কোন থিয়েটারে এরূপ অভিনীত হয় নাই।

একটুকু পরেই লিখিত ; “এরূপ নৃশংস, ভীষণ, শোণিত-

প্রবাহরোধকরী, ভয়ঙ্কর, অমানুষী, অদৃষ্টপূর্ব্ব, রচনাময়, দয়াপূর্ণ, আসুরিক, মনমোহন, চিত্রাকর্ষণ, চিত্রবিপ্রকর্ষণ অভিনয় আর কখন হয় নাই, অথবা হইতে পারে লোকে কল্পনাও করিতে পারে না। ঠিক সাড়ে সাত ঘটিকার সময় কভেণ্ট গার্ডেন ও ড্রুরিলেন এই দুই থিয়েটারে গ্রীষ্ম কয় মাস পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নায়ক নায়িকাদিগের সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। লণ্ডনে কতক গুলি চিন্তাশীল থিয়েটারও আছে, এই দুই থিয়েটারই বিদেশীয় অপেরা রচনাকারীদের রচনা প্রথমে অভিনীত হয়।

ইংরেজী থিয়েটারের মধ্যে লাইসিম থিয়েটারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার প্রধান অভিনেতা হেন্‌রি আরভিং প্রকৃত গুণী লোক। তিনি তাঁহার নিজের অংশ প্রকৃত মনযোগের সহিত আলোচনা করেন। নাটকাভিনয়ে তাঁহার বেশ হাত। সেক্‌সপিয়র লইয়া ইংরেজী সংবাদপত্র সময়ে সময়ে তাঁহার উপর কর্কশ সমালোচনা করে সত্য, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, ইংরেজী রঙ্গক্ষেত্রে আর্ভিং সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং গ্যারিক, কীন, ক্যোম্বল ও মেক্রেডির একমাত্র উপযুক্ত শিষ্য।

শেরিডান দুই খানি প্রসিদ্ধ হাস্যরস-প্রধান নাটক লিখিয়াছেন যথা School for Scandal এবং The Rivals; কিন্তু তাঁহার আর ভাল নাটক নাই।

যদিও ইংল্যাণ্ড বিষমতার দেশ, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক সেক্সপীয়রের কল্পনা ও রচনার সহিত জাতীয় নাটকের যুগপৎ জন্ম ও পতন হইল। কোথায় কবিশ্রেষ্ঠ

সেক্সপীয়র, অননুকরণীয়, অগম্য, দেবতা-নির্ব্বিশেষ, আর তাহার পর কোথায় সব ফাঁক। কার্লাইল ঠিক কথাই বলিয়াছেন, "ভারত রাজ্য থাকুক, আর নাই থাকুক, আমারা সেক্সপীয়র ত্যাগ করিতে পারিব না। ভারত রাজ্য এক দিন না এক দিন যাইবে, কিন্তু সেক্সপীয়র যাইবার নহে, চির কাল আমাদের থাকিবে, আমরা সেক্সপীয়র ত্যাগ করিতে পারিব না।"

বিগত তিন বৎসর উৎকৃষ্ট ফরাশী অভিনেতৃবর্গ জুন মাসে Gaiety Theatre-এ অভিনয় করিতে ইংল্যাণ্ডে আগমন করে, তাহাদের অভিনয় দেখিতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়ে। জনবুল ফরাশী অভিনয়ের মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যখন এক গিনী দর্শনী দিয়াছি, তখন বিন্দুবিসর্গ বুঝি আর নাই বুঝি আমোদ করিবই করিব, ইহাই জনের ব্যবস্থা। নিম্নলিখিত ঘটনা এই কথার প্রমাণ দিতেছে।

শ্রীমতী মোজেস্কা পোল্যাণ্ড দেশীয় নারী অভিনেতা, কোর্ট থিয়েটারে কতকগুলি অংশ অতি নিপুণতার সহিত অভিনয় করিলে পর এক দিন লণ্ডনের এক বিশাল বৈঠকে অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। মাতৃভাষায় অর্থাৎ পোলিষ ভাষায় কোন পদ্য আবৃত্তি করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন।

"তাহা হইলে আপনারা আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনারা আমাকে বুঝিতে পারেন।" বৈঠকের লোক তাঁহাকে এত জেদ করিয়া ধরিল যে, তিনি অবশেষে অগত্যা স্বীকার করিলেন এবং ভীষণ ভাব অবলম্বন

পূর্ব্বক পোলিষ ভাষায় কিছু কিছু আবৃত্তি করিলেন। জন ও জনের অতিথিমণ্ডলী একেবারে ভাবে গদ গদ। পর দিবস সকলেই জানিতে পারিল, শ্রীমতী মেজেস্কা এক হইতে এক শত, কেবল এই কয়েকটি সংখ্যা আবৃত্তি করিয়াছিলেন মাত্র।

প্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রীমতী সারা বেরেণহার্ট কিছু দিন গত হইল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হয়েন। এক দিন ব্লাকপুল নামক এক স্থানে গান বাজনা হইবার কথা সব স্থির, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার গলায় বেদনা হয়। সারা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গিয়া জানাইলেন, "আজি রাত্রে আমি সঙ্গীত আলাপ করিতে পারিব না। সর্দ্দিতে আমার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" থিয়েটারের ম্যানেজার উত্তর করিল, "তাহাতে ক্ষতি কি? লোকে আপনাকে দেখিতে চাহে; আপনার কথা কহিবার আবশ্যক নাই। কেবল মুখভঙ্গি করিবেন তাহা হইলেই লোক সন্তুষ্ট হইবে।" শ্রীমতী সারা উত্তর করিলেন, "আমি শং নহি, আমি নায়িকা।" সারা বড় একরোকা, যাহা ধরেন তাহা ছাড়েন না। সে রাত্রে সঙ্গীত আলাপও করিলেন না। রঙ্গভূমে বাহিরও হইলেন না। ম্যানেজারের আশা ভঙ্গ হইল।

শ্রীমতী ল্যাংট্রী এক জন উচ্চ সমাজভুক্ত রমণী এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ সুন্দরী—এ প্রশংসা বড় সামান্য কথা নহে। তিনি ১৮৮৩ সালের প্রারম্ভে অভিনেতৃ জীবন অবলম্বন করেন, এবং ইংল্যাণ্ডে দশ বার কি বার বার সঙ্গীত আলাপ করিয়া—দেখা দিয়া বলিলে আরও ঠিক হয়—মার্কিন দেশে যাত্রা করেন। মার্কিন দেশের সকল সংবাদপত্র

বলিতে লাগিল "রঙ্গভূমির প্রকৃত গুণ তাহাতে নাই," কিন্তু তথাপি তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবার জন্ত থিয়েটারে ভাঙ্গিয়া পড়িত এবং কুড়ি পঁচিশ টাকা দিয়াও থিয়েটারের উৎকৃষ্ট স্থানের টিকিট্ কিনিতে কষ্ট বোধ করিত না। তাঁহার আমেরিকা যাত্রার লাভালাভের বিশেষ বিবরণ টেলিগ্রাফ দ্বারা ইংরেজী সংবাদ পত্রে বাহির হইত। যুবরাজ ও যুবরাজসহধর্ম্মিণী তাঁহার নিকট বিজয় সম্ভাষণ প্রেরণ করিতেন। ইহার মধ্যে মজার কথা এই, এদিকে অভূতপূর্ব্ব দর্শনী সত্ত্বেও শ্রীমতি লেংট্রির থিয়েটার লোকে লোকারণ্য, আর ওদিকে সেই দেশেই প্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রীমতী আদেনিলা পাটীর থিয়েটার ভেঁা ভেঁা—লোক নাই, তাঁহার সঙ্গীতালাপ অরণ্যে রোদন।

যবনিকা উত্তোলনের পূর্ব্বে ফরাশী থিয়েটারে ঘন গম্ভীর তিনটা ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়, ইংরেজী থিয়েটারে সেরূপ কোন প্রথা নাই। ইংল্যাণ্ডে প্রতি অঙ্কের পরে পোল্কা বা কোয়াড্রিল গত শ্রবণরূপ দণ্ড সহ্য করিতে হয়, কিন্তু থিয়েটারের অনুচরবর্গ নীচ আনুগত্য দ্বারা বিরক্ত করে না, এ উভয় পাপের মধ্যে আমার মতে গত শ্রবণ ভাল। কারণ প্রথমত টিকিট কিনিবার সময় ইহার মূল্য ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ত থিয়েটারে গত ভাঁজা চলুক না কেন, তুমি অনায়াসে উঠিয়া গিয়া ধূমপান করিতে পার। ইংরেজ থিয়েটারের আর একটা গুণ, প্রতি অঙ্কের পরে অতি অল্পই বিরাম, কাজে কাজেই রাত্রি ১১ টার সময় গৃহে ফিরিয়া শয়ন করিতে পারা যায়।

———

নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

পিয়ানো—বৈঠকীগান বাজনা—অরেটোরিও—
বা নাম-সঙ্কীর্ত্তন—গীত বাদ্যের মহোৎসব।

লণ্ডনের সামান্য চামারের গৃহেও একটি পিয়ানো দেখিতে পাইবে। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? কেহই পিয়ানো রীতিমত বাজাইতে জানে না। পারিসের ন্যায় বিলাতের লোক যদি সচরাচর ভাড়াটিয়া গৃহে বাস করিত, তাহা হইলে তাহারা পিয়ানোর জ্বালায় পাগল হইয়া উঠিত, তাহা হইলে পাগলা গারদে স্থান কুলাইত কি না সন্দেহ! কিন্তু রক্ষা, সকলেরই আপন আপন গৃহ আছে এবং সেই জন্য এরোগের বড় প্রাদুর্ভাব নাই।

স্ত্রীলোক মাত্রেই পিয়ানো বাজাইতে পারে। কিন্তু কোন গৃহস্থের বাটীতে দেখিলাম না কোন পরিণতবয়স্কা রমণী বা কোন যুবতী কন্যা প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞের ন্যায় বাজাইতে পারে, তাহাদের বাদ্যে কিছুমাত্র ভাব নাই। সঙ্গীত অধ্যাপনা ও রচনাপটু আমার কোন ফরাশী বন্ধু, লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মহিলা-বিদ্যালয়ে পিয়ানো শিক্ষা দান করেন। তিনি একদা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর নিকট অনুযোগ করিলেন যে, তাঁহার ছাত্রদের বাদ্যে হাব ভাবের অভাব, সে অভাব কিসে দূর হইতে পারে? রমণী সকরুণ হাস্যে উত্তর দিলেন, "মহাশয়! শিক্ষা নবীশদিগকে ভাব শিক্ষা দিবার জন্য আপনি নিযুক্ত হন নাই।"

সঙ্গীত সম্বন্ধেও এইরূপ মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর গলা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু গলা থাকিলে কি হইবে

তাহাদের সঙ্গীতে হৃদয় আকৃষ্ট হয় না, মন ভেজে না, তাহাদের সঙ্গীত কেবল গলাবাজী মাত্র। সঙ্গীতের সময় কোন অঙ্গের চালনা নাই, মুখ অচল অটল; কেবল স্বর-যন্ত্রের তাড়না দেখিতে পাওয়া যায়, যেন কলে সঙ্গীত হইতেছে, মনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

এক দিবস সন্ধ্যার সময় আমি কোন বৈঠকে উপস্থিত আছি, জনৈক নবীনা রমণীকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করা হইল, তিনি ইটালি গিয়া কিছুদিন সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। রমণী প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচনাকুশলা আর্থার সলিভান কৃত একটি সুন্দর গান বেশ হাব-ভাবের সহিত গাহিলেন।

আমার পার্শ্বস্থ কোন রমণীকে বলিলাম, "এই নবীনা সুন্দর গাহিতে পারেন।"

পার্শ্বস্থ রমণী নাক তুলিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ—হাঁ, কিন্তু তাঁহার অঙ্গ ভঙ্গি, চক্ ঘোরাণ ও বুকে হাত দেওয়া দেখিলে হাসি পায়। এরূপ অঙ্গ ভঙ্গি বড় রুচিবিগর্হিত; লোকে মনে করিতে পারে যে, তিনি অভিনয় করিয়া থাকেন।"

বৈঠকে কি হইয়া থাকে, ইংরেজ তাহা বেশ অবগত আছে। বৈঠকী গীত বাদ্যে তাহাদের এত ভক্তি যে যেই মাত্র পিয়ানোতে ঘা পড়িল, অমনি চতুর্দ্দিকে গল্প আরম্ভ হইল;—পিয়ানোর ঘা যেন গল্পের সঙ্কেত। আবার যেমনি একটা গত শেষ হইল, অমনি সকলে গল্প ত্যাগ করিয়া বাদ্যকরকে ধন্যবাদ দিয়া আপ্যায়িত করিল।

জাতিজ্ঞান কুশল "পঞ্চানন্দ" বৈঠকী গীত বাদ্য সম্বন্ধে

একটা বেশ সরস টীকা করিয়াছেন। কোন বিশিষ্ট জার্ম্মাণ বাদ্যকর পিয়ানোতে একটা গত বাজাইতেছেন, এমন সময় সকলকে গল্পাশক্ত দেখিয়া তিনি বাদ্য বন্ধ করিয়া গৃহ-কর্ত্রীকে বলিলেন, "ভরসা করি, আমি আপনাদের গল্পের পথে কণ্টক হইতেছি না, আমি ত আপনাদের গল্পে প্রতিবন্ধক হইতেছি না?"

গৃহকর্ত্রী উত্তর করিলেন, "না, না, সেকি? আপনি যেমন বাজাইতেছেন, তেমনি বাজান।"

সাধারণ কনসার্টের গীত বাদ্য অতি উৎকৃষ্ট রকমের। পৃথিবীর সমস্ত উৎকৃষ্ট গায়কের গায়না লণ্ডনে শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রিষ্টাল প্রাসাদের বিশাল যন্ত্র-বাদ্য (Orchestra) নিখুত ও নির্দ্দোষ। সেণ্ট জেম্‌স্‌ হল, আলবর্ট হল, কভেণ্ট গার্ডন, ফ্লোরাল হল প্রভৃতি স্থানের সাধারণ কনসার্টে যে সকল পৌরাণিক গীত বাদ্য হয়, তাহার তুলনা নাই। তাহাতে শ্রীমতী পাটি, নিল্‌সন, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকার সঙ্গীত শুনিতে পাইবে। জন্‌বুল সাধারণ কনসার্টে বড় মনোযোগী, তদ্‌গত চিত্তে তাহা শ্রবণ করে। তবে তুমি যদি বল, জনবুল বৈঠকী গান বাজনা শ্রবণ করে না কেন, তাহার কারণ আছে। এই সকল সাধারণ কনসার্টে জনকে এক গিনি বা অর্দ্ধগিনি দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিতে হয় এবং যে সকল বিষয়ে রীতিমত অর্থ ব্যয় হয়, জন কেবল সেই গুলিকেই আদর করিতে জানে।

ইংল্যাণ্ডে বাইবেল-গীতি বা নাম, সংকীর্ত্তনের খুব প্রাদুর্ভাব; জনবুল এই প্রকার সঙ্গীত ভাল বাসে; বাইবেল

অবলম্বন করিয়া যে সকল গান বাঁধা, জনের তাহা বড় প্রিয়। ষ্টল-(থিয়েটারের সম্মুখস্থ উৎকৃষ্ট স্থানের ইংরেজী নাম) আসীন জনের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে জন চক্ষু মুদিয়া অচল অটল ভাবে উপবিষ্ট, পাছে নাম সঙ্কীর্ত্তন শুনিবার বাধা ঘটে। জনের সুখের সীমা নাই। জন যেন গীর্জ্জায় উপস্থিত। পরলোকে তাহার জন্য যে সুখ সম্ভোগ প্রস্তুত, নাম সঙ্কীর্ত্তন সেই সুখসম্ভোগের উপক্রমণিকা। পরলোকে গমন করিয়া জন যে স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিবে, নাম-সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে জন ইহলোকে সেই সুখের নমুনা প্রাপ্ত হন। ক্রিষ্টাল প্রাসাদে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সময় পাঁচ হাজার লোক একত্রে সমস্বরে গান করে; লোকের সংখ্যা যত অধিক, জন তাহাতে তত সন্তুষ্ট। আমি একদিন এক নাম-সঙ্কীর্ত্তন সভায় বসিয়া আছি, আমার নিকটবর্ত্তী এক ইংরেজ বলিয়া উঠিল "ইটালিবাসীরা সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ বটে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, ইংরেজ গায়ক না হইলে অরেটোরিও বা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে কেহ জানে না।" আমরাও তাহাই মত, Pastry-র সহিত যেমন Paste-এর সম্পর্ক, মধুর সহিত যেমন মোমের সম্পর্ক, ইটালিবাসী গায়কের সহিত ইংরেজ গায়কের ঠিক সেইরূপ সম্পর্ক।

কোন কোন নাম সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে ভাল ভাল পদ শুনিতে পাওয়া যায়; খ্যাতনামা সঙ্গীত-পণ্ডিতগণ সেই সকল সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলি রচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু লণ্ডনের কুজ্ঝটিকার কি আশ্চর্য্য গুণ, পণ্ডিত-রচিত পদাবলীও যেন বিষাদময় ও তমসাচ্ছাদিত। তিন ঘটা কি সাড়ে তিন ঘণ্টা মধ্যে ইংরাজী

নাম সঙ্কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া যায়। ব্রিষ্টল, হেরিফোর্ড, লীড্‌স, বার্মিংহ্যাম প্রভৃতি নগরে পর্ব্ব উপলক্ষে এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রতিদিন নাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে; সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া, বাইবেলের সকল অংশ লইয়াই নাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। যত দিন না সমস্ত বাইবেল সুর-বাঁধা গীতে পরিণত হইতেছে, তত দিন ইংরেজ সুখী হইতেছে না।

বিলাতী পঞ্চানন্দ

সংবাদপত্র—বিজ্ঞাপন—সংবাদপত্র ব্যবসায়ী—টাইম্স—পঞ্চ,—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা—ইংরেজী শাস্ত্র ও উপন্যাস -শিল্পী—গ্যারাভ ডোরো।

একা লণ্ডন নগরে ৩৫০ খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৫০ খানি ধর্ম্মসংক্রান্ত,—যথা খৃষ্টান, খৃষ্টান জগৎ, খৃষ্টান-দূত, খৃষ্টান-যুগ, খৃষ্টান-সমালোচক, খৃষ্টান-সম্বৎ, খৃষ্টান-জীবন, খৃষ্টান সমিতি, খৃষ্টান-বার্ত্তা,—বুঝি শব্দাম্বুধিতে আর কুলায় না।

ডেলিনিউজ, ষ্টাণ্ডার্ড এবং ডেলি টেলিগ্রাফ নামক সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রাতে প্রায় সকলের হস্তে দেখিবে। দুই পয়সা ব্যয় করিতে পারিলেই এই ক্ষুদ্র উপভোগ সকলেরই হস্তগত। তাহাদের প্রত্যেকেরই আটখানি করিয়া সুবৃহৎ পৃষ্ঠা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় সাত হইতে আটটি স্তম্ভ। ৮ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫ পৃষ্ঠায় কেবল বিজ্ঞাপন, কারণ এ দেশে বিজ্ঞাপন দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়। অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে

বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহা সাধারণকে জানাইতে, বিশ্ববিদ্যালয়ও নিয়ম অনুসারে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করিতেছি।

"লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ শূন্য, বেতন অত; পদ-প্রার্থীদিগকে অমুক তারিখের পূর্ব্বে সার্টিফিকেট সহ আবেদন করিতে হইবে।"

অধ্যাপক, সংবাদ পত্র লেখক, গ্রন্থকার, শিক্ষয়িত্রী, পাচিকা, এমন কি নাগর গণও আপন আপন বিশ্বাসঘাতকী নাগরীর জন্য বা চটুল প্রণয়িনীর জন্য সংবাদ পত্রের সাহায্য গ্রহণ করে। লোকের চক্ষু আকর্ষণ করিবার জন্য, নাগর নাগরীর বিজ্ঞাপন প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের শীরোদেশে স্থান প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি নাগর নাগরীর কাতরোক্তি পূর্ণ বিজ্ঞাপন নিচে তুলিয়া দিতেছিঃ—"অমুক অমুকের প্রতি বলিতেছে, হে হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমাকে আর সন্দেহের উপর রাখিও না, আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছি; গতানুশোচনা বৃথা, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিতেছি এবং তোমার মুখারবিন্দ উদ্দেশে চুম্বন করিতেছি, আইস আর বিলম্ব করিও না"। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনট তত রমণীয় নহে, "আমার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া সাক্ষাৎ করিলে না কেন? আমি তোমাকে দেখিবার জন্য মৃতপ্রায়। সেই ঠিকানায় পোষ্টাল অর্ডার পাঠাইও।"

যে সকল দৈনিক সংবাদপত্রের কথা বলিতেছি, তাহা অতি বিশাল ব্যাপার। কেবল সংবাদদাতার পত্র ও টেলিগ্রাফের যে ব্যয়, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহা

ধরিলে ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রের সহিত ইউরোপের সংবাদপত্রের তুলনাই হয় না। ইউরোপে এক এক সংবাদপত্র এক এক লোকের রাজনীতি ও মতামত প্রকাশ করে, সাধারণের বা কোন সম্প্রদায়ের মত প্রকাশ করে না। ইংল্যাণ্ডের ষ্টাণ্ডার্ড সংবাদপত্র কনসারভেটিভ সম্প্রদায় এবং ডেলিনিউস লিবারেল সম্প্রদায়ের মুখপত্র। এই সকল ইংরেজী সংবাদপত্রে যে সকল সংবাদদাতার পত্র ও টেলিগ্রাফ প্রকাশ হয়, তাহা অতি উচ্চ দরের—ফরাশী পত্রিকার সহিত তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু ইংরেজী সংবাদপত্রে ফরাশী সংবাদপত্রের ন্যায় সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হয় না। ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রবন্ধ নির্জীব, নিস্তেজ—যেন আধ্‌মরা।

ইংল্যাণ্ডে সংবাদপত্রের অদ্ভুত ক্ষমতা, ধন্য স্বাধীন মুদ্রা-যন্ত্র! স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রই ইহার মূল। ফরাশীদেশের ন্যায় ইংল্যাণ্ডে সংবাদপত্র সম্পাদকের কোন ক্ষমতা নাই,—ক্ষমতা কেবল সংবাদপত্রের। ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রবন্ধে নাম স্বাক্ষর থাকে না এবং সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ব্যতীত কে কোন্ প্রবন্ধ লিখিল, তাহা কেহ জানে না এবং জানিবার ইচ্ছাও করে না। টাইম্স সমগ্র সংবাদপত্রের রাজা। ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া ইহার কলেবর, তন্মধ্যে ১১ পৃষ্ঠা কেবল বিজ্ঞাপনপূর্ণ; প্রতিদিন প্রাতে ইহা প্রকাশিত হয়; মূল্য তিন পেনী বা নয় পয়সা। ইহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি নামে যতদূর, কার্য্যে তত দূর নহে; ইহা কোন বিশেষ রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র নহে। আমার কোন বন্ধু বলেন, যে দিকে বায়ু বহিল, এই স্থবির ফেচ্‌ফেচে সংবাদপত্র সেই দিকেই উড়িল। দেখিবে

প্রতিদিন প্রাতে দক্ষিণ, বাম নির্ব্বিশেষে ইহা আপন কালকূট উদ্গীরণ করিতে থাকে— যে কালকূটের ভয়ে সমস্ত ইউরোপের সংবাদপত্র তটস্থ হইয়া রব করিতে থাকে, "টাইম্স ইহা বলিতেছে, টাইম্সের ইহা মত।" বিজ্ঞাপন ও পুলিস সংবাদে ইহার কলেবর পূর্ণ। ইহার প্রধান দর্প এই যে, ইউরোপীয় সমগ্র রাজকীয় মন্ত্রিসমাজের গুপ্ত পরামর্শে তাহার প্রবেশাধিকার আছে। অর্থ সঞ্চয় ভিন্ন ইহার অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাই, এবং যদি কোন সম্প্রদায়ের হিত সাধনা ইহার রত হয়, তাহা নগরের ধনী লোকের। টাইম্স সংবাদপত্র পাঠ করা যেন একটা মহা সম্মানের কথা, ইংল্যাণ্ডে এক সম্প্রদায় লোক আছে, যাহারা সমাজে গণ্য মান্য হইবার অভিলাষে পাঠ গৃহে, ক্লবে ও অপরাপর সাধারণ স্থানে টাইম্স পত্রিকার বিজ্ঞাপন নির্নিমেশ লোচনে আলোচনা করে। ইহা ব্যতীত আর কেহ এই বিদ্বেষ পূর্ণ, গর্ব্বিত, পেন্‌পেনে, জরাগ্রস্ত সেকেলে সংবাদপত্র পাঠ করে না।

পঞ্চ নামক পত্রিকা সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হয়; ইহা রঙ্গ তামাসায় পরিপূর্ণ; সুরুচি অতিক্রম না করিয়াও কি প্রকারের বঙ্গরসের অবতারণা করা যায়, ইহাতে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। পরিহাস উক্তিগুলি অতি প্রসংশনীয় এবং তাহার আর এক বিশেষ গুণ যে, ঢাকা ঢাকি করিতে হয় না, মাতা কন্যাকে তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারে। যে কোন সংখ্যা সম্মুখে পাইলাম, তাহা হইতে একটি অংশ তুলিয়া দিতেছি। কোন ফুট্ ফুটে ছোট বালিকা পিতার টাক ভয়ানক রূপ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া বলিল, "বাবা, আমার বোধ

হইতেছে, তুমি এখনও বড় হইতেছ, এখনও তোমার বাড় শেষ হয় নাই।” “কেন মা? তুমি কিসে বুঝিলে আমি বড় হইতেছি?” বালিকা উত্তর করিল, “কেন তোমার চুলের মধ্য দিয়া মাথা বাহির হইতেছে।” আর একটি পরিহাস-উক্তির বিষয় বলিতেছি। যে সময় লর্ড বেকন্সফিল্ড রাজ-মন্ত্রী, তখন জানজিবারের সুলতান লণ্ডনে আনীত হন। সুলতান যখন স্বদেশ ফিরিয়া যান, তখন লর্ড বেকন্সফিল্ড তাঁহাকে বলিলেন, “মহারাজ! এক্ষণে দেখিয়া চলিলেন সভ্য জাতি কি প্রকার; আমি আশা করি, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আপনি দাস-ব্যবসা দমনের আজ্ঞা প্রচার করিবেন।” সুলতান উত্তর দিলেন, “হে বন্ধুপ্রবর! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সাধন করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব; কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলিয়া রাখি, সেখানে কনসারভেটিভ (রক্ষণশীল) সম্প্রদায়ের বড় প্রভুত্ব।”

প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞদিগকে লক্ষ করিয়া কি রঙ্গ রসই না পঞ্চে প্রকাশিত হয়! ইহা পঞ্চের প্রধান পুঁজি এবং কি সুন্দর রূপেই না পঞ্চ সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করে। পঞ্চ মস্করা-বাজ-রূপে স্বেচ্ছাভিমত সকল প্রকার কথাই সকলকে বলিয়া থাকে; তাহার নির্দ্দোষ ব্যঙ্গোক্তিকে কেহই কুভাবে গ্রহণ করে না।

ইংল্যাণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের অসীম স্বাধীনতা। সংবাদপত্রে সকল বিষয়েরই সমালোচনা ও দোষ গুণ বিচার হইয়া থাকে; তাহারা যে সময়ে সময়ে স্পষ্টরূপে তীব্র ভাষা ব্যবহার করে না, তাহা বলা যায় না। দণ্ডাজ্ঞা কি সদয়, কি নির্দ্দয়, রাজনীতি,

শাসন সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী, সমস্ত বিষয়ই তীব্র সমালোচনার অপ্রশস্ত মার্গ দিয়া সাধারণে প্রকাশিত হয়। বিচারালয়ের কোন বিচার বা নিষ্পত্তি, দৈববাণীবৎ অকাট্য বলিয়া ধরিয়া লইবার আবশ্যক হয় না। সাধারণের মতামতই সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়। আমার বোধ হয় না ইংল্যাণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দমন জন্য কেহ কখন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন; স্বায়ত্ত-প্রধান দেশে প্রজা প্রভুত্বের সহিত স্বাধীন মুদ্রা যন্ত্রের অতি নিকট সম্পর্ক। মুদ্রাযন্ত্রে লোকের কুৎসা বা অপবাদ, ধরিতে গেলে, একবারে নাই। সংবাদপত্র স্তম্ভে যে সকল অপবাদ ঘোষিত হয়, প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার বিচার হইয়া দণ্ড হয়।

ইংল্যাণ্ডে সকলেই পড়িতে ও লিখিতে পারে। দেখিবে তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ গ্রাম্য চাষারেরও একটী ক্ষুদ্র পুস্তকালয়, অথবা নিদানপক্ষে তাহার সামান্য বসিবার ঘরের টেবিলে দু দশ খানি পুস্তক সাজান আছে। লণ্ডনের ইতর লোকের কথা বলিতেছি না, তাহারা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত, তাহাদের তুলনা পৃথিবীর আর কুত্রাপি পাইবে না। ফরাশী দেশে প্রতি শ্রম-জীবী-পত্নী গৃহে এক এক খণ্ড পুরাতন আরাধনা পুস্তক রাখিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা লাটিন ভাষায় লিখিত বলিয়া তাহাতে তাহার কোন উপকার নাই? কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সেই সকল লোকের গৃহে সরল ভাষায় লিখিত এক এক খানি বাইবেল দেখিবে। সকলেই তাহা পড়িয়াছে এবং পুনর্ব্বার পড়িবে।

ফরাশী দেশে মধ্যশ্রেণী লোকের মধ্যে পুস্তকের অভাব বড় অধিক। শ্রমজীবী লোক "সংবাদ-সংগ্রহ" ও "পিটি জুরণা"

নামক পত্রিকায় যে সকল চিত্রবিনোদন চুট্‌কি উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাহা পড়িয়াই পরিতুষ্ট। সচরাচর নগরবাসীদেরও তাহাই পাঠ্য। উপরে বলিয়াছি, সকল ইংরেজেরই পুস্তকালয় আছে; ইহা ব্যতীত তাহারা প্রায় সকলেই কোন না কোন সাধারণ পুস্তকাগারে বাৎসরিক এক এক গীনি চাঁদা দিয়া যত ইচ্ছা উপন্যাস লইয়া পাঠ করিয়া থাকে।

গত তিন শত বৎসর মধ্যে ইংলণ্ড পর্য্যায়ক্রমে যে সকল সাহিত্য-রত্ন প্রসব করিয়াছে, তাহা কেবল গ্রীস ও ফ্রান্সই বিদ্বেষ না করিয়া প্রশংসা করিতে পারে। কবিজগতে চসার, অমর সেক্ষপিয়ার, স্পেন্সার, মার্লো, বেন্ জন্‌সন, গভীর নাদী সমস্বর স্রষ্টা মিল্‌টন, ডারউইন, প্রায়র, পোপ, গ্যে, ইয়ং, টমসন, বর্ন্স, টমাস মুর, ওয়ালটার স্কট, কুপার, বাইরণ, শেলী, কীট্‌স, টেনিসন; ইতিহাস ও বিজ্ঞান জগতে বেকন, লক্, গিবন, নিউটন, অ্যাডিসন, সুইফ্‌ট, গোল্ডস্মিথ, স্যামুয়েল জন্‌সন, হিউম, স্মলেট, বর্ক, হ্যালাম, ম্যাকলে, গ্রোট, কার্‌লায়ল; উপন্যাস জগতে—ফিল্‌ডিং, ষ্টার্ণ, কুপার, ওয়াল্টার স্কট, লিটন, ডিজ্‌রেলি, চার্লস ডিকেন্‌স, থ্যাকারে, শার্লট ব্রন্‌টে, জর্জ্জ এলিয়ট্‌ ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক এন্সওয়ার্থ ও আন্‌টনি ট্রলপ সেদিন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বোধ হইতেছে যেন ইংল্যাণ্ডে এখন কিছু দিনের জন্য বিশ্রামের কাল পড়িবে, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি অবনতির কাল পড়ে, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়। সেক্সপিয়ার যে উচ্চ আসনে উঠিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের পক্ষে আর সম্ভব নয় বলিয়া বোধ হয় না।

মিল্টন অমিত্র ছন্দের অঙ্গ পূর্ণ করিয়া নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই ঈশ্বর দূত চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। জার্ম্মাণ দেশে—গেটে, শিলার ; ইটালি দেশে—টাসো, আরিষ্টো, ও ডান্টে ; ফরাশী দেশে কর্‌ণ্যে,—রুস্যো, মলিয়্যে, ভলটেয়্যার ও ভিক্টর হুগো ; প্রাচীন গ্রীসদেশে হোমার, এস্‌কিলস্‌, ইউরিপিডিজ ও সফক্লিজ। এই সকল সাহিত্য রত্ন গণের যে দেব যোনিতে আবির্ভাব তাহার আর সন্দেহ নাই। যিশুখৃষ্টের ন্যায় তাঁহারা ঈশ্বর আদেশ লইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই আদেশ পালন করিয়া তাঁহারা মর্ত্ত ভূমি হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আর আসিবেন না।

আধুনিক ইংরেজী উপন্যাস ফরাশী উপন্যাসের ন্যায় অসম্ভবের চিত্র নহে। ইহা দৈনন্দিন জীবনের প্রকৃত চিত্র। থ্যাকারে—ইংরেজের ব্যালজাক্‌—উচ্চ শ্রেণী, এবং অসমকক্ষ ডিকেন্স মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর লোক চিত্রিত করিয়াছেন। জর্জ এলিয়ট মানব-হৃদয় ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনে ইংরেজের সকল কথাই বলিয়াছেন, বলিবার প্রায় আর কিছু বাকি নাই। ইংল্যাণ্ডে তরলমতি যুবকের হস্তে উপন্যাস অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে তাহার মনোবিকার জন্মে না। অধিকাংশ ইংরেজী উপন্যাসের এমন একটা নীতিময় ভাব যে, পুত্র কন্যার উপন্যাস পাঠের উপর পিতা মাতাকে প্রায় হস্তক্ষেপ করিতে হয় না। বালক নিঃশঙ্কচিত্তে স্কুলে উপন্যাস লইয়া যাইতে পারে। তাহার ভয় হয় না, ইহা স্কুলে বাজে আপ্ত হইবে। ফরাশী দেশে যদি কোন বালকের নিকট ডুমা বা সাটিয়ার কোন উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে

তৎক্ষণাৎ স্কুল হইতে তাড়িত হয় এবং কেহ তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে না।

ইংরেজ শিল্পপ্রিয় এবং শিল্প বিষয়ে পারদর্শী। তাহারা যেরূপ নিসর্গপূজক, তাহাতে তাহারা অন্যরূপ হইতে পারে না। যশোয়া রেণল্ডস্, টর্নার, হোগার্থ এবং লাণ্ডসিয়ার প্রভৃতি চিত্র-পণ্ডিত-মণ্ডলী যে ইংল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আজি কালি সেই ইংল্যাণ্ড ফ্রেডারিক লেটন, মিলে্য, আলমা টাডিমা প্রভৃতি কত শত শিল্পিরত্ন ধারণ করিতেছে।

ফ্রান্স অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডে নক্সা টানার অধিক বিস্তার। ভদ্র ইংরেজের বাটীতে পরিবারভুক্ত কোন না কোন লোকের সচিত্র ভ্রমণ বিবরণ প্রায়ই দেখিতে পাইবে। প্রত্যেক সুশিক্ষিত কন্যা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া বেশ সুন্দর নক্সা টানিতে পারে। ফরাশী দেশের পাহাড় ও উপকূলে ইংরেজ কন্যাকে তুলি ও রঙের বাটী হাতে করিয়া নক্সা টানিতে কে না দেখিয়াছে?

পেল্‌মেল্ ও বণ্ড্‌ষ্ট্রীট নামক স্থান চিত্রশালার কেন্দ্র। সেই সকল চিত্রশালা ইংরেজ সমাজের ভদ্র নর নারীর মেলা বলিলেই হয়। এই সকল চিত্রশালায় তুমি অনায়াসে এক ঘণ্টা কাল সুখে কাটাইতে পার। ডোরেয়া গ্যালারি নামক চিত্রশালায় বহুলোকের সমাগম হয়। যাহার জীবন্ত ও সতেজ চিত্র যাঁহাকে বিশ্বমান্য করিয়াছে, সেই ফরাশী শিল্পকার ডোরেয়ার প্রতি ইংল্যাণ্ডের লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তী, যিশুর স্বর্গারোহণ, প্রভৃতি কয়েক খানি তাঁহার প্রধান ধর্ম্মচিত্র। গত দশ বৎসর ধরিয়া বহু সংখ্যক লোক সেই সকল চিত্র

দেখিতে যাইতেছে। নিম্নে প্রধান প্রধান চিত্রশালার তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

Society of British Artists

City of London Society of Artists

Doré Gallery

Dramatic Fine Art Gallery

Dudley Gallery

Dulwich Gallery

French Gallery

Grosvenor Gallery

Society of Lady Artists

National Gallery

National Portrait Gallery

Royal Academy

South Kensington

Society of Painters in Water Colours

Institute of Painters in Water Colours

সম্বৎসর প্রতিদিন লোকে এই সকল চিত্রশালায় প্রবেশ করিতে পায়, ইহা ব্যতীত আরও অনেক সামান্য চিত্রশালা আছে, যাহাতে কেবল সময়ে সময়ে লোকে প্রবেশ করিতে পারে।

লাঠীর যুক্তি

বিশিষ্ট সাধারণ স্কুল-শিক্ষা—ছাত্র সমাজ—স্কুলের বীর—অঙ্গসঞ্চালনী ক্রীড়া—অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ—লজিক লেন বা ন্যায়ের পথ—লাঠীর যুক্তি।

যাহাতে বালকদের শারীরিক উন্নতি হয় এবং বালক কাল হইতে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা হয়, সকল স্কুলেরই এই দুই প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সকল স্কুলে শিক্ষিত লোকের যথেষ্ট সমাদর আছে। কিন্তু মানসিক ও শারীরিক বল থাক অগ্রে আবশ্যক। সেই জন্য ইংল্যাণ্ডে বারিক প্রণালী নাই, ছাত্রবৃন্দকে বারিকে বদ্ধ করিয়া রাখা হয় না। তৎপরিবর্ত্তে প্রচুর নির্ম্মল বায়ু সেবন খোলা মাঠ, ও স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। হিতাহিত জ্ঞান ও সাধারণ লোকের মতামত ভিন্ন বালকদের অন্য কোন প্রহরী বা ঘাটিরক্ষক নাই। প্রত্যেক ছাত্র যথা সময়ে ক্লাসে বা আহার কালে আপন আপন স্থানে আসিয়া বসিবে ইহাই নিয়ম, এবং দেখিবে ঠিক সময়ে তাহারা নিয়ম অনুসারে আপন আপন স্থানে আসিয়া বসিয়াছে। দুষ্টাচরণ করিবার কোন প্রলোভন নাই। স্কুলের সময়ের পর ইংল্যাণ্ডের ছাত্রেরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে এবং যথা ইচ্ছা যাইতে পারে। কিন্তু স্কুলগৃহে বন্দীভাবে স্থিত ফরাশী বালকেরা যদি একবার দ্বারপালকে ফাঁকি দিয়া দৌড়াইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বস্থিত তামাকের দোকান হইতে এক পয়সার তামাক কিনিয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা আপনাদিগকে উপন্যাসোক্ত প্রকৃত বীর বলিয়া গণনা করে। প্রত্যাগমনের পর তাহারা ক্ষমামাত্র যে নির্ম্ম

খোলা বায়ু সেবন করিয়া আসিল, তাহার অংশ লইতে সহপাঠীরা তাহাদের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রধান প্রধান স্থলে অর্থাৎ বড় বড় স্কুলে চুরোটক কখন দেখা যায় না।

ফরাশীদেশের ন্যায় যদি ইংল্যাণ্ডে ছাত্রদের মধ্যে তামাক খাইবার বেশী আঁটাআঁটি থাকিত, তাহা হইলে ফ্রান্সের ন্যায় ইংল্যাণ্ডেও তামাক বালকদের প্রিয় পদার্থ হইত। সেবন নিষেধ বলিয়া, ফরাশী ছাত্রদের মধ্যে তাম্রকূট এত দূর প্রিয় পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহাদের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর কর, দেখিবে তামাকের মোহিনীশক্তি কোথায় যাইবে।

ঈটন, হ্যারো, রগ্‌বি, মার্‌লবরো, ওয়েলিংটন প্রভৃতি সকল প্রধান স্কুলই পল্লিগ্রামে। সেই সকল গ্রাম ছোট ছোট সহর বলিলেই হয়। তবে চতুর্দ্দিকে বাটী আর বাটী না হইয়া উদ্যান ও খোলা মাঠ আছে। নিজ লণ্ডনে এই প্রকার কেবল পাঁচটি স্কুল আছে, যথা সেণ্টপল, ওয়েষ্টমিনিষ্টার, ক্রাইষ্ট, হস্‌পিটাল, মার্‌চেণ্টটেলার, এবং সিটি অভ লণ্ডন স্কুল; ইহার মধ্যে আবার প্রথম স্কুলটি উঠিয়া গিয়া সহরতলি কোন খোলা ময়দানে স্থাপিত হইবে শুনা যায়।

পাঁচ ছয় সহস্র টাকা বেতনভোগী হেডমাষ্টারও দুর্গম রাজ-চক্রবর্ত্তী নহে; সকলেই তাঁহার নিকট নির্ভয়ে যাইতে পারে। সকল বালকের সহিত তাঁহার পরিচয়, সকল ছাত্রের মুখ তাঁহার চেনা। ইংরেজ স্কুলে আজিও বেত্রমারা পদ্ধতি চলিত। হেডমাষ্টারের এ ক্ষমতাটি এখনও লোপ পায় নাই; বদ্‌মাইসি করিলেই ছাত্রকে এই প্রকার শাসন করা হয়। ফরাশী

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত টোন মহাশয় এক স্থানে বলেন, কোন ফরাশী স্কুলের হেডমাষ্টার ছাত্রকে বেত মারিয়া আপনার পদমর্য্যাদা হানী করিতে চাহে না। শুনিতে ইহা বেশ, কিন্তু ইংরেজ জাতি সর্ব্বাগ্রে কাজ বুঝিয়া থাকে। ফ্রান্সে সামান্য নিয়ম ভঙ্গ করিলে,ছাত্রকে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া চিরকালের জন্য তাহার ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাহাকে কেবল দুই তিন ঘা বেত মারিয়া শাসন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর কোন কথাবার্ত্তা নাই, অপরাধীর দণ্ড হইল আর সে কথা মনে রাখিবার আবশ্যক হয় না; সে কথা ছাত্রের গর্ব্ব করিবার কথা নহে সত্য, কিন্তু তাহাতে ছাত্র বিশেষ অপমান বোধও করে না। এরূপ শাসনে প্রায়ই উপকার হয়। দণ্ড পাইয়াছে বলিয়া ছাত্র চিরকালের জন্য শিক্ষকের নিকট দোষী থাকে না, সে পুনরায় শিক্ষকের সুদৃষ্টিতে পড়িয়া পূর্ব্ববৎ পড়াশুনা করিতে থাকে —যেন কিছুই ঘটে নাই।

ইংল্যাণ্ডের বড় বড় স্কুলে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নাই যে বয়ঃক্রম বা সময় অনুসারে ছাত্রদিগকে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উঠাইয়া দিতে হইবে, ফ্রান্সের ন্যায় মুড়িমুড়কির এক দর নহে, কোন ছাত্র তাহার ক্লাসের ছাত্রদের অপেক্ষা অধিক শিখিতে পারিলে, হেডমাষ্টার তাহাকে উপরের ক্লাসে উঠাইয়া দেন। ষষ্ঠবর্ষীয় শ্রেণীতে সময়ে সময়ে ১৩।১৪ বৎসরের ছাত্রও দেখিতে পাইবে। ফ্রান্সে এমন ছাত্র আছে যাহারা অঙ্ক শাস্ত্রের উচ্চ অঙ্গ অনুশীলন করিতেছে, অথচ জ্যামিতির প্রথম অধ্যায় অবগত নহে; যাহারা অলঙ্কার পাঠ করিতেছে, অথচ সামান্য শব্দরূপ করিতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে

এক এক শ্রেণীতে পঁচিশ হইতে ত্রিশের অধিক ছাত্র নহে। অল্প ছাত্র বলিয়া শিক্ষক প্রত্যেকের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন এবং সেই জন্য সকলকেই মনোযোগী হইতে হয় ও পাঠ অভ্যাস করিতে হয়।

ফরাশী স্কুলের সকল শ্রেণীতে গুটি দশেক অতি উৎকৃষ্ট, গুটিকুড়িক চলন-সই এবং গুটি পঞ্চাশেক অপকৃষ্ট ছাত্র থাকে। প্রথমোক্ত দশটি ছাত্র এতদূর মেধাবী যে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত; চলন-সই ছাত্রেরা আপন আপন পাঠ্য বিষয় কোন রকম করিয়া অভ্যাস করে; অপকৃষ্ট ছাত্রেরা কিছুই শিক্ষা করে না, সকলেই তাহাদিগকে তাচ্ছল্য করে, কেহই তাহাদের সংবাদ রাখে না, তাহারা কেবল শোভার্থ।

বিলাতে খুটি নাটি লইয়া, তুচ্ছ অপরাধ লইয়া ছাত্রদিগকে বিরক্ত বা কুপিত করা হয় না। আমার স্মরণ হয়, আমি যখন স্কুলে পড়ি, আমার পার্শ্বস্থিত কোন বালকের দোয়াত হইতে কালি লইতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; সেই অপরাধে কোন পুস্তকের পাঁচ শত ছত্র আদ্যোপান্ত আমাকে নকল করিতে হইয়াছিল।

বিলাতে বুদ্ধিমান বালকের শিক্ষার জন্য পিতা মাতার সিকি পয়সাও ব্যয় হয় না। বুদ্ধিমান বালক সহজেই বৃত্তি লাভ করিতে পারে। স্কুলের পাঠ শেষ হইলে বার্ষিক আট শত বা এক সহস্র টাকা বৃত্তি লইয়া অনায়াসে চারি বৎসর অক্স-ফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে। সেই সময়ের মধ্যে ইচ্ছা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট

হইয়া, আর একটি বৃত্তি লাভ করা তাহার পক্ষে সহজ। এই রূপে একটি বুদ্ধিমান বালক চারি পাঁচ বৎসরের জন্য মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তিরূপে পাইতে পারে। সকল সাধারণ স্কুলের আপন আপন আয় আছে। তাহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও উপর নির্ভর করে না। সেই সকল স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ নাই। ফরাশী স্কুলে মুর্খ ছাত্রকে সকলে ঘৃণা করে, কিন্তু বিলাতে তাহা নাই। বিলাতের স্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে বালক পড়াশুনায় উৎকৃষ্ট, তাহা অপেক্ষা কুস্তিগীর বালকের মান অধিক।

ঈটন স্কুল বড়লোকদের জন্য। তথায় রাজরাজ্ড়াদের পুত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান, তাহারা স্কুল-রূপ রঙ্গভূমির অধিনায়ক; ধনীলোকের পুত্রেরও মান আছে, কিন্তু বৃত্তিধারী ছাত্রেরা সকলের হেয়। বিদ্যাবুদ্ধি ধরিতে হইলে শেষোক্ত বালকেরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আবার শিক্ষকেরা বৃত্তিধারী ছাত্রগণ অপেক্ষাও হেয়। ফরাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি পায়, ফরাশী-বালক তাহাকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিলে মাথার হ্যাট উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার সম্মান রক্ষা করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু বিলাতে বুদ্ধিমান বালক অপেক্ষা কুস্তিগীর বালকের অধিক মান।

সকল স্কুলেরই আপন আপন ক্লব বা সভা আছে, যথা, কুস্তিক্লব, ফুটবল (ক্রীড়া বিশেষ) ক্লব, ক্রীকেট (ক্রীড়া বিশেষ) ক্লব ও বক্তৃতা দানের ক্লব। সকল ক্লবেরই সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ আছে। কোন অঙ্গহীন হইবার যো নাই। হেড্মাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষকগণ সেই সকল ক্লবের

অবৈতনিক সভাপতি ও প্রতিনিধি সভাপতি, তবে তাঁহারা ক্লবে বড় যান না। ছাত্রেরাই ক্লবে উপস্থিত হয়। তাহা-দের মধ্যেই এক জন সভাপতির আসন গ্রহণ করে। সেই জন্য সভায় যে কোন গোলযোগ হইবে, তাহা হয় না, সভাপতি আসন গ্রহন করিলে সকলেই নিস্তব্ধ। সম্পাদক কার্য্য বিবরণ লিখিতে থাকেন, কারণ আগামী সভা অধিবেশনের প্রথমেই তাহা পড়িতে হইবে। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়ই সভায় আলোচিত হয়। আমি এক-দিন সেণ্টপল নামক স্কুল পরিদর্শন করিতে গমন করিয়া দেখি, তথাকার ছাত্র সভার আগামী অধিবেশনে "স্ত্রীলোকের পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা উচিত কি না" এই বিষয়ের আলো-চনা হইবে। যে সকল ছাত্রেরা প্রস্তাবের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে বলিবেন, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে; সকলের বক্তৃতা শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলের সংখ্যা গণনা করেন ও সংখ্যা অনুসারে এক দলের জয় স্থির হয়। এইরূপ প্রকারে তাহারা বালক কাল হইতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে, সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করিতে শিক্ষা করে এবং অবশেষে সময় ক্রমে পার্লামেণ্টের ভূষণ হইয়া উঠে। সেই সকল ছাত্র সভায় একটি অশ্লীল বা কটু উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় না, ঘন গম্ভীর ভাবে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিক্ষকেরা স্কুল হইতে বহির্গমন করিলে সভার অধিবেশন হয়, ছাত্রদের উপর তাহাদের কোন অবিশ্বাস নাই, ছাত্রদিগকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের উপস্থিত থাকা আবশ্যক করে না। তাহাদের কার্য্য প্রণালী

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সুশাসিত দেশে যেমন দেশবাসীরা আপনা-দিগকেই আপনারা শাসন করে, ছাত্র সভাতেও সেইরূপ তাহারা আপনাদিগকে আপনারা শাসনে রাখে।

• প্রত্যেক স্কুলের এক এক খানি সংবাদপত্র আছে, উপর ক্লাসের উপযুক্ত ছাত্রগণ দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই সকল সংবাদপত্রে অনেক জানিবার কথা থাকে; স্কুলের সংবাদ, ভিন্ন ভিন্ন ক্লব অধিবেশনের বিবরণ, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, পদ্য প্রভৃতি নানা বিষয় তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্কুলের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব সকল ছাত্রই তাহা পাঠ করিয়া থাকে। যে স্থানে জীবনের এক অংশ অতি সুখে অতিবাহিত হয়, তাহার শুভাশুভ বিবরণ জানিতে কাহার না আগ্রহ হয়? ইহা দ্বারা বর্ত্তমান ও ভূত-পূর্ব্ব ছাত্রদের মধ্যে একটি নিরুরোধ সম্পর্ক রক্ষিত হয়, ও তাহাদের মধ্যে একটি সুখময় ভাব স্থাপিত হয়।

আমার বিশ্বাস, ইংরেজী স্কুলে কুস্তি ও ক্রীড়ার প্রতি অত্যধিক আদর দেখান হয়। আমার মতে কোন বিষয়েই অতিটা ভাল নহে। ঘোড়দৌড়ের ন্যায় বালক-দৌড়ের উপর বাজী ফেলিয়া, প্রতিযোগীতার পরাকাষ্ঠা দেখান আমি প্রশংসা করিতে পারি না। আমি শারীরিক বলের উন্নতি দেখিতে চাহি, কিন্তু তাই বলিয়া পেশাদারী কুস্তি বা বালক-দৌড়ের পক্ষপাতী নাহি। দৌড় দেখিতে হইলে, ঘোড়দৌড় দেখ না কেন?

ইংরেজ ছাত্রের অধিকাংশ ক্রীড়াই বিপদ জনক। ফুট-বল ক্রীড়ার কথা একবার ভাবিয়া দেখ। একটা বলের

এদিকে ওদিকে দুইদিকে ১৫জন করিয়া ভীমাকার সবল কায় ছাত্র বল্‌টিকে গাঁও ডিঙ্গাইয়া ফেলিবার জন্য পায়ে করিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে, কাহারও দাঁত ভাঙ্গিতেছে, কাহারও পঞ্জর ধসিতেছে, কাহারও চুল ছিঁড়িতেছে, কাহারও নিশ্বাস বন্ধ, কাহারও মুখ ঘর্ম্ম কর্দ্দম ও রুধিরে আপ্লুত, কেহ বা উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া আহত চক্ষুর প্রতি দৃক্‌পাৎ করিতেছে না, কিন্তু এই সকল আসুরিক বৃত্তি পরাজয়-রূপ অবমাননার নিকট অতি সামান্য। শত শত নারী পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আগ্রহের সহিত ক্রীড়া দেখিতে থাকে এবং ক্রীড়াশক্তদিগকে আনন্দ ও উৎসাহ ধ্বনি দ্বারা উৎসাহ দিতে থাকে। ছাত্র ব্যতীত বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী এবং ভদ্র-লোকগণও এই আসুরিক ক্রীড়ায় যোগ দান করে। যাহা-দের একটু বল আছে, তাহারাই বিলাতে ফুট্‌বল খেলিয়া থাকে।

ফুটবল ও ক্রিকেট এই দুইটি ইংরেজের জাতীয় ক্রীড়া। ১লা অক্টোবর হইতে ১লা এপ্রেল ফুটবল, এবং ১লা এপ্রেল হইতে ১লা অক্টোবর ক্রিকেট খেলিবার সময়। নিয়ম সকল বুঝিতে পারিলে ক্রিকেট ক্রীড়াও বেশ উৎসাহের জিনিষ এবং ফুটবল অপেক্ষা অনেক শান্ত-ধাতুর ক্রীড়া। দুই ধারে তিন তিনটা করিয়া গোঁজ গাড়িয়া এক জন একটা চামড়ার বল লইয়া এক দিকের গোঁজের নিকট দাঁড়ায়, আর এক জন ব্যাট হাতে করিয়া অন্য দিকের গোঁজের নিকট উপস্থিত হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বিপরীত দিকের গোঁজ লক্ষ্য করিয়া বল্‌টি নিক্ষেপ করে, শেষোক্ত ব্যক্তি ব্যাট দ্বারা তাহা

প্রত্যাহত করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয় এবং যে পর্য্যন্ত না বিপক্ষ দলের কোন লোক তাহা কুড়াইয়া আনিতে পারে সে পর্য্যন্ত এক দিকের গোঁজ হইতে অপর দিকের গোঁজ পর্য্যন্ত এক দুই, বা ততোধিক বার দৌড়াইতে থাকে। মোটের উপর ইহাই ক্রিকেট ক্রীড়ার সার। এই দুই ক্রীড়া লইয়া ইংরেজ-জাতি মাতোয়ারা, অন্ধ। ইহাতে বিপদ্ ঘটে সত্য, কিন্তু ফরাশী স্কুলের ছাত্রেরা যেরূপ কেবল বিদ্রোহাত্মক পুস্তক পাঠ করিয়া, অথবা অশ্লীল গল্প করিয়া সময় অতিবাহিত করে, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল।

ইংরেজী স্কুলে ছাত্রের উপর শিক্ষকের কিরূপ বিশ্বাস, তাহা দেখাইবার জন্য আমি তোমাকে দুই চারিটা উদাহরণ দিতেছি। শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রদিগকে বলিয়া থাকেন, "তোমরা কালি বাটী হইতে অনুবাদ করিয়া আনিও, শব্দাম্বুধি অথবা ব্যাকরণের সাহায্য লইও না। আমি দেখিতে চাহি, তোমরা নিজে নিজে সাহায্য বিনা কেমন অনুবাদ করিতে শিখিয়াছ।" ছাত্রের নামের চিঠি শিক্ষক কখন খুলেন না। বালক কাল হইতে গৃহে বাহিরে ছাত্রদের উপর বিশ্বাস অর্পণ করায়, ইংরেজ বালক ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতেই প্রবীন পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। বালকদের ধূর্ত্ত প্রবৃত্তি দমনের জন্য ধীর ভাব অবলম্বন করা বড় আবশ্যক। ইংরেজ চরিত্রে তাহার অভাব নাই। স্বর সপ্তমে উঠাইয়া কোপ প্রদর্শন করিলে, বালকেরা কেবল বিরক্ত হয় মাত্র, তাহাতে কোন ফল হয় না। বালকেরা যদি এক বার বুঝিতে পারে, তাহারা শিক্ষককে সহজে রাগাইতে পারে, তাহা হইলে শিক্ষ-

কের আত্ম-মর্য্যাদা রাক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া উঠে। ধীর ভাব সেই জন্য শিক্ষকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। নির্ম্মমতা ও নির্দ্দয়তার ক্ষুদ্র অবতার ছাত্রদের নিকট যে শিক্ষক আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয়, সে রূপ শোচনীয় অবস্থা জগতে আর কাহারও আছে কি না বলিতে পারি না। সে দিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম, কোন ছাত্রের বিদ্রূপ ও হঠকারিতায় এক জন শিক্ষক গুলি করিয়া আত্মঘাতী হইয়া মরিয়াছেন। আমি তাঁহার অবস্থায় পতিত হইলে, আপনাকে গুলি না করিয়া সেই বদ্‌মাইস্‌কে গুলি করিতাম।

স্কুলের এত প্রশংসা করিয়া, কি ভাষায় অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বয়ের প্রশংসা করিব তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না। বিলাতে এই দুইটি স্থানই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কেন্দ্র ভূমি। অক্সফোর্ডে সর্ব্ব সহিত ২১টি অতি পুরাতন কলেজ, প্রত্যেক কলেজের এক একটি বিজ্ঞানশালা (যাদুঘর), পুস্তকাগার, কেলীক্ষেত্র, উদ্যান, বিকশিত পত্র মণ্ডিত বিশাল তরুরাজী এবং নানাবিধ লতা বল্লরী জড়িত মন্দিরাকৃতি শিখর আছে। তুমি যে দিকে চাহ, যে বস্তু দেখ, সকলই যেন পৌরাণিক পবিত্রতা মাখান, সকলই যেন তোমার হৃদয়ে অনুশীলন, কবিতা, ও শান্তিময় নির্জ্জনতা ভাবের উদয় করিয়া দেয়। সেই সকল বিশাল ঘনপটল তরুর ছায়ায়, সেই সকল কাল-বৃদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাচীরের অন্তরালে, ইংরেজ যুবক শিক্ষা সমাপ্ত করে। এই সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কোন্ ফরাশীর মনে না নির্জীব, নির্জ্জন, কান্তিহীন, জ্যোতিহীন

ফরাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উদয় হয়? কাহার মনে না জঘন্য পল্লী ও জঘন্য গৃহবাসী ফরাশী ছাত্রদের কথা উদয় হয়?

আমি শুনিয়াছি, অক্সফোর্ড নগরে দুর্ভাগা রমণী নাই। যুবকগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় অথচ বিপদে পতিত না হয়, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ মনোযোগী। পাঠ অবসানে ছাত্রেরা ইউনিয়ান নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লবে উপস্থিত হয়। ছাত্রদের আবশ্যকীয় সকল জিনিষই তথায় সুলভ। পাঠাগার, ও বিলিয়ার্ড ক্রীড়ার আগার, পুস্তকাগার, উদ্যান, সভা-গৃহ, কিছুরই অভাব নাই। গ্রীষ্মকালে তাহারা নৌ-পরিচ্ছদ পরিধান ও আপন আপন কলেজের চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক, শত শত নৌকা ভাসাইয়া নদী পথে বাহির হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে ব্যয় কিছু অধিক হয়। বার্ষিক তিন চারি হাজার টাকার কমে এক জন ছাত্রের কোন রকমে চলে না। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বুদ্ধিমান ছাত্র কলেজ ও স্কুলের ব্যয়েই শিক্ষা সমাপ্ত করে, তাহারা যে বৃত্তি পায়, তাহাতেই তাহাদের ব্যয় কুলাইয়া যায়। এই অসমকক্ষ নগর যে সকল রত্ন ধারণ করে, এক খানি পুস্তকে তাহার বর্ণনা হয় না। একা "বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী" নামক পুস্তকাগারের কথাই দুই চারি পাতায় কুলায় না।

অক্সফোর্ড ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রম-সংস্কারের কেন্দ্র, তাহার এই দুর্নাম বা সুনাম এখনও ঘুচে নাই। প্রসিদ্ধ ইংরেজ-বক্তা জন ব্রাইট একবার বলেন, "অক্সফোর্ড লোপপ্রাপ্ত ভাষা ও অমর ভ্রম-সংস্কারের জন্য বিখ্যাত।" কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ইহা অপেক্ষা উদার, কিন্তু ইহার ন্যায় কেম্ব্রিজের মর্য্যাদা নাই।

অক্সফোর্ডই লাটিমার ও রিড্‌লীকে দগ্ধ করিয়া মারে। তাঁহাদের মৃত্যু সম্বন্ধে গ্রন্থকার ম্যাকলে বলিয়াছেন, "কেম্ব্রিজ তাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিল, এবং অক্সফোর্ড দগ্ধ করিল।" কিন্তু এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত, ম্যাকলে কেম্ব্রিজের ছাত্র।

নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা অ্যালফ্রেড দি গ্রেটের সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার কিছু পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিলাতে অপরাপর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে, যথা—লণ্ডন, ডর্‌হাম, ম্যান্‌চেষ্টার, কিন্তু তাহারা অল্পদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে, উপরিউক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বয়ের ন্যায় তাহাদের তত সুখ্যাতি নাই।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ সকল বড় বড় ইংরেজের বাল্যভূমি। এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টি হইতে বেশী বড় লোক হইয়াছে, বলা কঠিন! উভয়ের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ইংলিশ-চর্চ্চ-সম্প্রদায় ভুক্ত সকল পুরোহিত ও যাজক, হয় অক্সফোর্ড না হয় কেম্ব্রিজে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য তাহারা সকলেই সুশিক্ষিত ও অতি ভদ্র। তাহারা বিবাহ করিয়া সমাজের সুখ বর্দ্ধন করে। উচ্চশ্রেণী লোকদের মধ্যে পুরোহিতের বড় আদর। কোন নবীনা রমণীকে পছন্দ করিয়া তাহার গলায় ফুলের মালা দিলেই, সেই রমণী তাহার হইল।

উপরিউক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বয় বৎসরে একবার লণ্ডন নগরবাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের আনন্দ

বৰ্দ্ধন করে। যে উপলক্ষে লণ্ডনে তাহাদের সমাগম হয়, তাহার নাম "বোট রেস" অর্থাৎ নৌকার পাল্লা। বিখ্যাত "ডার্বি-ঘোড়দৌড়ের" নীচেই বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের "বোট রেসের" নাম। যাহারা অক্সফোর্ডের পক্ষ তাহারা এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্ব হইতে বোতামের ঘরে ঘোর লাল ফীতা ও যাহারা কেম্ব্রিজের পক্ষ তাহারা ফীকে লাল ফীতা ধারণ করে। লণ্ডনের নিকট টেম্‌স নদী বক্ষে বোটের পাল্লা দেওয়া হয়। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট দাঁড়ী, তাহাদের মধ্য হইতে ৮ জন করিয়া নির্বাচিত হয়। তাহারাই দাঁড় টানে। পাল্লা দিবার পূর্ব্বে তাহারা দুই তিন মাস ধরিয়া দাঁড় টানা বিশেষ রূপে শিক্ষা ও অভ্যাস করে।

স্কুলে যেরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাঁড়ি, এবং ফুটবল ও ক্রিকেট ক্রীড়কের মান অধিক।

ইংলণ্ডের বড় বড় স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সভা বা ক্লবই বিলাতের বিখ্যাত বক্তাদের জন্মভূমি। ক্যানিং, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি শত শত প্রসিদ্ধ বক্তা অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্লব বা ইউনিয়ানে প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। ইউনিয়ান গৃহ হইবার পূর্ব্বে একটি সামান্য গলিতে পূর্ব্বে এই সকল ছাত্র-সভা হইত। ওয়াধাম কলেজের নিকট সেই সামান্য গলি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম "লজিক লেন" অর্থাৎ ন্যায়ের গলি। তথায় স্বপক্ষ বিপক্ষ একত্র হইয়া বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত। বিপক্ষকে তর্কে হারাইতে না পারিলে, লাঠ্যৌষধি প্রয়োগে তাহাকে চুপ্‌ করাইয়া দেওয়া হইত। ইহা হইতেই ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রে

Argumentum ad baculinum অর্থাৎ "লাঠীর যুক্তি"— এই নামের সৃষ্টি। এক সময়ে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ দুই সম্প্রদায় বিভক্ত ছিল, গ্রীক ও ট্রোজান। ট্রোজান সম্প্রদায় গ্রীক ভাষার ভয়ানক বিদ্বেষী ছিল। গ্রন্থকার ইরাস্মস বলেন, একদিন ঘটনা ক্রমে তিনি একদল ট্রোজানের হস্তে পতিত হয়েন, তাহারা তাঁহাকে বেদম মারিয়া মরিয়া গিয়াছে বলিয়া রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যায়।

স্কুলমাষ্টারের দুরবস্থা

নিজস্ব স্কুল—দশকর্ম্মান্বিত মাষ্টার—স্কুলের দালাল—
বুদ্ধিমান ব্যবসাদার—নিজের কথা।

উকিল, ডাক্তার, বা রাজকর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইবার জন্য তোমাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। কিন্তু স্কুলমাষ্টার হইবার জন্ত তাহা আবশ্যক করে না। লোকে যেমন তরি তরকারি বা মুদিখানার দোকান খুলিয়া থাকে, তুমি সেইরূপ বালক বা বালিকাদের জন্ত স্কুল খুলিতে পার। আমি জানি একজন দরজী ফেল হইয়া আমার বাটীর নিকট একটি স্কুল খুলিয়াছে, এখন তাহার অবস্থা ভাল। প্রতি রাজপথে, প্রতি পদে অনেক বাটীর সিংহদ্বারে তাম্র ফলক লাগান দেখিতে পাইবে। তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত, "যুবকদের স্থান (স্কুল)" অথবা "নবীনাদের স্থান (স্কুল)।"

শিক্ষাকার্য্য তত্বাবধারণ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। উপরি-উক্ত স্থান সকল কোন রাজকর্ম্মচারীর পরিদর্শনের অধীন নহে। যে সকল ছাত্র তাহার মধ্যে বাস করে, তাহাদের আহার ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা বেশ ভাল, অন্যান্য বিষয়ের জন্য তাহাদের পিতা মাতারা মাথা ধরাইতে চাহে না।

সেদিন আমি দুইখানি অনুষ্ঠান পত্র পাই, তাহা হইতে দুই চারিটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সেই সকল উপাদেয় পদার্থে হস্তক্ষেপ করা—তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন করা—মহাপতকের কাজ।

"স্কুলের অবস্থা ও শিক্ষার সম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বেতন যত দূর সম্ভব কম করা গিয়াছে।"

"প্রতি জুলাই মাসে কলেজ অব্ প্রিসেপ্টারের কোন ভদ্র লোক আসিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করে, কাজে কাজেই ইহাতে নিজস্ব ও সাধারণ উভয় স্কুলের সুবিধা আছে।"

"ইচ্ছা হইলে, স্কুলেই আহারের বন্দোবস্ত হইতে পারে। টিফিন ও ডিনার।১০, চা ৵০।"

"ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য পৃথক্ বেতন দিতে হইবে না; ফরাশী ভাষা, সঙ্গীত বিদ্যা, ও পরিশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র বেতন দিতে হইবে।"

"স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ অতি শিশুপ্রিয়, ১৮ মাস হইতে ২ বৎসরের শিশু সর্ব্বাগ্রে ভর্ত্তি করা যাইবে।"

"ছাত্রদের পিতা মাতার যে ধর্ম্ম তাহার বিপক্ষে কোন কথা বলা হইবে না, কিন্তু বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

"ভর্ত্তি হইবার দিন হইতে বৎসর আরম্ভ, ছাত্রের পিতারা সময় নষ্ট না করিয়া পুত্র কন্যাদিগকে স্কুলে দিয়া যান, প্রথম হইতে স্কুলে প্রবেশ করিলে পরীক্ষা দিবার সুবিধা। শিক্ষা সম্পূর্ণ,—না বুঝিয়া পাঠ মুখস্ত করা নিষেধ।"

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানপত্রের সহিত এক নিয়মাবলি সংযুক্ত ছিল। ছাত্রেরা কি নিয়মে চলিবে, তাহাতে তাহাই লেখা। সেই নিয়মাবলি, ক্রিয়া পদের ভিন্ন ভিন্ন কালবাচক বিভক্তির আলোচনা বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমে ভবিষ্যৎ

"(১) ৬ টার সময় ঘণ্টা শুনিবামাত্র শয্যা ত্যাগ করিবে"

তৎপরে সনিয়মিক (Conditional)

"(৫) আহার করিতে বসিয়া যদি গল্প কর, তাহা হইলে মিষ্টান্ন পাইবে না"

তৎপরে যৌগিক (subjunctive)

"(১৪) ক্লাসে বা ডিনার টেবিলে কখন কলাবদ্ধ অবস্থায় কাহাকেও যেন দেখা না যায়"

শেষে অনুজ্ঞা

"(২০) শরীর অসুখ বোধ হইলে মিসেস অমুকের কাছে যাও।" (মিসেস্ অমুক স্কুলের কর্ত্তার মনোমত গৃহিণী।)

আমার কোন রমণী-বন্ধুর এক স্কুল ছিল; তিনি দ্বারে তাম্রপদকে লিখিয়া দেন, "নবীনা মহীলাদের স্কুল।" তাঁহার ভূ-স্বামী এক জন মিস্ত্রী—এক দিন ভূস্বামী ক্রোধভরে দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "অবিলম্বে ঐ পদক তুলিয়া লও, আপনার বাসের জন্য বাটী ভাড়া দিয়াছি (স্কুল করিবার জন্য

নহে); আপনি পল্লীর শান্তি ভঙ্গ করিতেছেন, আমার সম্পত্তির মূল্য কমিয়া যাইবে।”

রমণী উত্তর করিলেন “আপনার দ্বারে ত পদক রহিয়াছে?” মিস্ত্রী বলিল, “তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার ব্যবসা কত সম্মানের।”

দোকানদার শ্রেণীর মধ্যে স্কুল মাষ্টার বড়ই ঘৃণার পাত্র। শিক্ষক ও নির্ধন লোক তাঁহাদের নিকট একই কথা, নির্ধন লোক না হইলে স্কুল মাষ্টার হয় না, তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। শিক্ষার প্রতি অবহেলার জন্য ইংল্যাণ্ডে শিক্ষকের প্রতি লোকের এইরূপ ঘৃণা। গ্রন্থকার চার্লস ডিকেন্‌স তাঁহার পুস্তকে স্কুল মাষ্টারের পদ-গৌরব হ্রাস করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাহারই ফল। যে শত সহস্র মূর্খ স্কুল মাষ্টারি করিত, ছাত্রদিগের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিত, নির্দয় ভাবে তাহাদিগকে বেত মারিত এবং বাজার সম্ভ্রম রাখিবার জন্য কাল কোট ও সাদা গলাবন্ধ পরিয়া বেড়াইত—ডিকেন্সের অভিপ্রায় ছিল, তাহাদিগকে শাসন করা; কিন্তু শাসন করিতে গিয়া তিনি সীমা-অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন,—এক্ষণে লোকে প্রত্যেক স্কুল-মাষ্টারকেই ডিকেন্স চিত্রিত ওয়াকফোর্ড স্কুইয়ার্স মনে করে।

প্রতিদিন সংবাদপত্রে নিম্ন প্রকার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবে:—

“একজন পাচকের আবশ্যক, বেতন ২৫ পাউণ্ড।” “ইংরেজী, ফরাশী, নকসা ও সঙ্গীত শিখাইবার জন্য শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক, বেতন ২০ পাউণ্ড”। শিক্ষয়িত্রী অপেক্ষা পাচকের দর ও আদর উভয়ই বেশী।

অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতা শিক্ষয়িত্রীকে কেবল আবাস ও আহার দিবার আশ্বাস দিয়া থাকে। যথা—

"তিনটি শিশুর শিক্ষাভার গ্রহণ করিবার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক—তিনি এ স্থানে বাটীর মত সুখে থাকিবেন।" বেতনের কোন উল্লেখ নাই।

একশ্রেণীর স্কুলের অধিকারীরা দালাল দ্বারা শিক্ষক যোগাড় করিয়া থাকে। শিক্ষকের পদ আবশ্যক হইলে, তোমাকে দালালের নিকট আবেদন করিতে হইবে। কোন ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকিট প্রদর্শন করিবার আবশ্যক নাই; কেবল বলিলেই হইবে, তুমি কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে পার—আর কিছু আবশ্যক নাই।

আমি জানি এক দিন এক জন ফরাশী একজন শিক্ষা-এজেণ্ট বা দালালের নিকট আবেদন করেন। দালাল বলিল "মহাশয়, আপনি ফরাশী ব্যতীত আর কিছু শিখাইবার ভার গ্রহণ না করিলে, আপনার জন্য শিক্ষকের পদ যোগাড় করিয়া দিতে পারিব না—আপনি নক্সা টানিতে পারেন কি?" "হাঁ, যৎসামান্য; আমি বোধ হয়, নক্সা সম্বন্ধে সরল পাঠ দিতে পারিব।" এজেণ্ট বলিয়া উঠিল, "সরল, কেন সরল পাঠ বলিবার প্রয়োজন কি? তুমি নক্সা শিক্ষা দিতে পার, তাহা হইলেই হইবে। তুমি পিয়ানো বাজাইতে পার?"

"আমি দুই একটা গত বাজাইতে পারি এবং বাদ্যচিহ্ন এক প্রকার বেশ পড়িতে পারি।"

"আচ্ছা, marseillaise গত বাজাইতে পারিবে বোধ হয় কি? এ দেশে ইহা লোকের বড় প্রিয়।"

"বোধ হইতেছে, ইহা কেবল এক অঙ্গুলি দ্বারা বাজাইতে হয়।"

"তুমি বেশ পারিবে; আমি তোমাকে নিযুক্ত করিলাম; আমি আজই পত্র লিখিব; কাল তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।" আমার বন্ধু তৎপর দিবসই তথায় যাত্রা করিলেন; আমিত এই অপূর্ব্ব আলাপেই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম এবং যখন শুনিলাম, আমার বন্ধু কার্য্যের জন্য বিশেষ উপযোগী হইয়াছেন, তখন আরও আশ্চর্য্য হইলাম।

আমার নিজেরও এ বিষয়ের কতক অভিজ্ঞতা আছে। প্রায় দশ বার বৎসর অতীত হইল কোন এজেণ্ট দ্বারা এক স্কুল মাষ্টারের সহিত আমার আলাপ হয়; তিনি বলেন তাঁহার একজন দশকর্ম্মান্বিত শিক্ষকের আবশ্যক।

আমি সেই ধর্ম্মপদবিযুক্ত লোককে বলিলাম (সে লোকটা যাজক) আমার ইচ্ছা, ইংরেজী ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করি; আমি ছাত্রদিগকে ফরাশী শিক্ষা দিতে প্রস্তুত; আমি মোটা বেতন চাহি না, কেবল নিজের পাঠের জন্য আমার কিছু সময়ের আবশ্যক। "আমি মোটা বেতন চাহি না" এই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিলেন—হাস্য যে সন্তোষের, তাহার আর সন্দেহ নাই তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে বার্ষিক ৩০ পাউণ্ড, আবাস ও আহার দিব; তোমাকে বেশীর ভাগ ধোপার কড়ি দিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?"

তিনি বলিলেন, "আমরা ছয়টার সময় উঠি। বালকেরা

যখন বস্ত্র পরিধান করিবে, তখন তাহাদের উপর নজর রাখিতে হইবে এবং বালভোগের সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে লইয়া স্কুল-গৃহে থাকিতে হইবে। বালভোগের পর তাহাদিগকে লইয়া সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত বেড়াইতে হইবে। প্রাতঃকালে সাড়ে নয়টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত ক্লাস হয়। তোমাকে শিখাইতে হইবে,—গ্রীক, লাটিন, ফরাশী, গণিত, নক্‌সা, সঙ্গীত ও নাচ। ইংরেজী ইতিহাস ও ভূগোল আমি পড়াই।”

পিয়ানো ও নাচ শিখাইতে হইবে, এই কথায় আমার মনে চিন্তার উদয় হইল, তথাপি তাহাকে বলিলাম, যাহা বলিতে ছিলেন বলুন।

তিনি আরম্ভ করিলেন, “১টার সময় আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন ; ২টার সময় বৈকালের ক্লাস আরম্ভ হইয়া ৫টা পর্য্যন্ত চলে। পাঁচটার সময় আমাদের চা পানের সময় ; চা-এর পর আপনাকে ৭টা পর্য্যন্ত বালকদিগকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত তাহারা পর দিবসের পাঠ প্রস্তুত করিল কি না দেখিতে হইবে। ৮টা বাজিয়া এক কোয়াটার হইলে আমরা মাখন ও রুটী অথবা পনির আহার করি এবং সাড়ে আটটার সময় বালকেরা শয়ন করে।”

আমি মনে মনে করিলাম, “বেচারিদের শয়ন করা বড় আবশ্যক।”

আমি হ্যাট লইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলাম এবং স্কুলের অনুষ্ঠানপত্র-নির্ম্মাণকুশল স্কুলমাষ্টারের নিকট হইতে সসম্ভ্রমে বিদায় লইব মনে করিতেছি, এমন সময় তিনি আমার পথরোধ

করিয়া হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এক একটু জার্ম্মেণ পড়াইতে পারিবেন কি?" আমি উত্তর করিলাম, "আনন্দের সহিত জার্ম্মেণ শিখাইব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু রন্ধন কার্য্য করিবার সময় কৈ?" আমার এই কথায় লোক্‌টার মুখের আকৃতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল,তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমি প্রস্থান করিলাম—স্কুলএজেণ্টের প্রেত আমাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিল।

কিছু দিন পরে আমি কোন পণ্ডিত ব্যক্তির স্কুলে নিযুক্ত হইলাম। তিনি তিন ঘণ্টামাত্র কথা করিতে আমাকে আদেশ করেন; তবে তাঁহার সহিত কথা আমি বেতন লইব না। এক মাস পরে আমি সে স্থান ত্যাগ করি। তাঁহার স্ত্রী শনিবার শনিবার মাতাল হইতেন। এক শনিবার মাতাল হইয়া তিনি আমার মুখে এক গ্লাস বিয়ার (মদ) নিক্ষেপ করেন। আমি প্রাণ লইয়া সেখান হইতে বিদায় হইলাম।

সেই দিন হইতে ছেলে—পড়ান ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মাসিক আট পাউণ্ড দিয়া কোন বোর্ডিংস্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। এই স্কুলের বেশ সুখ্যাতি ছিল; স্কুলের ফরাশী শিক্ষক সুইজরল্যাণ্ডবাসী; পিয়ানো শিখাইতেন একজন জার্ম্মেণ; সঙ্গীত শিখাইতেন একজন ইটালিয়ান; পিয়ানোর সুর বাঁধিতেন একজন পোল্যাণ্ডের লোক—স্কুলটি একখানি ছোট খাট নোয়ার জাহাজ বলিলেই হয়, তাহাতে ছিল না এমন জাতি নাই। ইতিমধ্যে আমি ইংরেজীটা এক রকম চলনসই শিখিয়াছিলাম। মাস কএক পরে আমার নিজের মনের মত লিখিতে ও পড়িতে পারি-

তাম। সেই জন্য স্কুল ত্যাগ করিব মনে মনে করিতেছিলাম। আমার মাষ্টার বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিয়া, এক দিন প্রাতে আমাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি ইংরেজী বেশ বলিতে পার, ইহার পর যদি আরও পরিপক্ক হইতে চাহ তাহা হইলে আমার পরামর্শ, তুমি এখন ইংরেজ-ছাত্রগণকে ফরাশী পড়াও; ইহা দ্বারা তুমি উভয় ভাষার গুণাগুণ উত্তমরূপে তুলনা করিতে পারিবে এবং যদি পরে গুরুমহাশয়ী ব্যবসা অবলম্বন করিবার মানস থাকে, তাহা হইলে এই উপায়ে তোমার ভাষা আলোচনা অতি উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হইবে। তোমার অভিমত হইলে তুমি আমার ছাত্রদিগকে লইয়া ভাষার আলোচনা করিতে পার। তজ্জন্য আমাদের পূর্ব্বেকার অর্থের বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন আবশ্যক করে না, অথবা তোমাকে অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না।" এই বিষয়-বুদ্ধি-কুশল লোক্‌টার মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারা গেল; তাহার ইচ্ছা, এই সুযোগে স্থইস মাষ্টারকে বিদায় দিয়া, ফরাশী শিখাইবার জন্য একজন স্বতন্ত্র মাষ্টারকে বেতন না দিয়া, আর এক ব্যক্তির দ্বারা সেই কাজ করাইয়া লইতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহাকে বেতন দেওয়ার পরিবর্ত্তে তাহার নিকট হইতে মাসিক আট পাউণ্ড আদায় করিতে হইবে। যাহা হউক, লোকটার বুদ্ধির প্রসংসা করিতে হয়।

ফল কথা:—আমি ত্রিশ পাউণ্ডের জন্য মাতৃভাষা ফরাশী শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত-প্রায় হইয়াছিলাম; এক মাস বিনা বেতনে শিখাইয়াও ছিলাম; এক্ষণে ঘরের কড়ি দিয়া শিক্ষা দান করিবার বিপদ উপস্থিত; অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া

উঠিল। আমি বড় বেগতিক দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিলাম।

এই সকল স্কুলে নিচের ক্লাসের মাষ্টারী করা (বিশেষ ফরাশী ভাষার মাষ্টারী) বড় ঝকমারি; সকল ছাত্রের মতানুসারে চলিতে হইবে। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কোন তর্ক উঠিলে শিক্ষকের কথা খাটিবে না। ছাত্র স্কুল ছাড়িলে তাহার স্থানে আর একটি ছাত্র পাওয়া ভার,প্রতিযোগীতা এত অধিক,—কিন্তু গরিব বেচারি স্কুল মাষ্টার স্কুল ছাড়িলে, তাহার স্থানে পরদিবসই দশ জন আসিতে প্রস্তুত। শিক্ষকেরা ইহা বেশ জানে ও সেই জন্য নিষ্ঠুর দুরাচার ছোঁড়াদের অসৎ ব্যবহার সহ্য করিয়া থাকে। ছাত্র শিক্ষককে অপমান করিলে, অথবা পাঠ অভ্যাস করিতে অবহেলা করিলে, তাহার নামে শিক্ষক অভিযোগ করিতে পারেন না—সকল দোষ শিক্ষকের স্কন্ধে পড়িবে।

প্রিন্সিপালের মুখে ছাত্রদের প্রশংসা ব্যতীত আর কিছু নাই। ছাত্রদের পিতামাতার নিকট ছাত্রের উন্নতি সম্বন্ধে যে বিবরণী পাঠান হয়, তাহা অতি চমৎকার। কোন ছাত্রের উন্নতি হইতেছে না, বিবরণীতে তাহা লিখিবার যো নাই, কারণ তাহা হইলে ছাত্রের পিতামাতা তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে। কোন ছাত্রের বুদ্ধির অভাব বলিয়া অনুযোগ করিবারও যো নাই, কারণ তাহা হইলেও পিতামাতা বলিবে বুদ্ধিদানের জন্যইত স্কুলে বেতন দেওয়া হইতেছে।

ইংল্যাণ্ডের বিচার এইরূপ—ছাত্র পড়াশুনায় ভাল হইলে তাহার বুদ্ধি ও বাটীর পরিশ্রমের দোহাই দেওয়া হয়, আর ছাত্র

অলস হইলে এবং কিছুমাত্র পড়াশুনা না করিলে শিক্ষকের দোষ,—শিক্ষক ভাল নহে।

চার্লস ডিকেন্স তাঁহার "নিকোলাস নিকলবি" নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে নিজস্ব স্কুল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার প্রতি লোকের অতিশয় অমনোযোগ এবং যে শিক্ষার উপর নগরবাসীর সচ্চরিত্র অসচ্চরিত্র ও সুখ দুঃখ নির্ভর করে, সেই শিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের বড় অবহেলা— নিজস্ব স্কুল সেই অমনোযোগ ও অবহেলার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সকল ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত হইয়া লোকে বিনা পরীক্ষায়, বিনা যোগ্যতায়,যেখানে ইচ্ছা স্কুল খুলিতে পারে। অস্ত্রচিকিৎসক, ঔষধপ্রস্তুতকারী, মোক্তার কসাই, রুটিওয়ালা, বাতিওয়ালা, প্রভৃতি সকল ব্যবসাদারকেই সেই সকল ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ব্যবসা শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু স্কুল-মাষ্টারের পক্ষে সে নিয়ম নহে। যখন দেশের এইরূপ অবস্থা, তখন যে স্কুলমাষ্টারের জাতি গণ্ডমূর্খ ও ভণ্ড হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়; তবে ইয়র্কশায়ারের স্কুলমাষ্টার সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট – স্কুলমাষ্টার জাতির মধ্যে অধঃপতিত। তাহারা পিতামাতার অবহেলা ও ধনলালসা এবং শিশুগণের নিঃসহায়তার উপর নির্ভর করিয়া এই কুৎসিৎ কার্য্য করিতে সাহস করে; তাহারা এত মূর্খ, নীচ ও নৃশংস যে, কোন বিবেচক লোক তাহাদের হস্তে অশ্ব বা কুকুরের আহার ও আবাস নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। ইয়র্কশায়ার স্কুলমাষ্টারের জাতি এখনও একেবারে লোপ পায় নাই, তবে ক্রমে কমিতেছে।" আমি এই খানে বলিয়া রাখি, কমিতেছে কিন্তু অতি ধীরে ধীরে।

আমার পরিচিত কোন অল্পবয়স্ক ফরাশী যুবক সামান্য ইংরেজী শিক্ষা করিতে ও যথাসাধ্য ফরাশী শিখাইতে, এক প্রদেশীয় স্কুলে এক মাসের জন্য গমন করিয়াছিলেন—বলা বাহুল্য, বিনা বেতনে। তাঁহার পৌঁছিবার পর দিবসেই নিকটস্থ নগরের সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল,—"শ্রীযুক্ত অমুক স্বগৃহবাসী ও আগন্তুক মাষ্টারের সাহায্যে অল্পব্যয়ে চতুষ্কোণ শিক্ষা প্রদান করেন।" ঘটনাক্রমে উক্ত ফরাশী তখন সেই স্কুলের এক মাত্র সহকারী মাষ্টার। কিন্তু যখন তিনি সেই স্কুলগৃহেই বাস করিতেছেন, তখন অবশ্য তাঁহাকে গৃহবাসী বলিতে হইবে এবং যখন তিনি কেবল দেখা সাক্ষাৎ করিতে তথায় কিছু দিনের জন্য গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অবশ্য আগন্তুকও বলিতে হইবে। অতএব সেই "গৃহবাসী ও আগন্তুক" রূপ ফাঁকাতোপ একেবারে অসত্য তাহা বলিতে পার না।

ইংরেজ জাতি কথার রাজা। মিথ্যা কথা কাহাকে বলে জানে না। এক দিন আমি কোন ইংরেজ বিশপের (প্রধান পাদ্‌রি) সহিত এক সঙ্গে রেলপথে যাইতেছিলাম। আমরা এক কামরায় পাঁচ জন ছিলাম। কোন ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আমরা শুনিলাম, একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "গাড়ি এখানে পাঁচ মিনিট থাকিবে।" তাহা শুনিয়া আমাদের সহযাত্রী বিশপ মহাত্মা বসিবার স্থানে ব্যাগ, হ্যাট, বাক্স, কম্বল, কাগজ পত্র বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, পাছে আর কেহ আসিয়া গাড়িতে স্থান আছে বলিয়া প্রবেশ করে। দ্বারে এক লেডী উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে

স্থান আছে কি?" বিশপ মহাত্মা উত্তর দিলেন, "সমস্ত স্থান অধীকৃত হইয়াছে।" যখন সেই অবলা হতাশ হইয়া অন্য কামরা অন্বেষণে চলিয়া গেলেন, তখন আমরা সেই পাদ্রি মহাত্মাকে বলিলাম, "কামরায় আমরা পাঁচ জন মাত্র রহিয়াছি, অতএব সমস্ত স্থান ত যায় নাই?" মহাত্মা উত্তর দিলেন, "আমিত বলি নাই যে সমস্ত স্থান গিয়াছে; আমি বলিয়াছি সমস্ত স্থান অধীকৃত হইয়াছে।" কেহ কি ইহাকে মিথ্যা কথা বলিতে পারে?

গ্রাম্যমণ্ডল

যুবকের রাজনীতি—গ্রাম্য মণ্ডল—
পার্লামেণ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা।

উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ফরাশী যুবকের বড় প্রিয় সামগ্রী, তজ্জন্য ফরাশী যুবককে বড় দোষ দেওয়া যাইতে পারে না; ফরাশী স্কুলের বারিক প্রথা বলিতে যাইতেছিলাম, কারাগার প্রথাকেই তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। তাহারা নিদ্রাবস্থাতেও উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার স্বপ্ন দর্শন করে। তাহারা স্বাধীনতার জন্য হাঁপাইতে থাকে, বিদ্রোহীকে বীরজ্ঞানে উপাসনা করে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, যৌবনরোগ ফরাশীদের মধ্যে অধিক দিন থাকে না। পাঠ্যাবস্থায় কত ঘোর অগ্নিশর্ম্মা উচ্ছৃঙ্খলবাদী দেখিয়াছি, যাহারা সমাজ ও ধর্ম্ম নূতন করিয়া গড়িতে চাহিত; তাহারাই এক্ষণে আবার ধর্ম্মের মহোৎসবে

সকলের সহিত মিশিয়া, বাল্যচপলতা ভুলিয়া রাস্তায় রাস্তায় নাম সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতেছে।

ইংরেজ-বালকেরা গৃহে ও স্কুলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং কনসার্ভেটিভ বা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ঘোর পক্ষপাতী, কারণ তাহারা বড় স্বদেশভক্ত। লিবারেল সম্প্রদায়ের চেষ্টা, কিসে দেশের উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে; কিন্তু ইংল্যাণ্ডে উন্নতি সাধনের আবশ্যক, এই কথা স্বীকার করিলেই স্বীকার করা হইল যে, ইংল্যাণ্ড চতুষ্কোণ নহে, ইংল্যাণ্ডের এখনও উন্নতি হইতে পারে। ইংল্যাণ্ডের যুবকদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করা সুকঠিন।

ইংরেজকে কথায় কথায় বলিতে শুনিবে, "অমুক স্কুলের ছাত্রের ন্যায় কনসার্ভেটিভ।" ইহা হইতেই বুঝিবে, স্কুলের ছাত্রেরা কিরূপ কনসার্ভেটিভ। এই সকল যুবক প্রায় বড় লোক অথবা পল্লিগ্রামের মণ্ডলের পুত্র।

গ্রামের মণ্ডল বিদ্যাবুদ্ধিতে বড় অধিক উন্নত নহে—বংশপরম্পরাগত পদবীর গৌরবেই মণ্ডল বড় লোক। পান, আহার, তাম্রকূট সেবন, শিকার এবং খাজানা আদায় করাই তাঁহার জীবনের কাজ। লোক আপন আপন অদৃষ্টে কেন সন্তুষ্ট নহে, মণ্ডল মহাশয়ের নিকট তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কোন উন্নতি সাধনের জন্য লোকে ইচ্ছা বা ধর্ম্মঘট করিয়াছে শুনিয়া তিনি বলিয়া থাকেন, "পৃথিবীতে কতই অসন্তুষ্ট লোকের বাস।" তাঁহার মতে সংসার যে ভাবে চলিতেছে, তাহা অপেক্ষা ভাল হইতে পারে না।

মণ্ডল মহাশয় পল্লীর (Parish) ম্যাজিষ্ট্রেট; তিনি

শান্তি-রক্ষা-কমিশনের সভ্য। একজন ভিক্ষুক আপন পল্লীর মণ্ডল মহাশয়ের নিকট স্বীয় অপরাধের (অর্থাৎ ভিক্ষা বৃত্তি) কারণ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিল, "আমাকে ত প্রাণ ধারণ করিতে হইবে?''

লোকটার এই দুঃসাহসের কথায় কুপিত হইয়া মণ্ডল মহাশয় বলিলেন, "আমি তাহার আবশ্যকতা দেখিতেছি না।"

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে দুইজন সভ্য পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রেরিত হয়, তাহারা কনসার্ভেটিভ সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত হয়। লিবারেল সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে উপস্থিত থাকেন কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রায়ই পরাজয়ের অপমান সহ্য করিতে হয়। তাহার কারণ বুঝাইয়া দিতেছি; এই বিশ্ববিদ্যালয়-দ্বয়ের সভ্যনির্ব্বাচনকারীদের দুইটি গুণ থাকিলেই যথেষ্ট— তিন বৎসর কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ড কলেজে বাস করা এবং বি, এ, উপাধি সংগ্রহ করা। যে বি, এ, উপাধি তিন বৎসর পরে অর্থাহুতি প্রাপ্ত হইয়া এম, এ রূপ ধারণ করে। সকল ভদ্র সন্তানই বি, এ, উপাধি লইয়া কলেজ ত্যাগ করে - তবে প্রভেদ এই, কতকগুলি প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণী বিভক্ত হইয়া পাশ, আর কতকগুলি কেবল সাদা-পাশ, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ নাই। প্রথমোক্ত দলের লোকই অধ্যাপক, ও ব্যারিষ্টার প্রভৃতি হইয়া থাকে এবং তাহারাই ক্রমেই উচ্চপদ অধিকার করে। শেষোক্ত দল গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার জমিদারীতে শীকার কার্য্যে ব্রতী হয়, অথবা ধর্ম্ম-কর্ম্ম অবলম্বন করে। প্রথমোক্ত বি, এ, পাশওয়ালাদের নাম

"সসম্মান বি, এ," (B. A. with Honors) এবং শেষোক্ত পাশওয়ালাদের নাম "সম্মান বিহীন বি, এ," (B. A. without Honors)। প্রতি একজন সসম্মান বি, এর সহিত ছয়জন "সম্মান বিহীন" বি, এ পাশ হইয়া থাকে।

এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যনির্ব্বাচনে কনসার্ভেটিভ সম্প্রদায়ভুক্ত লোক অধিক ভোট পাইয়া মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যপদাভিষিক্ত কোন ঘোর কনসার্ভেটিভ ইংরেজ পণ্ডিত এক দিন আমাকে বলেন, স্বীয় শিক্ষাস্থান অক্সফোর্ডের পক্ষে তাঁহার ভোট না দিবার কারণ এই, "কনসার্ভেটিভদের মনোনীত ব্যক্তি আমার মনোমত নহে এবং লিবারেলদের মনোনীত ব্যক্তিকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

আমি আর এক জন মহাপণ্ডিত কনসার্ভেটিভকে জানি, তিনি বরাবর লিবারেল সম্প্রদায়ের মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে ভোট দিয়া থাকেন, অথচ নিজে কনসার্ভেটিভ। তিনি বলেন, বড় অসঙ্গত কথা যে, গ্রাম্যমণ্ডলদের অপচার, অথবা কোন বড় ব্যবসাদার আমাদের দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রেরিত হইবে।" তিনি বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত অভিমত ত্যাগ করিয়া, লিবারেল সম্প্রদায়ের পক্ষে ভোট দিয়া থাকেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পার্লামেণ্ট মহাসভায় লিবারেল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকেন; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রেরা প্রায়ই সকলে লিবারেল মতাবলম্বী-পরিবার-ভুক্ত। তাহারা সচরাচর একজন পণ্ডিত সভ্য নির্ব্বাচন করে। কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবার্ট লো এবং এক্ষণে সার জন লবক এই বিশ্বদিগালয়ের প্রতিনিধি; শেষোক্ত ব্যক্তি একজন বণিক, জীববেত্তা ও লোকহিতার্থী।

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্‌সেলার (অধ্যক্ষ) ও রেক্‌টার ডিউক, মার্কুইস বা আর্ল পদবিযুক্ত বড় লোক শ্রেণী হইতে মনোনীত করা হয়। অক্‌সফোর্ডে মার্কুইস অফ্ সল্‌সবেরি, কেম্ব্রিজে ডিউক্ অফ্ ডেভন্‌সিয়ার, এবং লণ্ডনে আর্ল গ্রান্‌ভিল চ্যান্‌সেলার পদে অভিষিক্ত। ঘটনাক্রমে যদি লর্ড-বংশে তোমার জন্ম হইল, তাহা হইলে তুমি জন্মাবধি ব্যবস্থা, ধূর্ত্তবৃত্তি, শিল্প, সাহিত্য - যাহা কিছু বল, সকল বিষয়েই পারদর্শী। ফিগারোর সময়ে পদবীযুক্ত লোক ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি সেতার বাজাইতে পারিত। দারিদ্র্য দোষের ন্যায় দোষ নাই, ধনী হইলে লোকের সকল গুণই রহিল।

বিলাতী পার্লামেণ্ট

রাজদরবার—কুইন ও রাজপরিবার - জার্ম্মাণ রাজসন্তান
রাজনৈতিক সম্প্রদায়—কুলীন ও অকুলীন সভা।

সেণ্ট জেম্‌সের রাজ-দরবার অর্থাৎ বিলাতের রাজসভা, নাম কিনিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছে, —দরবার কখন বসে না। কুইন বার মাসের মধ্যে দুই সপ্তাহের অধিক লণ্ডনে অতিবাহিত করেন না। তিনি

কৃষকপরিবৃত হইয়া তিন চারি মাস বাল্‌মোরেলে, তিন মাস ওয়াইট দ্বীপের সামান্য গ্রাম্য কুটীরে, ও বাকি সময় উইন্সর রাজভবনে বাস করেন। তিনি লণ্ডনের বকিংহ্যাম রাজভবনে বৎসরে দুইবার বল (নৃত্য) ও দুইবার কন্‌সার্ট (সঙ্গীত) দেন। শেষোক্ত রাজভবনে এক্ষণে মূষিক ব্যতীত প্রায় আর কেহ বাস করে না। রুষ-রাজ্ঞী ১৮৭৫ সালে এই ভবনে এক মাস কাল মাত্র বাস করেন এবং সেই এক মাস কাল বাতরোগে অত্যন্ত কষ্ট পান। সকল দরবারেই যুবরাজ ও তাঁহার শোভনা রাজ্ঞী, কুইনের পরিবর্ত্তে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করিয়া অমায়িকতাভাবে তাঁহারা সতত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া, কোথাও সাধারণ অট্টালিকার মূল প্রস্তর রোপণ করিতেছেন, কোথাও বা সেতু, হাসপাতাল, কলেজ, থাপয়ার খুলিতেছেন।

যুবরাজ-সহধর্ম্মিণী লোকসাধারণের আরাধ্য দেবতা, তাঁহার পুত্রদের বিবাহ কাল উপস্থিতপ্রায়, তথাচ তাঁহার মুখ খানি কেমন মোরলী মেয়িলী ও ছেলেমানুষি মাখান। সকল আপন-গবাক্ষেই প্রায় তাঁহার চিত্র দেখিতে পাইবে—কোন চিত্রে তাঁহার বাহুলতিকায় এক ক্ষুদ্র বিড়াল, কোন চিত্রে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে এক শিশু, ইহা হইতে বুঝিবে তাঁহার কিরূপ প্রকৃতি। যাহার সে প্রকার মুখ, তাহার প্রকৃতি কখন ভাল না হইয়া থাকিতে পারে না।

ব্রিটনেশ্বরীর ন্যায় বাঞ্ছনীয় পদ জগতে আর নাই। মহৎজাতির ভালবাসা, ত্রিশ কোটী লোকের উপর প্রভুত্ব,

জগতের শ্রেষ্ঠ রাজ্যে অধিকার, সম্পূর্ণ নিষ্কর্ম্মতা ও নিরাময়, অতুল রাজস্ব, দায়িত্বের লেশ মাত্রও নাই ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় পদ আর কি আছে। রাজপরিবারে ইংরেজ অপেক্ষা জার্ম্মাণের ভাগ অধিক। মহারাণী স্বীয় দরবারের পদগুলি জার্ম্মাণ রাজারাজড়া দ্বারাই পূর্ণ করেন—যে সকল রাজারা জার্ম্মাণীর প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্ক কর্ত্তৃক জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের ভার হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকে বিবেচনা করে, যুবরাজ একদিন এই সমস্ত পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। কুইন জার্ম্মাণদের সহিত আপন কন্যাদের বিবাহ দিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ কন্যা জার্ম্মাণীর রাজ্ঞী হইবেন; আর এক জার্ম্মাণ রাজার সহিত দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হইয়াছিল (১৮৭৮ সালে তাঁহার কাল হইয়াছে); তৃতীয় কন্যার বিবাহও জার্ম্মাণ রাজার সহিত হইয়াছে, তিনি এক্ষণে জন বুলের ব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

কুইনের তৃতীয় পুত্র এক জার্ম্মাণ রাজকন্যা এবং চতুর্থ* পুত্র আর এক জার্ম্মাণ কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। পার্লামেণ্ট শেষোক্ত রাজবধূকে বাৎসরিক ছয় হাজার পাউণ্ড মাসহারা দিয়াছেন।

অপরাপর জার্ম্মাণ রাজারা কেহ ইংল্যাণ্ডে সেনাধ্যক্ষ, কেহ আড্‌মিরাল, কেহ কুইনের দুর্গাধ্যক্ষ। তাহারা বড় নিরীহ এবং কখন কোন লোকের -ব্রিটনেশ্বরী মহাশত্রুরও— হানি করে না। কুইনের জলবিহার-তরীর পূর্ব্বতন

---

* আজি প্রায় তিন বৎসর হইল মহারাণীর চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র গতাসু হইয়াছেন।

কাপ্তেন ইহার মধ্যে এক জন প্রধান। তাঁহার কাজ কি জান? দেড় ক্রোশব্যাপী সলেণ্ট প্রণালী বৎসরে চারিবার এপার ওপার হওয়া—ইহাতে বিংশতি মিনিটের অধিক সময় লাগে না। তিনি একবার দিবা দ্বি প্রহরে একখানা পালতোলা নৌকা ও তৎসহিত তিনজন লোক জলমগ্ন করান। তাহাদের এই অপরাধ যে বিজ্ঞ নাবিক যে স্থান দিয়া যাইতেছিল, তাহারা অবিমৃশ্যকারিতার সহিত সেই স্থানে ছিল। সেই অ্যাড্মিরাল বা নাবিক বৎসরে ১৪ হাজার টাকা তন্‌খা পাইতেন এবং অল্প দিন হইল রিয়ার অ্যাড্মিরাল নামক গৌরবের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইংল্যাণ্ডে দুইটী প্রধান রাজনৈতিক সম্প্রদায়,—লিবারেল এবং কনসার্ভেটিভ। মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন অতি অল্প সময় মধ্যেই হইয়া থাকে। যখন কমন্স বা অকুলীন সভার সভ্যদের মতভেদ উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বতন বিজয়ী সম্প্রদায় পরাজিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, তখন কুইন পূর্ব্ব মন্ত্রীকে অবসর প্রদানপূর্ব্বক নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে কাগজপত্র প্রদান করেন। এই প্রকারে গত পঞ্চবিংশতি বৎসর মধ্যে ডিজ্‌রেলী ও গ্লাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রিত্ব প্রতি ছয় বৎসর অন্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ছয় বৎসরের অধিক প্রায় কোন মন্ত্রিদলের প্রভুত্ব থাকে না। জনবুল তাহাদের আগ্রহ ও দেশভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ মন্ত্রীদিগকে মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করেন।

রাজপরিবারভুক্ত লোক রাজনীতির কূটতর্ক হইতে সতর্কতার সহিত বিরত থাকেন। কুইনের পুত্রেরা সমাজের নেতা কিন্তু

কোন রাজনৈতিক সভায় বা ডিনারে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। ভোট প্রদান করিলে যখন কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি টান প্রকাশ হয়, তখন লর্ডস সভায় তাঁহারা ভোট দানে বিরত হন।

মৃত প্রিন্স অ্যালবার্ট একদা কোন সাধারণ ভোজ উপলক্ষে রাজনৈতিক বিষয় উল্লেখরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। পরদিনের সংবাদপত্র তাঁহাকে এরূপ আড়েহাতে লইল যে,তিনি চিরকালের জন্য সে রোগের হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন এবং সেই অবধি আর কখন রাজনৈতিক বিষয় উল্লেখ করিতে সাহস করিতেন না। সকলে আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ও আপন আপন ওজন বুঝিয়া চলিবে, ইংরেজ জাতির ইহাই ইচ্ছা। রাজপরিবারভুক্ত মহাত্মাদের মস্তকে রাজনৈতিক বিষয় হস্তক্ষেপরূপ ইচ্ছা একবার প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদের রাজ্যাধিকারের দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিবে।

রাজনৈতিক জীবনে কৃতজ্ঞতা পাইবার আশা বৃথা। কুইনের পুত্রেরা রাজনীতি হইতে দূরে থাকেন, তাঁহাদের সে গুণ প্রশংসনীয়। সেই জন্যই তাঁহাদের মান বজায় থাকে। তাঁহারা ইংল্যাণ্ডের ভদ্রসন্তানদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রকাশ্যস্থানে জয়ধ্বনির সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা হয়, কিন্তু অপ্রকাশ্য স্থানে তাঁহারা ব্রীটনেশ্বরীর সামান্য প্রজার ন্যায় মিশুক ও মিশুক। তাঁহাদের পথে মৃত্যুযন্ত্র বিস্তার করিয়া রাখা হয় না, অথবা তাঁহারা যখন শয়ন করিতে গমন করেন, তখন বালিসের নিচে ডিনামাইটের বাক্স বাহির হইবার আশঙ্কাও নাই। যুবরাজের

অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন! সমগ্র রুষের রাজাধিরাজ জারের কি দূরদৃষ্ট! রাজতন্ত্র যত কাল থাকিবে, ইংল্যাণ্ডে ততকাল ইহা থাকিবে—ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র অনেক প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীনতা পাঠ দিতে সক্ষম।

লর্ড বা কুলীন সভার জীবন ইংরেজ জাতির বিষয়-বুদ্ধির অপমান স্বরূপ। এ দেশে বড় লোকের অর্থ সম্পত্তিশালী লোক। অগ্রজত্ব আইন অনুসারে সম্পত্তি অল্প সংখ্যক লোকের হস্তে একত্রীভূত হইতেছে, কিন্তু এ আইন কেবল বড় লোক মধ্যেই প্রচলিত। ইংরেজ লর্ডের দশ জনের মধ্যে নয় জনের শত বৎসর পূর্ব্বে সামান্য বাস গৃহ মাত্র ছিল কি না সন্দেহ? যে সকল বীর পুরুষেরা লর্ড পদে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহারা অর্থের বীর। অন্যান্য জাতীয় দ্রব্য অপেক্ষা ইংরেজী বিয়ার ও ষ্টাউটের (সুরাদ্বয় বিশেষ) বলেই; অধিকাংশ আর্ল ও ব্যারণ পদবিযুক্ত লোকের জন্ম।

কুলীন-সভার পদগুলি বংশ পরম্পরাগত। কুলীনেরা অধিকাংশই কনসারভেটিভ। কিন্তু তাহাদের বিষয়-বুদ্ধির অভাব নাই, তাহারা বেশ জানে যে নিস্বার্থভাবে থাকিয়া, সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ না করার উপরই, তাহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

এই দুই ব্যবস্থাপক সভা কখন পরস্পর বিরোধী নহে; তবে ইচ্ছা করিলে লিবারেল সম্প্রদায়ের মন্ত্রিত্ব কালে অকুলীন সভায় যে পাণ্ডুলিপি পাশ হইল, কুলীন সভা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে কুলীন সভা খুব সতর্ক, সেরূপ প্রায় কখন করে না। অকুলীন সভা যেমন কেন ঘোর

লিবারেল পাণ্ডুলিপি পাশ করুন না, কুলীন সভা তাহা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা প্রথমে কিঞ্চিৎ আপত্তি করেন সত্য, কোন কোন তরুণ বয়স্ক লর্ড (ভাইকাউণ্ট) আপনাদের স্বাধীনতার আলোচনা মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সে বিপরীতাচরণ, সে আপত্তি অল্পকাল স্থায়ী। সেই মহামান্য সভার বিচক্ষণ দূরদর্শী সভ্যেরা স্বীয় ক্ষমতা বুঝিয়া চলেন, তাঁহারা বিরোধাচরণের ফল বুঝিয়া সেই মত কাজ করেন।

কুলীন সভায় বিপক্ষ সম্প্রদায়ের নেতা তর্কসমাপ্তির সময় স্বীয় দেশহিতকরী ইচ্ছার উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যাহাতে দেশের শান্তি ভঙ্গ হয় তাহা তাঁহার করিবার ইচ্ছা নাই। উপসংহারে আরও বলেন যে তিনি যদিও, স্বপক্ষে ভোট দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার বিশেষ সন্দেহ আছে যে প্রস্তাবিত আইনে দেশের কোন উপকার হইবে কি না? তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ও একমাত্র আশা যে ইহাতে বিশেষ হানি হইবে না ইহা বলিয়াই তিনি হাল ছাড়িয়া দেন। যে দিন লিবারেল সম্প্রদায়কৃত আইন কুলীন সভা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, সেই দিন জানিব কুলীন সভা আপন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিল।

উভয় সম্প্রদায়ের বলই প্রায় সমান সমান। সেই জন্য সভা মধ্যে ঘোরতর তর্ক ও বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে। যখন যে সম্প্রদায় মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত থাকে, তখন তাহার বিপক্ষ সম্প্রদায় মিলিত হইয়া কৌশলের সহিত মন্ত্রিদলের প্রতিকুলাচরণ করিয়া থাকে।. গবর্ণমেণ্ট হইতে যাহা কিছু প্রস্তাব হয়

বিপক্ষদল পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপর দোষারোপ করিতে আরম্ভ করে। যে কোন যুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন তাহাই অন্যায়, যে কোন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, তাহাই ভীরুতার কার্য্য। কোন সময়ে ইংরেজের পরাজয় হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার সকল দোষের ভাগী; কোন সময়ে বিজয় লাভ হইলে, গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বিপক্ষদিগের নিকট প্রশংসাভাজন হইল না, সৈন্যদের অসমসাহসিকতাই সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। গবর্ণমেণ্ট প্রতিকুলাচারীদের নিকট, কখন প্রশংসার কাজ করেন এবং কখন করিতে পারিবেনও না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কাজ তত কঠিন নহে; বিশেষ গুরুতর কার্য্যে তাহারা স্বীয় সম্প্রদায়ের বলের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য সাধন করিতে পারে—স্বদলের কেহ তখন তাহাদিগকে ত্যাগ করে না। সভার অধিবেশনকালে যদি কোন লিবালের সভ্য অনুপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি একজন কন্সার্ভেটিভ সভ্যকে যোগাড় করেন এবং যোড় বাঁধিয়া এক উদ্দেশে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে কোন বিষয় লইয়া উভয়দলের মতামত গ্রহণ করিবার আবশ্যক হইলে, অনুপস্থিতি বশত কোন পক্ষের জয় পরাজয়ের আশঙ্কা নাই। আইরিস সম্প্রদায় প্রতিদিন স্বতন্ত্র জাতীয় ভাব অবলম্বন করিতেছে এবং অনতিকাল মধ্যেই তাহাদের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতে হইবে।

বাদানুবাদের সময় অকুলীন সভায় সম্পূর্ণরূপে শান্তি বিরাজ করে। লিবারেল ও কন্সার্ভেটিভ উভয় উভয়কে সম্মান ও ভক্তি করে। মহাসভায় ব্যক্তিগত গ্লানি অসম্ভব। ইংরেজের সু-পদ্ধতিকে প্রশংসা করিতে হয়, কোন সভ্য স্বীকার

বা সভাপতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা দিতে পারেন না, কেহ কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন না। সকল সভ্যই আবশ্যক মতে সভাপতির উদ্দেশে বলিয়া থাকেন, "মহাশয়, অমুক স্থানের মহামান্য সভ্য জানিতে ইচ্ছা করেন," অথবা "অমুক স্থানের সভ্য মহামান্য লর্ড এক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন" ইত্যাদি।

সভা মণ্ডপটি ক্ষুদ্র, প্রস্থ অপেক্ষা ইহার দৈর্ঘ্য অধিক। উভয় পক্ষ মুখোমুখি করিয়া মস্তকের হ্যাট না খুলিয়াই সভায় বসে;—কেবল উঠিয়া বক্তৃতা করিবার সময় তাহারা মস্তক অনাবৃত করে। বেদীতে উঠিয়া বক্তৃতা দিবার প্রথা বিলাতী মহাসভায় নাই; বলিবার সময় প্রত্যেক বক্তা সভাপতির সম্মুখস্থ টেবিলের নিকট অগ্রসর হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া (সভার উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান না করিয়া) বিপক্ষদলের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান করেন—তাঁহার ইচ্ছা বক্তৃতা দ্বারা বিপক্ষ দলকে স্বপক্ষে আনয়ন করা—কিন্তু সে চেষ্টা যে বৃথা তাহা বলা-বাহুল্য।

মহাসভার অধিবেশন কালে সভ্যরা শান্ত স্বভাব অবলম্বন করেন ও মহাসভার রীতি বিশেষরূপে অনুগমন করেন। কিন্তু সভার বাহিরে যখন সেই সভ্য স্বীয় প্রতিপোষকদিগকে উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা দেন, তখন তাহার ভীষ্মমূর্ত্তি। তখন তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। তখন অযথা পদ ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে সাবধান বা নিবারণ করিবার কেহ নাই; তিনি স্পষ্ট কথায়—যে কথার অর্থে কোন ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সহজ কথায় বিপক্ষ দলের গ্লানি

করিতে থাকেন। এই প্রকার সভায় আমি গ্লাডষ্টোনকে 'বৃদ্ধ-পাপী,' 'পলিতকেশ,' পাজী', 'বিশ্বাসঘাতক,' 'ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়কে পরিত্যক্ত,' 'দুরাচার,' এই সকল সম্মানসূচক পদে অভিবাচ্য হইতে শুনিয়াছি। পরলোকগত মহামন্ত্রী ডিজ্‌রেলীকে ভিনিশ দেশীয় য়ু ও জেরুসালেম দেশের গাধা, ইহাও কথিত হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু সেই মহামান্য মহাপুরুষেরা তজ্জন্য কিছুমাত্র হীন-জ্যোতি হন নাই।

এক সময়ে ব্রিটনেশ্বরীর কোন অঙ্গে বেদনা হয়; বেদনা হইতে আরোগ্য লাভ করায়, ১৮৮৩ সালের বসন্তকালে কোন গণ্যমান্য সংবাদপত্র এই প্রকারে আহ্লাদ প্রকাশ করেন, "ব্রিটনেশ্বরীর যে মহা দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু যে ঈশ্বর আমাদের প্রিয় মহারাণীর তত্ত্বাবধারণ করেন, সমস্ত জাতির অর্চনা-ক্রমে সেই ঈশ্বর কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আশাতিরিক্ত অল্পকাল মধ্যে তাঁহার রোগের উপশম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আরোগ্যে প্রতি গৃহে আনন্দের পুনরাবির্ভাব হইবে, প্রতি প্রকৃত ইংরেজের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। এত দিন লোকের মনে যে উদ্বেগ ছিল, সেই গভীর উদ্বেগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হইবে।"

ব্রিটনেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার উপর লোকের দৃঢ়-বদ্ধ অনুরাগের প্রতি, আমার যতদূর ভক্তি ও শ্রদ্ধা, ততদূর আর কাহারও নাই; কিন্তু আমি বেদনা অবলম্বন করিয়া চাটুবাদ পূর্ণ অপলাপ বাক্যে সংবাদপত্রের দুই স্তম্ভ পূর্ণ করার পক্ষপাতী নহি। ব্রিটনেশ্বরীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবার

জন্য উদ্দেশে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত নহে, হস্তের অন্য প্রকার ব্যবহারে সমুৎসুক।

ভিক্ষার ঝুলি

চর্চ্চ ও চেপল (ভজনালয়)—পাদ্রি পাতার ভাগ—অপরাধ স্বীকারের সহজ উপায়—সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ধর্ম্মোপদেশ—সংগ্রহ—জলমগ্ন নাবিক

ফ্রান্সে ক্যাথলিক * মতাবলম্বীরা চর্চ্চ প্রটেষ্টাণ্ট * মতাবলম্বীরা টেম্পল ও জুইশরা সিনালোগ নামক ভজনা-মন্দিরে উপাসনা করিতে যাইয়া থাকে।

ইংল্যাণ্ডে * ইংলিশ-চর্চ্চ মতাবলম্বীরা চর্চ্চ ও ভিন্ন মতাবলম্বীরা চেপল নামক ভজনা-মন্দিরে পূজা অর্চ্চনা করিতে গমন করে।

ইংরেজের ভজনা-মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র বিদেশীর চক্ষে দরিদ্র লোকের অভাব অগ্রে পতিত হয়। ক্যাথলিক চর্চ্চের পক্ষে কিন্তু এ বর্ণনা খাটে না।

ইংলিশ চর্চ্চ দরিদ্র লোক্‌কে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে না। বড় লোক, সম্পত্তিশালী শ্রেণী এবং মধ্যশ্রেণীর অনুমান অর্দ্ধেকাংশ লোক এই চর্চ্চের যজমান। তাহাদের সকলেরই

---

* খৃষ্টানদের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় যথা—ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট। ইহাদের আবার ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে, যথা—ইংলিশ-চর্চ্চ প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের একটি শাখা।

বিশ্বাস যে পরলোকে সকল প্রকার ও সকল অবস্থার লোকেরই একত্র বাস, অথচ ইহলোকে কেহই পরস্পরের সহিত আলাপের সূচনা করিতে ইচ্ছুক নহে। কোন চর্চ্চে —বিশেষত লণ্ডন নগরস্থ চর্চ্চে কখন সমল পরিচ্ছদবিশিষ্ট লোক দেখিবে না; আচার্য্য বিশেষ চেষ্টা করেন, যাহাতে যজমানেরা সৎসঙ্গে থাকিতে পারে।

যাহারা ইংলিশ-চর্চ্চ মতাবলম্বী নহে, তাহাদের চ্যাপল বা ভজনালয়ের ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকার। ইংলিশ-চর্চ্চের ব্যয় রাজ-কোষ হইতে নির্ব্বাহ হয়; কিন্তু চ্যাপলের জীবন যজমানদের ভক্তির উপর নির্ভর করে; চাঁদা, উপহার, ভোজ, নিমন্ত্রণ ও ভিক্ষার ঝুলি * এই কয়টি যাজক ব্রাহ্মণ বা আচার্য্যের অবলম্বন। অতএব ধর্ম্মের এ দ্বারও দরিদ্রের পক্ষে অবরুদ্ধ।

উপাসনা ইংরেজী ভাষায় হইয়া থাকে, স্তোত্র ও বাইবেলের

* উপাসনা শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, একজন বা, ভজনা-লয়বিশেষে, দুই জন বা ততোধিক লোক একটি ঝুলি হস্তে করিয়া প্রতি উপাসকের নিকট উপস্থিত হয়, যাহার যে রূপ ক্ষমতা, সে ঝুলির মধ্যে সেই রূপ দান করে। কোন কোন ভজনালয়ে ঝুলির পরিবর্ত্তে থালের বন্দোবস্ত থাকে। লোকে বলে, ঝুলি-কল অপেক্ষা থালা-কলে অধিক মাছ পড়ে। কোন কোন ভজনালয়ে উপাসনা শেষ হইলে উপাসকবৃন্দ যখন ভজনালয়ের বাহিরে যাইবার উপক্রম করে, একজন দ্বারপাল তখন থালা হস্তে দ্বারের ঘাটি আবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়, সে থালা অতিক্রম করিয়া যাওয়া বড় মরেল করেজের আবশ্যক।

কোন কোন অংশ উপাসনার অঙ্গ। উপাসনার সময় প্রায়ই অতি উচ্চ স্বরে সঙ্গীত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা তালমাণ বিহীন।

যজমানেরা যে প্রকারে জানু পাতিয়া উপাসনা করিতে বসে, তাহা বড় চমৎকার। উপাসনার যে যে স্থলে জানু পাতিতে হইবে, প্রার্থনাপুস্তকে সেই সেই স্থলে এইরূপ লিখিত আছে, "এই স্থলে যজমানমণ্ডলী জানুর উপর ভর দিয়া জানু পাতিবে।" কিন্তু যজমানেরা অপর কিছুর উপর ভর দিয়া জানু পাতিয়া থাকে, তাহারা জানুর উপর কনুই স্থাপন করিয়া দেহের উপরার্দ্ধের ভার সম্মুখের দিকে নিক্ষেপ করে এবং মুখমণ্ডল হস্তদ্বয়মধ্যে প্রোথিত করে—ইহাতেই দূর হইতে দেখায়, তাহারা যেন জানু পাতিয়া বসিয়াছে। কিন্তু জানু পাতার নামগন্ধও নাই, সমস্তই প্রতারণা; তাহারা সকলে সুখে উপবিষ্ট।

উপাসনা আরম্ভ করিবার সময় সমগ্র যজমানমণ্ডলী মিলিত হইয়া অগ্রে পাপ স্বীকার করে। এই পাপ স্বীকার-প্রণালীর বিশেষ সুবিধা এই যে, কাহাকেও আপন অপকর্ম্ম স্বীকার করিতে হয় না। ঘোর পাপীর পক্ষেও যে বিধি, নিরীহ, নিষ্পাপ শিশুর পক্ষেও তাহা। "আমাদের যাহা করা উচিত ছিল, আমরা তাহা করি নাই এবং আমাদের যাহা করা উচিত ছিল না, আমরা তাহা করিয়াছি"—ইহা বলিলেই পাপ স্বীকার করা হইল। ইহা কত সহজ ও ইহাতে কত সুবিধা দেখিতেই পাইতেছ। জন অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্ম বিষয়েও যাহা কিছু অসুবিধাজনক, অথবা

যাহাতে তাহার ভাগ্য-লক্ষ্মী ও জীবন উভয়ের গতিরোধ হয়, তাহা দূরে নিক্ষেপ করে।

পাপ স্বীকার অবসানে, আচার্য্য উপাসকবৃন্দকে চালাও মুক্তি প্রদান করেন। এইরূপে সকলের অন্তঃশুদ্ধি হইলে পর, তাহারা নিষ্কলঙ্ক মেষশিশুর ন্যায় নানা স্বরে আপন শান্তির ভাব প্রকাশ করিতে থাকে।

উপাসনার শেষ ভাগে ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা হইয়া উপাসনা ভঙ্গ হয়, তাহা অতি ক্ষুদ্র ও তাহাতে ১৫ মিনিটের অধিক সময় লাগে না। মন্দিরের অভাব নাই—ঈশ্বর জানেন ইংল্যাণ্ডে মন্দিরের সংখ্যা কত—যে মন্দির যাহার পছন্দ, সে সেই মন্দিরে যাইয়া থাকে; সেই জন্য যজমানের মনোমত উপাসনা প্রদান করা বিচক্ষণতার কাজ; যে আচার্য্য তাহা করে না, সে অতি নির্ব্বুদ্ধির কাজ করে।

উপাসনোত্তর বক্তৃতা সাধারণত নিতান্ত মন্দ নহে, তবে পড়া হয় বলিয়া বড় খারাপ ও বিরক্তজনক বলিয়া বোধ হয়। প্রেসবিটেরিয়ান * সম্প্রদায় ভুক্ত কোন বন্ধু এক দিন আমাকে বলেন, "কেমন করিয়া ইংলিশ-চর্চ্চের যাজক মনে করেন যে, আমি তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিয়া রাখিব, যখন তিনি স্বয়ং তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন না।" মুখে না বলিয়া বক্তৃতা পাঠ করিবার অর্থ আছে; ইংলিশ-চর্চ্চ সম্প্রদায় ভুক্ত লোকের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ আছে এবং হইতে পারে, কোন যাজক বক্তৃতা মধ্যে যজমানের অসন্তোষ

---

* প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট সম্প্রদায় বিশেষের নাম।

জনক কোন কথা বলিল। সেই পল্লির বিশপের (যাজকের দলপতি) নিকট তদ্বিষয়ে অনুযোগ উপস্থিত হইলে, যাজকের নিকট হইতে বক্তৃতা তলব হইতে পারে। সেই জন্য যাজক ভবিষ্যৎ বাঁচাইয়া লিখিয়া বক্তৃতা পাঠ করেন। নিম্ন-লিখিত বিজ্ঞাপন দর্শনে, লিখিত-বক্তৃতা পাঠ করার অর্থ পাওয়া যায়। "বক্তৃতাবিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত, মূল্য মনাসিব; অমুক ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।"

"পঞ্চ" পত্রিকায় নিম্ন-লিখিত রহস্যটি দেখিয়াছি। কোন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধা রমণী পুরোহিতকে বলিতেছেন, "মহাশয়! পৃথিবীতে না জানি কতই পাপীলোক আছে, তাহারা বলে কি না আপনি বক্তৃতা চুরী করিয়া আনিয়াছেন!!"

আচার্য্য বলিতেছেন, "বলিও তাহাদের কথা সত্য নহে, বক্তৃতা আমার নিজের জিনিষ, আমি মূল্য দিয়া তাহা কিনিয়াছি।"

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্যাথিড্রেল বা ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ, আচার্য্যগণের বেতন, প্রভৃতি সকল বিষয়ের ব্যয়, তাহাদিগকে নিজে সংগ্রহ করিতে হয়;—আয়ের সহিত ব্যয়ের খুঁট মিলাইবার জন্য তাহাদিগকে সব দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হয়।

রবিবার দিন উপাসনা শেষ হইলে, ক্যাথলিক ধর্ম্মমন্দিরে কন্‌সার্ট অর্থাৎ গান বাজনা হয়। এই সকল কন্‌সার্টের বিজ্ঞাপন থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের সহিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে প্রকাশিত হয়। মজ্‌লিসের মধ্যস্থানে স্থান পাইবার

দর্শনী ছয় পেনী বা চারি আনা, পার্শ্বে স্থান পাইবার দর্শনী তিন পেনী বা দুই আনা। পর্ব্ব উপলক্ষে তথায় মহা সমারোহ উপস্থিত হয়। সে সময় দর্শনীর হার দ্বিগুণ হইয়া উঠে। প্রবেশ করিবার দ্বারে দর্শনী দিয়া একখানি টিকিট কিনিতে হয়, থিয়েটার ও ধর্ম্মমন্দিরে ব্যবস্থা একইরূপ। সেই সকল কন্‌সার্টের প্রতি অনেকেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কারণ রবিবার আর কোথাও কন্‌সার্ট হইবার উপায় নাই। সেদিন ধর্ম্মমন্দিরের কন্‌সার্ট প্রতিযোগীতাশূন্য। সে যাহাই হউক, কোন কোন রবিবাসরিক কন্‌সার্টে অতি উৎকৃষ্ট গীত বাদ্য শুনিতে পাওয়া যায়।

ব্রিটনবাসীরা কন্‌সার্টে অতি স্বচ্ছন্দ ভাব অবলম্বন করে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কেবল সঙ্গীত শ্রবণার্থে তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়াছে, ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহারা বেদীর প্রতি পশ্চাৎ ফিরাইয়া, প্রবেশদ্বারোপরিস্থিত বাদ্যযন্ত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসে,—দেখিলে কেমন কেমন বোধ হয়!!

একদা আমি প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত এক রমণী সমভিব্যাহারে কোন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমন্দিরে আরতি দেখিতে গমন করি। মন্দির গৃহ ঝাড় লণ্ঠনের আলোকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া, গরিব রমণী বেচারি হতবুদ্ধি হইয়া ভয়ে ভয়ে আমার কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি এক্ষণে এখানে 'সন্ধ্যা আহ্নিক' করি, তাহা হইলে আমরা বড় হাস্যাস্পদ হইব?" পাঠক বুঝুন, ধর্ম্মমন্দিরে গান বাজনা শুনিতে লজ্জা নাই "সন্ধ্যা আহ্নিক" করিতে লজ্জা!!

সেণ্টপল ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি এই দুই ভজনালয়ে খুব ধূমধাম ও জাঁকজমকের সহিত উপাসনা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। ইংলিশচর্চ্চ সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট বক্তাগণ এই দুই স্থানে ধর্ম্মোপদেশ-বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন।

যাহারা ইংলিশচর্চ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, তাহাদের প্রার্থনা পুস্তক নাই, ধরাবাঁধা উপাসনার নিয়ম নাই। পুরোহিত একা উপাসনার সমস্ত অঙ্গ সম্পন্ন করেন, সমাজের হইয়া আরাধনা করেন, স্তোত্র পাঠ করেন, বক্তৃতা প্রদান করেন, এবং অবশেষে ভিক্ষার ঝুলি উপাসকমণ্ডলীর নিকট প্রেরণ করিয়া সমাজ ভঙ্গ করেন। ভিক্ষায় যাহা কিছু সংগ্রহ হয়, তাহা সমস্ত তাঁহার নিজস্ব, তাহাই তাঁহার বেতন।

ফরাশীদেশে উপাসনা অবসানে সুগভীর ভিক্ষার ঝুলি উপাসকবৃন্দের নিকটে লইয়া গিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু বিলাতী আচার্য্য তাহার ফরাশী ভ্রাতা অপেক্ষা অধিক চতুর,—বিলাতে ঝুলির পরিবর্ত্তে অনাবৃত থালের ব্যবস্থা। যে উপাসক ঝুলির মধ্যে এক কড়া কানা কড়ি ফেলিয়া দিতে পারিত, অনাবৃত থালে তাহাকে বাধ্য হইয়া চক্ষুলজ্জার খাতিরে দুই এক আনিও দিতে হয়। ভিক্ষা সংগ্রহকার থাল বাহির করিবার অগ্রে, তাহাতে টাকা আধুলি রাখিয়া উপাসকবৃন্দের নিকট উপস্থিত হয়। ইহার অর্থ কি বুঝিলে? "হে উপাসকবৃন্দ! তোমরা সকলে প্রাণ খুলিয়া এইরূপ দান কর।" ফরাশী দেশে "ম্যাস" নামক উপাসনায় যোগদান করিতে হইলে, গস্‌পেল পাঠের পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা তোমার যাওয়া ধর্ত্তব্য নহে, বিলাতে সেইরূপ ভিক্ষা সংগ্রহের

পূর্ব্বে তোমার চর্চ্চে যাওয়া চাহি। বিলাতে কোন আচার্য্য উপাসনাভঙ্গের পর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করেন না, তাঁহারা সে ভ্রমে কখন পতিত হয়েন না, তাঁহারা বেশ জানেন, উপাসনাভঙ্গের পর সকলেই গৃহ প্রত্যাগমনের জন্য ব্যস্ত, ভিক্ষার ঝুলির প্রতি তখন অনেকেরই দৃষ্টি পতিত হয় না। যখন উপাশকবৃন্দেরা আপনাপন আসনে উপবিষ্ট থাকেন, ভিক্ষার থাল তখন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তোমার দক্ষিণ পার্শ্বের প্রতিবাসী তোমাকে থাল বাড়াইয়া দিলেন, তুমি তোমার বাম পার্শ্বের প্রতিবাসীকে হাত বাড়াইয়া তাহা দাও, এই প্রকারে থাল এক সারির শেষে উপস্থিত হইলে, সংগ্রহ-কার তাহা পরবর্ত্তী সারে চালাইয়া দেয়। ফরাশীদেশে আচার্য্য যখন তোমার আসনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ঝুলিস্থিত পয়সা বাজাইতে থাকেন, তখন চক্ষুমুদ্রিত করিয়া নিদ্রার ভাণ করা চলে, কিন্তু বিলাতী চর্চ্চে তাহা অসম্ভব, থালার হাত এড়াইবার যো নাই।

নিম্নলিখিত রহস্যটি পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তথাপি বড় সার্থক বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছি। কোন ভগ্ন জাহাজের দুই নাবিক পরিত্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া এক জন অপর জনকে বলিতেছে, "আমাদের আত্মা কি প্রকারে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে? আমরা আরাধনা জানি না, স্তোত্র জানি না, আমরা কি করিতে পারি?" অপর জন উত্তর করিল, "আইস, আমরা ভিক্ষার ঝুলি বাহির করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করি।"

বিলাতে ধর্ম্মের সংখ্যা।

ভজনামন্দিরে গমন করা এবং ধর্ম্মবিষয়ের বাদানুবাদে জীবন অতিবাহিত করাই যদি খৃষ্টান ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জনবুল ঘোর খৃষ্টান। ধর্ম্মের শাসন অনুসরণ না করিয়া কেবল ধর্ম্মের গোঁড়া হইয়া তর্ক করিলেই যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে জনবুলের ঈশ্বর প্রেম অতুল। বিলাতে ধর্ম্মানুরাগ ক্রমে বায়ুগ্রস্ততায় পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম ভাল হউক বা মন্দ হউক জানিবার আবশ্যক নাই,—কোন ধর্ম্ম না থাকা অপেক্ষা যে কোন একটা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকা ভাল।

ফরাশী আপন ভ্রম লইয়া গর্ব্ব করে, যে ভ্রম তাহার নাই তাহাও আরোপ করা গৌরব বিবেচনা করে; ইংরেজ গুণের গরিমা করে, যে গুণ তাহার নাই তাহাও আছে বলিয়া প্রকাশ করে। ফরাশী পাপকর্ম্ম না করিয়াও করিয়াছি বলিয়া বাহাদুরি করে, ইংরেজ সৎকার্য্য না করিয়াও করিয়াছি বলিয়া ভণ্ডামি করে।

বিলাতে Free Thinkers ব্যতীত, Shakers, Ranters, Peculiar People, Salvationist প্রভৃতি কোন সম্প্রাদায়িক ধর্ম্মের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা নাই। পদপ্রার্থী হইয়া লোকে ভাবী প্রভুর নিকট সুখৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দেয়, সংবাদপত্রে অপায়ী বলিয়া বিজ্ঞাপন দেয়। ফরাশী সুখৃষ্টান বলিয়া যদি আপনার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে ইহজগতে তাহার অন্ন জুটিয়া উঠা কঠিন।

প্রত্যেক ইংরেজ আপন অভিরুচি অনুসারে ঈশ্বরের ভজনা করে। সরকারী খাতায় ১৮৬টি মার্কামারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আছে। ইহা ব্যতীত বাজে মার্কা কত সম্প্রদায় যে আছে, তাহা, সংখ্যা করা কঠিন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই যে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা আর বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এপর্য্যন্ত কেহ পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া তথায় কোন্ সম্প্রদায়ের কি গতি তাহা বলিতে পারে নাই।

খৃষ্টানধর্ম্ম অতি প্রশংসার জিনিষ, কিন্তু খৃষ্টানেরা তাহা হইতে বহু দূরে স্থিত। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি ইহা অপেক্ষা আমার অধিক ভক্তি, কারণ তাহারা আপন ধর্ম্ম অনুসরণ করে। কিন্তু আমাকে এমন একটি খৃষ্টান দেখাও যিনি আপনার প্রতিবাসীকে আপনার ন্যায় ভাল বাসেন, যিনি দক্ষিণ গণ্ডে চড় খাইয়া বাম গণ্ড ফিরাইয়া দেন, যিনি আপন শত্রুকে মার্জ্জনা করেন, যিনি আপন বস্ত্র ফিরিয়া চাহেন না, যিনি আপনার ন্যায় অপরের প্রতি ব্যবহার করেন, যিনি খৃষ্টানধর্ম্মশাস্ত্রের এই সামান্য নিয়মগুলি প্রকৃতরূপে প্রতিপালন করেন।

ধর্ম্ম এক্ষণে ব্যক্তিগত নাই বলিয়া, ইহার পবিত্রতা ও সরলতার অনেক হ্রাস হইয়াছে। অন্য দেশ অপেক্ষা বিলাতে এই কথা বিশেষ খাটে ; প্রতিযোগিতাবশত, ধর্ম্মে স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়ম প্রচলন বশত, সকলেই প্রতিবাসী অপেক্ষা আপনাকে অধিক ধার্ম্মিক দেখাইতে চেষ্টা করে। ঈশ্বরের ভজনা কর ভালই, কিন্তু ভজনামন্দিরে দাঁড়াইবার প্রয়োজন

কি? গৃহের ছাদে উঠিবারই বা প্রয়োজন কি? স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কর না কেন? কিন্তু কয়টা লোক তাহা করে!!

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোক শপথ করিবার সময় পোপের নাম, প্রটেষ্টাণ্টেরা লুথার ও ক্যালভিনের নাম, পিউরিটান বা শুদ্ধি-সাধকেরা জন নক্সের নাম, ওয়েজলিয়ানমতালম্বীরা জন ওয়েজলির নাম এবং মুক্তিফৌজেরা বুথ এবং তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার নাম গ্রহণ করে। লণ্ডনের ব্যাপ্‌টিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত লোক স্পর্জানের অধরনিসৃত বাক্য-সুধা পানের নিমিত্ত ব্যাপ্‌টিষ্ট ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া লোকে লোকারণ্য করিয়া তুলে। কেহ কেহ মনে করেন, মুডি ও শ্যাঙ্কির * কোটের পুচ্ছদেশ স্পর্শ করিতে পারিলে তাহাদের মুক্তি লাভ হইল। উপাসনা প্রদান করিবার জন্য আচার্য্যেরা যখন উপাসকবৃন্দ ভেদ করিয়া বেদী অভিমুখে গমন করেন, আমি দেখিয়াছি তখন অনেক স্ত্রীলোক তাঁহাদের করপীড়ন করিয়া স্বর্গ লাভ হইল মনে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বাতরোগাক্রান্ত হইলে দেবতা-বিশেষের দোহাই দিয়া থাকে, বিদ্যুৎ ও বজ্র হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আর এক দেবতার দ্বারে "হত্যা দেয়।" এই সকল লোকের ধর্ম্মে ঈশ্বরের বড় প্রাধান্য নাই।

বিলাতে ধর্ম্মের ভাব অন্যান্য সকল বিষয় গ্রাস করিয়া সকলের উপর প্রভুত্ব করে। কারাগার ও বাতুলালয় ধর্ম্মরূপ বায়ুগ্রস্ত লোকে পরিপূর্ণ।

* ধর্ম্মপ্রচারকদ্বয়।

ফরাশীদেশে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিলে লোকে বলিয়া উঠে, "ইহার মূলে যে স্ত্রালোক আছে, সে কোথায় ?" বিলাতে সেই স্থলে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে মূলে ধর্ম্মমন্দির পাইবে। এমন 'নামজাদা' দেউলিয়া-পড়া লোক দেখিবে না যিনি ঋণদাতাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এবং লোকের নিকট হইতে যাহা অপহরণ করেন তাহার কিছু অংশ উৎকোচ স্বরূপ ঈশ্বরকে দিবার জন্য, একটা চর্চ্চ বা সামান্য একটা চাপ্‌ল প্রতিষ্ঠা না করিয়াছে। আজিকার সংবাদ পত্র খুলিয়াই পড়িলাম, এক ব্যক্তি মিথ্যা রূপে দেউলিয়া পড়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। কোন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধা রমণী বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট কোম্পানির কাগজ জেম্মা রাখেন। তিনি বলেন, "অপরাধীর প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, বিশেষ এক দিন আমি তাহাকে থিয়েটার দেখিবার টিকিট প্রদান করি, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, এবং বলেন তিনি কখন সেরূপ স্থানে পদার্পণ করেন না, সেই দিন হইতে তাহার প্রতি আমার বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি হয়।"

বিলাতে দুইটি ধর্ম্মসম্প্রদায় রাজার সাহায্য পাইয়া থাকে,—ইংল্যাণ্ডে ইংলিশ-চর্চ্চ সম্প্রদায় এবং স্কটল্যাণ্ডে প্রেস্‌বিটেরিয়াণ সম্প্রদায়। আয়র্ল্যাণ্ডে ১৮৬৯ সাল হইতে রাজ-চর্চ্চ উঠিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ রাজকোষ হইতে কোন সম্প্রদায়কে সাহায্য দান করা হয় না।

দুইজন আর্চ্চবিশপ (প্রধান বা দলপতি মোহন্ত) ও ত্রিশজন বিশপ ইংলিশ-চর্চ্চ সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধারক। একজন আর্চ-

বিশপের পদবী আর্চ বিশপ অফ কেণ্টারবেরী এবং অপর একজনের পদবী আর্চ বিশপ অফ ইয়র্ক। ইহাঁরা দুইজন ও ২৪ জন বিশপ লর্ড বা কুলীন সভার সভ্য।

প্রেস্‌বিটেরিয়ান বা স্কচ-চর্চ্চ জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লি নামক কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীন। পাদ্‌রি ভিন্ন অন্য লোকও ইহার সভ্য হইতে পারে। প্রতিবৎসর জেনারেল অ্যাসেম্‌বি বা কমিটি হইতে একজন "মডারেটার" এবং সরকারের তরফ হইতে একজন "হাইলর্ড কমিশনার" নিযুক্ত হয়েন, তাঁহারা কমিটির সভাপতি।

উপরিউক্ত দুই চর্চ্চ বা সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। সাহায্য অপ্রাপ্ত অর্থাৎ ননকনফরমিষ্ট চর্চ্চের মধ্যে মেথডিষ্ট, ইউনিটেরিয়ান, কনগ্রিগেশনালিষ্ট এবং ওয়েস্‌লিয়ান সম্প্রদায় প্রধান।

বিলাত ও বিলাতের উপনিবেশে অনুমান লোক সংখ্যা আট কোটি দশ লক্ষ। তাহার মধ্যে ১ কোটি আশি লক্ষ ইংলিশ-চর্চ্চ সম্প্রদায় ভুক্ত, ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মেথডিষ্ট, ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ক্যাথলিক, ১ কোটি ২ লক্ষ ৫০ সহস্র প্রেস্‌বিটেরিয়ান, ৮০ লক্ষ ব্যাপ্টিষ্ট, ৬০ লক্ষ কনগ্রিগেশনালিষ্ট, ১০ লক্ষ ইউনিটেরিয়ান এবং ১০ লক্ষ অন্যান্য সামান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত।

এই স্থলে ইংল্যাণ্ডের একশত অশীতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের তালিকা দিতেছি। তৎসম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য যাহা কিছু আছে তাহা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা হইবে।

The Advent Christians ;

The Apostolics ;

The Arminians, who, contrary to the Calvinists, believe that Christ saved all men by his death ;

The Baptists, who deny that baptism should be received before the Christian has arrived at years of discretion and made a profession of faith ;

The Baptized Believers ;

The Believers in Christ, or Christians who believe that their prayers alone can influence the decrees of Divine Providence ;

The Believers in the Divine Visitation of Joanna Southcott, prophetess of Exeter ;

The Benevolent Methodists ;

The Bible Christians, or Bryanites, a sect founded in 1815, by William O'Byran, and who receive the Communion seated ;

The Bible Defence Association ;

The Blue Ribbon Army, whose followers drink no alcoholic drink ;

The Brethren, who practise no rites and have no ministers : they baptize one another. According to them, to preach the Gospel is to deny that the Saviour's work is finished ;

The Calvinists,who deny the real presence ;

The Calvinistic Baptists, who find the opinions of Wesley too Arminian ;

The Catholic Apostolic Church :

The Christians, owning no name but the Lord Jesus ;

The Christians, who object to be otherwise designated;

The Christian Believers;

The Christian Brethren;

The Christian Disciples;

The Christian Eliasites;

The Christian Israelites;

The Christian Mission;

The Christian Teetotalers;

The Christian Temperance Men;

The Christian Unionists;

The Christadelphians

The Anglican Church, itself divided into High Church, Low Church, and Broad Church. The adherents of the High Church, otherwise the Ritualists, adopt the confessional and grand ceremonies in imitation of the Roman Catholics. They do not recognise the authority of the Pope, and can therefore receive the financial support of the State. The Low Church affects an almost Calvinistic austerity, and is very much akin to Dissent. The Broad Church party does not believe in hell, and counts amongst its clergy, some of the most illustrious names of England. The late Dean Stanley was the brightest ornament of the Broad Church

The Church of Scotland;

The Scotch Free Church:

The Church of Christ:

The Church of the People:

The Church of Progress ;

The Congregationalists, who appoint their own ministers, and have no settled form of prayer;

The Countess of Huntingdon's Connexion, who adopt the Church of England Prayer-Book. This sect was founded in the eighteenth century by Lady Selina Shirley, Countess of Huntingdon ;

The Covenanters, a sect founded in the sixteenth century, when the Protestant Church was thought to be in danger ;

The Coventry Mission Band ;

The Danish Lutherans ;

The Disciples in Christ ;

The Disciples of Jesus Christ. Sect founded by Mr. Thomas Campbell, who proposed to set aside all questions of dogma, and to establish the unity of the Church of the Saviour ;

The Eastern Orthodox Greek Church ;

The Eclectics ;

The Episcopalian Dissenters

The Evangelical Mission ;

The Evangelical Free Church ;

The Evangelical Unionists, founded in Scotland in 1840, by Mr. James Morrison, who proclaimed the greatest sin to be a want of belief that Christ has, by His death, saved all men, past, present, or unborn ;

The Followers of the Lord Jesus Christ ;

The Free Catholic Christian Church ;

The Free Christians ;

The Free Christian Association ;

The Free Church ;

The Episcopal Free Church ;

The Free Church of England ;

The Free Evangelical Christians ;

The Free Grace Gospel Christians ;

The Free Gospel and Christian Brethren

The Free Gospel Church ·

The Free Gospellers ;

The Free Methodists ;

The Free Union Church ;

The General Baptists ;

The General Baptist New Connexion ;

The German Evangelical Community ;

The Strict Baptists ;

The German Lutherans ;

The German Roman Catholics ;

The Glassites, a sect founded in Scotland, in the eighteenth century, by John Glass, into which members are admitted with a holy kiss. The followers of John Glass abstain from all animal food that has not been bled ;

The Glory Band ;

The Greek Catholic Church :

The Halifax Psychological Society ,

The Hallelujah Band, whose services consist entirely of thanksgiving ;

The Hope Mission ;

The Humanitarians, who deny the divinity of saviour;

The Independents ;

The Independent Methodists ;

The Independent Religious Reformers ;

The Independent Unionists ?

The Inghamites, followers of Mr. Benjamin Ingham, son-in-law of the famous Countess of Huntingdon ;

The Israelites ;

The Irish Presbyterian Church ;

The Jews ;

The Lutherans, who, contrary to the Calvinists, believe in the real presence ;

The Methodist Refrom Union ;

The Missionaries ;

The Modern Methodists ;

The Moravians ;

The Mormons ;

The Newcastle Sailors' Society ;

The New Church ;

The New Connexion General Baptists ;

The New Wesleyans ;

The New Jerusalem Church ;

The New Methodists :

The Old Baptists ;

The Open Baptists ;

The Order of S. Austin ;

The Orthodox Eastern Church ;

The Particular Baptists ;

The Peculiar People, who trust in Providence to cure them of all ills ;

The Plymouth Brethren ;

The Polish Protestant Church ;

The Portsmouth Mission ;

The Presbyterian Church in England, founded by the Puritans ;

The Presbyterian Baptists ;

The Primitive Congregation ;

The Primitive Free Church ;

The Primitive Methodists ;

The Progressionists ;

Tne Protestant Members of the Church of England ;

The Protestant Trinitarians ;

The Protestant Union ;

The Providence ;

The Quakers ;

The Ranters, whose worship consists in jumping and clapping of hands ;

The Rational Christians ;

The Reformers ;

The Reformed Church of England ;

The Reformed Episcopal Church ;

The Reformed Presbyterians or Covenanters ;

The Recreative Religionists ;

The Revivalists ;

The Roman Catholics ;

The Salem Society ;

The Sandemanians, who are identical with Glassites, Mr. Robert Sandeman having been the most fervent follower of Mr. Glass ;

The Scotch Baptists ;

The Second Advent Brethern, who wait for the second coming of the Messiah ;

The Secularists, who believe that the affairs of this world should be thought of before those of the next, and that religion cannot pretend to the monopoly of what is good and moral ;

The Separatists, who hold their goods at the disposition of brethern in distress, and refuse to take oath ;

The seventh-day Baptists ;

The shakers, a sect founded by Ann Lee, who had a divine revelation, wherein it was revealed to her that the lust of the flesh was the cause of the depravity of man ;

The Society of the New Church;

The Spiritual Church ;

The Spiritualists, who believe they have intercourse with the spirits of the other world ;

The Swedenborgians, a sect founded by Emmanuel swedenborg, in 1688 ;

The Temperance Methodists ;

The Trinitarians ;

The Union Baptists ;

The Unionists ;

The Socinians, or Unitarians, who reject the doctrine of the Trinity, and deny the divinity of Christ: they differ but little from the Humanitarians;

The Unitarian Baptists;

The Unitarian Christians;

The United Christian Church;

The United Free Methodist Church;

The United Presbyterians;

The Universal Christians, whose believe is, that God will one day call all Christians to himself, whether they have been good or bad in this world; that sin does not go unpunished, but is punished in this life;

The Welsh Calvinists;

The Welsh Presbyterians;

The Welsh Wesleyans;

The Wesleyans;

The Wesleyan Methodists;

The Wesleyan Reformers;

The Wesleyan Reform Glory Band

The Working Man's Evangelistic Mission.

মুক্তি পথের তালিকা এই খানে শেষ হইল। ইহাতেও জনবুল যদি সশরীরে স্বর্গারোহণ না করেন, তাহা হইলে জনবুল্‌কে কেহ দোষ দিতে পারিবে না।

ধর্ম্মের ব্যবসা

দিন দিন কত সম্প্রদায় হইবে—গুডফাইডে—স্কটল্যাণ্ডে ক্যালভিন ধর্ম্ম—সল্ট লেক উপত্যকায় মর্ম্মন ধর্ম্ম—অলিয়ান্স কুমারীর বিবাহ—কোয়েকার সম্প্রদায়—শেকার সম্প্রদায়—চক্ষে আমরা কেন নাই।

বিলাতে প্রতিদিন নূতন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হইতেছে। কোন অপরিজ্ঞাত ধর্ম্ম প্রচারক বাইবেলের কোন অংশের নূতন অর্থ আবিষ্কার করিল, অমনি তাহার চতুর্দ্দিকে লোক একত্রিত হইয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্য ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিল। লোকে মধ্যে মধ্যে এই প্রকার সার্কুলার বা বিজ্ঞাপন পাইয়া থাকে, যথা,

"মহাশয়, কিছু দিন হইল এ পল্লীতে এক নূতন মন্দিরের অভাব হইয়াছে। মান্যবর অমুক আচার্য্য কার্য্যভার লইতে প্রস্তুত, কেবল মন্দির নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ করিবার অপেক্ষা।" কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র চালা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সংগ্রহিত অর্থ বৃদ্ধির সহিত কাষ্ঠের স্থানে টিন দেখা দেয়, এবং লোকের আগ্রহ শীতল না হইলে, অনতিবিলম্বে তথায় এক সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির মস্তকোত্তলন করিয়া উত্থিত হয়।

লণ্ডনে শীঘ্র একটী থীষ্টিক অর্থাৎ একেশ্বর বাদী সম্প্রদায়ের মন্দির নির্ম্মিত হইবে। কোন ভদ্রলোক চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রমাণ করিতে বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন যে, কেবল এক পরম পিতা পরমেশ্বরেরই আরাধনা করা উচিত। তিনিই

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন। অতি মৃদুমন্দ গতিতে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে বলিয়া উপরোক্ত ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "একেশ্বর-বাদীতায় অনেকের বিশ্বাস, তবে তাঁহারা উদারতার সহিত স্বীয় বিশ্বাস প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া আমার নিকট আসেন না কেন?" শুনা যায় তিনি কেবল ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে উদ্যত, তাহাদের উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ জন্য সেই টাকা তিনি যথেষ্ট বিবেচনা করেন না।

আপাতত লণ্ডনে "হোলি অ্যাপসল" সম্প্রদায়ের এক মন্দির প্রস্তুত হইতেছে। তথায় উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র ও পেসাদার গায়কের সাহায্যে অতি মনোহর নয়নরঞ্জন দৃশ্যাবলী প্রদর্শিত হইবে। বেদী অ্যাপসল্ বা প্রচারক বৃন্দের বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হইবে। বেদীর পশ্চাদভাগে ঘন ঘোর বিশাল শিলাপুঞ্জের মধ্যস্থলে এক সমুজ্জ্বল ক্রুশ দেদীপ্যমান থাকিবে। দুইশত লোক একত্রে সংকীর্ত্তন করিবে এবং তাহার সহিত বীণা প্রভৃতি তারযন্ত্র সমূহ তালে তালে বাজিতে থাকিবে। মন্দিরের মধ্যস্থলে রূপার গিল্‌টি করা ক্রুশ রূপী এক প্রকাণ্ড ঝাড় ঝুলিবে এবং বৈদ্যুতিক আলোকে তাহা আলোকিত হইবে। অতএব বুঝিতেই পারিতেছ, ইহা কি বিশাল ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। ইংলিশ-চর্চ্চ সম্প্রদায়ের এক ফুট ফুটে যুবা আচার্য্য এই মহা সমারোহের মূল। তাঁহার কার্ত্তিকের ন্যায় সুচেহারায় পল্লীর কোমলাঙ্গীরা তাঁহার প্রতি একে বারে ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের তালিকা প্রদত্ত

হইয়াছে, তন্মধ্যে রোমান্ ক্যাথলিক্ ও অ্যাপষ্টলিক্ সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্যোতি। ইংরেজ এখনও বলিয়া থাকে, "রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম দূর হউক।" কোয়েকার, জম্পার, স্যালভেশনিষ্ট (মুক্তি ফৌজ), র‍্যান্টার প্রভৃতি সম্প্রদায়ে তাহারা ভীত নহে, কিন্তু কৃষ্ণ-বসন, মুণ্ডন-কেশ আচার্য্য দেখিলেই পোপ ও মেরীর কথা তাহাদের মনে পড়ে।

একটা কথা আছে, "ঘরপোড়া গরু সিন্দূরে মেঘ দেখে ভয় খায়," ইংরেজদের ঠিক সেইরূপ। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের ঘৃণা এতদূর দাঁড়াইয়াছে যে, শুনিলে বিশ্বাস হয় না। একটা উদাহরণ দিতেছি। গুড্‌ফ্রাইডে বিলাতে সাধারণের আমোদের দিন বলিয়া পরিগণিত। যাহারা ইংলিশ-চার্চ্চ অথবা প্রেসবিটেরিয়েন্ চার্চ্চ সম্প্রদায়-ভুক্ত নহে, তাহাদের মধ্যে ইহা বিশেষ আমোদের দিন। রোমান ক্যাথলিকেরা বলেন, "এই দিন যীশুখৃষ্ট মানবলীলা সম্বরণ করেন, আইস আমরা নির্জ্জনে এই দিন অতিবাহিত করি।" ইংরেজ বলেন, "এই দিন যীশুখৃষ্ট আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন, আইস আমরা আমোদ করি।" এতাদৃশ বিদ্বেষ সত্ত্বেও অধিকাংশ ইংরেজ এখনও গুড্‌ফ্রাইডের দিবস মাংস আহার করে না।

যদি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের কঠোরতা দেখিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে স্কট্‌ল্যাণ্ডে যাইতে হইবে। তথায় প্রেস্-বিটেরিয়েন্ সম্প্রদায়ের লোক কঠোর ব্রতাচরণ করিয়া থাকে, কেহ ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দেয় না, কোন বিষয় অর্দ্ধ সম্পাদিত করিয়া রাখে না, ফাল্‌ফামি বা ছেবলামির

অনুমোদন করে না। আমি জানি স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসী কোন প্রেস্‌বিটেরিয়ান আচার্য্য বেত্রহস্তে আপন সন্তানগণকে ঈশ্বরোপাসনা শিক্ষা দেন; এবং সন্দেহ বা ভ্রমে পতিত হইলে তাহার পৃষ্ঠে উত্তম মধ্যম বেত্রাঘাত করেন। এই সকল নিরানন্দময় খৃষ্টানদের চক্ষে আমোদ প্রমোদ দূষণীয়, ঠাট্টা তামসা পাপকর্ম্ম। আমোদ প্রমোদ ও ঠাট্টা তামসা কি ছেব্‌লামির পরিচয় নহে? এক দিন কি প্রত্যেক বৃথা বাক্যের জন্য আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট জবাবদিহী করিতে হইবে না? স্কচ্‌জাতি যথার্থই ধর্ম্মনিরত এবং পৃথিবীতে যদি কোন জাতির ধর্ম্মে আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে স্কচ্‌জাতির তাহা আছে।

মর্ম্মন্ সম্প্রদায় মার্কিণ দেশে খুব প্রবল। বহুবিবাহ ইহার অনুমোদিত। মর্ম্মন্ সম্প্রদায়ের লোক ইহলোকে স্ত্রীমণ্ডলী লইয়া সন্তুষ্ট নহেন, পরলোকে পরিণয়রূপ উচ্চ আশায় আশান্বিত। মর্ম্মন সম্প্রদায়ের এইরূপ আচার যে, কোন সদাচার লোকের মৃত্যুর পর তাহার পুরস্কার স্বরূপ অন্য কোন মহাত্মার পরলোক প্রাপ্ত আত্মার সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। ১৮৭৬ সালে আমার কোন বন্ধু মর্ম্মন ধর্ম্মাবলম্বীদের পীঠস্থান সল্টলেক্ নগর দেখিতে গমন করেন। তথায় তাহার সহিত এক রূপবৎ রমণীর আলাপ হয়, যিনি এক্ষণে মর্ম্মন বিসপ্ বা প্রধান আচার্য্যের সহধর্ম্মিণী। উক্ত রমণী আমার বন্ধুকে এই কয়েকটী কথা বলেন, "আমার প্রথম স্বামী দ্বাদশ বৎসর হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আমার প্রতি বড় সদয় ছিলেন,

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি আমার সম্মান ছিলনা, কারণ তিনি আমার প্রতি যেরূপ প্রসন্ন ও সদয় ছিলেন, অপরাপর স্ত্রীর প্রতি সেরূপ ছিলেন না। আমাদের ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীবিশেষের প্রতি পুরুষের অধিক ভালবাসা দেখাইতে নাই। আমার দ্বিতীয় স্বামী, আহা! তিনি মহাত্মা ও প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করি না, আমরা তাঁহার সৌভাগ্যের ভিখারী, তিনি পবিত্রাত্মার দেশে প্রবাসী হইয়াছেন, গত বৎসর আমরা আমাদের মন্দিরে কোন সাধ্বী কুমারীর সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।"

কোয়েকার বা কম্পনপ্রবণ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস অতি সুন্দর। এই সম্প্রদায়ের প্রথম শিষ্যেরা ঈশ্বরের সম্মুখে কম্পিত ভাব দেখাইবার নিমিত্ত, আরাধনার সময় অঙ্গভঙ্গি করিত এবং তাহাতে গৌরব আছে মনে করিত। কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোক ইষ্টদেবতা ব্যতীত কাহারও সম্মুখে জানু পাতিয়া বসে না, কাহারও উদ্দেশে সম্মানসূচক হ্যাট উত্তোলন করেনা, সকলকে "তুমি" "তোমাকে" বলিয়া সম্বোধন করে, শপথ গ্রহণ করিতে কখনও স্বীকার করেনা, এবং যুদ্ধ বিক্রম পাপাত্মক বলিয়া সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হয় না, তাহারা স্যেক্রামেণ্ট ও কন্‌সিক্রেসন্ প্রভৃতি খৃষ্টানী ব্রত পালন করে না, কোয়েকার ব্যতীত তাহাদের আর এক নাম "বন্ধু সমাজ।" সভা সমিতিতে তাহারা প্রথমে নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, অবশেষে কোন কম্পনপ্রবণ ব্যক্তি পবিত্র প্রেতদ্বারা পরিচালিত হইয়া আরা-

ধনা ও অঙ্গভঙ্গি করিতে আরম্ভ করে ১৭৫০ সালে লেষ্টার সায়ার প্রদেশবাসী জর্জ ফক্স নামক চামার বিশেষের দ্বারা এই ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রথমে স্থাপিত হয়। খ্যাতনামা রাজনীতজ্ঞের অগ্রগণ্য জন ব্রাইট এই সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই জন্যই তিনি ১৮৮২ সালে মিশর যুদ্ধের সময় প্রধান মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোনের মন্ত্রী সভা ত্যাগ করেন।

আমেরিকার নব শেকার সম্প্রদায় কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রায় অনুরূপ, তাহাদের ধর্ম্মোপাসনা এই প্রকারে সম্পাদিত হয়; নরনারীকুল মুখ-মুখী ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইয়া, করতালি লম্ফ ঝম্ফ ও চীৎকার করিতে করিতে অবশেষে অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া ভূতলে পতিত হয়। যদি কালি কতকগুলি লোক কোন নূতন সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া হাতে চলিয়া ঈশ্বরের আরাধনা প্রচলিত করে, তাহাতেও কেহ আশ্চর্য্য হইবে না। ইহা বন্ধ বা ইহার প্রতিবিধান করিবার কোন উপায় নাই। একটা চর্চ্চ চ্যেপ্‌ল্ বা কোন প্রকার সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দাও, দেখিবে এমন কোন আরাধনা পদ্ধতি নাই, যাহা স্বচ্ছন্দে বিনা বাধায় আচরিত হইতে না পারে। বিলাতের ন্যায় মন্দিরগমনের দেশে তোমার যে কোন প্রকার ধর্ম্মে বিশ্বাস হউক না, একটা কোন আরাধনা স্থলে গমন করিলেই হইল।

ডেভন্‌সিয়ার প্রদেশবাসী কোন সামান্য আচার্য্যকে একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম, "তোমরা কেন গির্জ্জায় আইস আমি তাহার কারণ বলিতেছি। কৃষক! তুমি আইস তোমার প্রভু জমিদারকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, দোকানদার! তুমি

আইস খরিদারের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। নবীন রমণী, তুমি আইস নূতন পরিচ্ছদ দেখাইবার জন্য। ফল কথা, গির্জায় না আসিলে তোমরা কোথাও স্থান পাও না; সেই ভয়ে তোমরা সকলে গির্জায় আসিয়া থাক।”

ঢালাও মুক্তি

স্যালভেশন আর্মি। মুক্তিফৌজ অবজ্ঞাপূর্ণ পট—দরবেশ—মুক্তিফৌজের আরাধনা পদ্ধতি—পাপী কি প্রকারে নরকে গমন করে মুক্তিবর্ত্তিকা—পিকডিলিযার পিপুল—জোনা সাউথকট ও জম্পার সম্প্রদায়।

মহৎ রোগের মহৎ ঔষধি আবশ্যক। যে শ্রেণীর লোক পূর্ব্বে গির্জায় পদার্পণ করিবার কথা মনেও আনিত না, প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় যাহাদিগকে চাহিত না, অন্য সম্প্রদায় যাহাদিগকে আশ্রয় দিত না, রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের তমসাচ্ছন্ন সুর ও অবোধ্য লাটিন ভাষা লিখিত আরাধনা যাহাদের নিকট শং-এর ন্যায় বোধ হইত, যাহারা পরিব্রাজক প্রচারকের একঘেয়ে উপদেশে আকর্ষিত হইত না, এত দিন সেই নীচ শ্রেণীর লোকের মুক্তির কোন উপায় ছিল না। তাহাদের জন্য কোন প্রকার আবেগময় নূতন ধরণের ধর্ম্ম আবিষ্কার করা আবশ্যক হইয়াছিল। অধম হইতেও অধম ইংরেজের সামান্য পরিচ্ছদের নিম্নে যে ধর্ম্মোন্মাদ নিদ্রিত রহিয়াছে, যাহাতে তাহা জাগ্রত হয়, তজ্জন্য চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়া প্রায় একশত শ্রমজীবী লোককে সেই নূতন সম্প্রদায়ের রেজেষ্টরিভুক্ত করা হইল। তাহারা মুক্তি-ধ্বজা তুলিয়া ও ঢোল বাজাইয়া লম্ফঝম্ফ, অঙ্গভঙ্গী, নৃত্য ও চীৎকার করিতে করিতে লণ্ডনের রাস্তা দিয়া চলিল। তাহাদিগকে দেখিয়া লোক যুগপৎ আনন্দিত ও চমকিত হইল। নূতন ধর্ম্মের নূতন ভক্তেরা বলিতে লাগিল, "ইচ্ছা হইলে তোমরা হাসিতে পার, কিন্তু মনে রাখিও তোমরা নরকে যাইতেছ, আর আমাদের মুক্তি হইল"। ইহা বলিয়া তাহারা অধিকতর তেজে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল ও অধিকতর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। "শব্দ কর, চীৎকার কর, জলপান কর (সুরাপান করিও না) ও ঈশ্বরের আরাধনা কর", ইহাই তাহাদের বুলি হইল। পাপীর মুক্তিই তাহাদের প্রধান ব্রত, সেই জন্য তাহাদের নাম হইল "মুক্তিফৌজ"।

চতুর্দ্দিক হইতে অর্থের স্রোত বহিতে লাগিল, তাহাদের উপর গিনি বৃষ্টি হইতে লাগিল। লোকহিতকর প্রথা বা ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অর্থ আবশ্যক হইলে, বিলাতের লোক সকল সময়েই ধনভাণ্ডার খুলিয়া প্রস্তুত। প্রতিদিন নূতন ভক্ত আসিয়া মুক্তিফৌজের অঙ্গপুষ্টি করিতে লাগিল—ক্ষুদ্র ফৌজ ক্রমে বৃহৎ ফৌজ বা রেজিমেণ্টে পরিণত হইল। অল্পদিন পূর্ব্বে দুই একশত ভক্ত লইয়া যে ফৌজ গঠিত হয়, ক্রমে তাহা বিশিষ্ট সৈনিকদলে পরিণত হইল। প্রকৃত সৈনিকদল বা রেজিমেণ্টের ন্যায় মুক্তিফৌজেরও সাজ্জাম,

লেফ্‌টেনাণ্ট, কাপ্তেন, কর্ণেল, ও জেনারেল এই ক্রম অনু-
সারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল।

মুক্তিফৌজ বিজয়মদে মত্ত হইয়া নগর হইতে নগরান্তরে
বিজয়পতাকা তুলিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ভজনালয়ের
নাম "মুক্তি-বারিক"। বারিকের অভ্যন্তরে সভা আহ্বান
করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, তাহারা দলে দলে ঢাক ঢোল বাজাইয়া
রাজপথ, পল্লী ও গৃহ আক্রমণ করিয়া সকলকে স্বমতে
আনিতে বাহির হয়। যদি মুক্তিফৌজের কোন চর জানিতে
পারিল, তোমার মুক্তির পক্ষে সন্দেহ আছে, তাহা হইলে
তোমার অদৃষ্ট ভাঙ্গিল। একদল মুক্তিফৌজ আসিয়া তোমার
গৃহের গবাক্ষের নিম্নে গড়খাই করিয়া ঢাক, ঢোল, বাঁশী, কাঁশী,
করতাল বাজাইয়া এমনি অমানুষী চীৎকার আরম্ভ করিবে যে,
গৃহে তোমার তিষ্ঠান ভার হইবে। "এই স্থানে শয়তানের
আবাস, আইস আমরা গুলি বর্ষণ করিয়া শয়তান তাড়াই",
ইহাই তাহাদের বুলি এবং তুমি ইচ্ছা কর আর না কর,
তাহারা তোমাকে মুক্তি প্রদান করিবেই করিবে। তবে
তুমি যদি সুবুদ্ধির ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনাকে আপনি
মুক্তি প্রদান কর, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

মুক্তিফৌজের না আছে এমন জিনিষ নাই। "ওয়ারক্রাই"
অর্থাৎ সমর-ধ্বনি নামক সংবাদ পত্র আছে, পাঠস্থান আছে,
কর্ম্মচারী আছে এবং আরও এক বিশেষ কথা, ব্যাঙ্ক বা ধন-
ভাণ্ডার আছে।

ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেণ্ট জেনারেলের নিকট হইতে হুকুমনামা
প্রাপ্ত হয়। এই সকল হুকুমনামা অতি অবজ্ঞাসূচক ভাষায়

লিখিত; তথাপি তাহা পটে লিখিয়া প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইতে দেওয়া হয়। আমি দুই একটি উদাহরণ দিতেছি :—প্রথমটি স্কারবরা নগর হইতে নকল করিয়া আনিয়াছি।

"আমেরিকান বাদ্যকর কাপ্তেন কণ্ডি এবং অপরাপর স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা রুধির ও অগ্নিসৈন্য সমভিব্যাহারে আজি স্কারবরার মধ্য দিয়া সমারোহে যাত্রা করিবে।

"সাড়ে ছয়টার সময় জানু-শিক্ষা (Knee drill) ও রুমাল চালন; সাড়ে দশটার সময় পবিত্র-প্রেতের (Holy Ghost) আবির্ভাব; অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় শত্রুর কামানের দ্বার রোধ; সাড়ে ছয়টার সময় সমস্ত চক্রে অগ্নি ও দহনকাণ্ড; সাড়ে আটটার সময় হালিলুয়া বা ধন্যবাদ সঙ্গীতের সহিত লম্ফ প্রদান।

"সোমবার আড়াইটার সময় আমেরিকান বাদ্যকর অপরাপর আফিশারের সহিত মিলিত হইয়া, যিশুর নামোদ্দেশে গান গাহিবে ও বক্তৃতা প্রদান করিবে; সাড়ে ছয়টার সময় যোদ্ধারা প্যারেডের জন্য সৌসাজে বারিকে উপস্থিত হইবে, লাল রুমাল, সাদা জামা এবং হ্যালিলুয়া টুপি পরিধান অবশ্য কর্ত্তব্য।

"বিদ্রোহীদিগের নিকট শান্তির প্রস্তাব করা হইবে।

"সৈন্যদলের সার্জ্জন আহত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত থাকিবে।

"রাজা যিশু ও কাপ্তেন ক্যাডম্যানের এই হুকুম"

১৮৮২ শালে মহোৎসবের দিন আমি টর্কে নামক নগরে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পড়িয়াছি :—

" মুক্তি-ফৌজ "

" প্রকাণ্ড সভা ; মেজর পেভি, কাপ্তেন ডেভিজ ও কাপ্তেন হ্যারি সভাধ্যক্ষ "

" প্রাতে ১১টার সময় পবিত্র-প্রেতের আবাহন "।

" মধ্যাহ্নে বারিক হইতে বাহির্গমন এবং শত্রু শিবিরের মধ্য দিয়া যাত্রা।"

" দুইটার সময় ঘোর যুদ্ধ "।

" সাড়ে নয়টার সময় কেল্লা মধ্যে সভা এবং তথা হইতে শয়তানগ্রস্তদের প্রতি রক্তোষ্ণ গস্‌পেল-গুলি বর্ষণ হইবে।"

"টীকা—এক বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক অর্থাৎ নিগুঢ়ষ্ট রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত থাকিবেন।"

আমি একদিবস মুক্তি-ফৌজেদের বারিকে গমন করি। উপাসনা আরম্ভপ্রায়,—জয়ঢাক, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যভাণ্ডের অঙ্গ উপস্থিত। জয়ঢাক সকল প্রকার ইংরেজী গীতবাদ্যের মূল। * * * সে যাহা হউক এক্ষণে মুক্তি ফৌজের কথা:—দেখিলাম তাহারা, চীৎকার স্বরে "যিশু আমার" এই অন্তরাযুক্ত অনন্ত স্তোত্র গাহিতেছে, চারিদিকে প্রশংসাধ্বনির উপর প্রশংসা ধ্বনি পড়িতেছে। ইত্যবসরে এক বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক অগ্রসর হইয়া বেদীতে উত্থান পূর্ব্বক করতালি ও চক্রগতিতে পাক দিতে দিতে অবশেষে হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "তাহার মুক্তি হইল ! তাহার মুক্তি হইল।"

কোন পাষণ্ড নাস্তিক যে পূর্ব্ব হইতে এরূপ ভাবে দ্বারের

নিকট দণ্ডায়মান ছিল যে বাড়াবাড়ি হইলে অনায়াসে পৃষ্ঠ-প্রদান করিতে পারিবে—সে বলিয়া উঠিল "এখনও হয় নাই।"

তখন একজন মুক্তি-ফৌজ আরাধনা আরম্ভ করিয়া বলিল, "শ্রবণ কর, বিদ্রূপকারীরা কি বলিতেছে! আমাদের মধ্যে শয়তান উপস্থিত"

সভাস্থ সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমাদের মধ্যে শয়তান উপস্থিত"

বক্তা কহিলেন, "আইস আমরা শয়তানকে দূর করিয়া দি!"

শয়তান বিচার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অনতি-বিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

ছোঁড়াগুলা বড় বিরক্ত করে। আমার মনে পড়ে, এক দিন এক ছোঁড়া কোন ফুট্‌ফুটে কোমলাঙ্গী মুক্তি-ফৌজকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, তোমার মুক্তি বোধ হইতেছে ত?" কোমলাঙ্গী উত্তর করিলেন, "তোর তাহাতে কি? তুই মুখ্ সামালে কথা কস্ এবং আপনার চর্‌কায় তেল দে।"

এই সকল সভাস্থলে আরাধনা প্রায় প্রচলিত নিয়ম অনুসারে হইয়া থাকে। "হে পরম পিতা পরমেশ্বর! ইংরেজ জাতিকে ত্রাণ কর, ইংরেজ তোমার মনোনীত জাতি।"

সভাস্থ সকলে উত্তর দিল। "তাহাই হউক"

বক্তা বলিলেন, "তুমি আমাদিগকে ত্রাণ করিয়াছ, কিন্তু শয়তানের হস্ত হইতে এখনও অনেকের ত্রাণ পাইতে বাকী আছে"

সভাস্থ সকলে উত্তর করিল, "তাহাই হউক।"

এই প্রকারে যে পর্য্যন্ত না বক্তার কল্পনা শক্তির উদ্ভাবনা শেষ হয়, সেই পর্য্যন্ত আরাধনা চলিতে থাকে।

মুক্তি-ফৌজের সংখ্যা ও তাহাদের ব্যাণ্ডের প্রতি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষদের মনোযোগ পতিত হইয়াছে। মুক্তি ফৌজকে ইংলিশ-চর্চ্চ সম্প্রদায়ের ক্রোড়গত করিতে পারিলে, উক্ত চর্চ্চের বেশ আয় বৃদ্ধি হয়। ক্যাণ্টারবেরির আর্চ বিশপ বা প্রধান বিশপ বারিক ক্রয়ের ব্যয় আনুকুল্যে পাঁচ পাউণ্ড পাঠাইয়া দেন। মহারাণী তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। মহারাণীই ইংলিশ-চর্চ্চ সম্প্রদায়ের মস্তক। সেই জন্য তিনি অর্থ সহায়তা করিয়া স্বীয় মর্য্যাদাহানি করিতে পারেন না—তাঁহার অর্থ সহায়তা ইংলিশ-চর্চ্চেরই প্রাপ্য। ইহা ব্যতীত, রাজপরিবারে মিতব্যয়িতার সারতত্ত্ব যে বিশেষ রূপে অনুশীলন হয়, তাহা সকলেরই জানা আছে।

গৃহের গৃহিণীরা ফৌজের বিরুদ্ধে তীব্র অনুযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভৃত্যেরা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে; তাহারা মুক্তির অভাব বুঝিতেছে; এবং কোন না কোন কাপ্তেন বা সার্জ্জন তাহাদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারণ করিতে সতত প্রস্তুত।

আমি সে দিনকার পুলিশ আদালতের বিবরণে পাঠ করিলাম, মুক্তি-ফৌজের কোন সভ্য এক গরীব কন্যাকে ত্রাণ করিয়াছে এবং ফল লাভের অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য, তাহাকে স্বীয় বাসায় লইয়া গিয়াছে, এবং তাহার যাহা কিছু

অলঙ্কারাদি ছিল, সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছে। আমার কোন প্রচারক বন্ধু ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য নহে, আমরা কেহই চতুষ্কোণ নহি, সকলেরই দোষ আছে।"

"ওয়ারক্রাই" অর্থাৎ সমরধ্বনী নামক সংবাদপত্রে সেদিন জেন জনসনের নব ধর্ম্মগ্রহণ ঘোষিত হয়। বড় দুঃখের বিষয়, রাজধানী একটি রত্ন হারাইল। জেন জনসনের বয়ঃক্রম ৬৮ বৎসর, মাতলামীর জন্য ১৯৮ বার রাজসন্নিধানে দণ্ডিত। বহুকাল কারাগারে অতিবাহিত করিয়াও, 'হেঁড়ে মাতাল' আমাদের জেনের শরীর বেশ সুস্থ। তবে দুঃখের বিষয়, মুক্তি-ফৌজ মাঝে পড়িয়া তাহার জীবনের পথে কণ্টক হইল; নতুবা তাহার শেষ দশা যে জীবনের অনুরূপ হইত, তাহার আর সন্দেহ ছিল না; জীবদ্দশা যেরূপ গৌরবে অতিবাহিত হইল, মৃত্যুও সেই রূপ গৌরবের হইত।

ক্রমওয়েলের সময় হইতে খৃষ্টধর্ম্ম সতত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতেছে,—বিলাতের আধুনিক ধর্ম্মাবস্থা তাহারই ফল। নূতন সম্প্রদায় আরাধনা প্রণালী অবনত করিয়া সম্প্রদায় বিভাগের পথ প্রদর্শন করিতেছে। তাহারা ধর্ম্মের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিতে গিয়া ধর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। মিনিষ্টার বা আচার্য্যেরা অভিনায়ক হইয়া উঠিয়াছে। যজমান দল তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা পর্য্যন্ত করিতেছে। ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাহাদিগকেই ত্রাণকর্ত্তারূপে অবলোকন করিতেছে। অনেকে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য মন্দিরে গমন করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু স্ব স্ব প্রিয় আচার্য্যের উপদেশ শুনিতে অগ্রসর। যদি ইহার সৎ অভি-

প্রায় ছিল, কিন্তু কার্য্যে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা উপরে বর্ণনা করিলাম।

কোন সম্প্রদায় বিশেষের একজন প্রধান আচার্য্য, বলিলেও হয় সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য, এক দিন উপদেশ দিতেছিলেন। উপদেশ দিতে দিতে তিনি সিড়ীর রেল দিয়া বেদীর উপর হইতে বেদীর তলে পিছলাইয়া আসিলেন। বেদীর উপর পুনর্ব্বার উঠিয়া তিনি বলিলেন, "এই দেখ, হে ভ্রাতৃবর্গ! পাপীরা এই প্রকারেই নরকে পতিত হয়।" যজমান মণ্ডলীমধ্যে বাহবা পড়িয়া গেল।

জেনারেল বা ফৌজাধ্যক্ষ সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিয়া মুক্তিফৌজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

মুক্তিফৌজ জেনারেল ব্যতীত আর কাহারও আজ্ঞাধীন নহে। জেনারেল সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি ধনভাণ্ডারের সর্ব্বময় কর্ত্তা; এবং তিনিই শতসহস্র আজ্ঞাকারী রাজহংসীদের অভিষেক, বিবাহ, মুক্তি, বা অধঃপতন মীমাংসা করেন। জেনারেলের স্ত্রীও জেনারেলের ন্যায় প্রচার কার্য্যনিরত। তাঁহার পুত্র কন্যারা কর্ণেল হইয়া ফৌজের দল বিশেষের অধিনায়কত্ব করিয়া থাকেন।

১৮৮২ সালের আক্টোবর মাসে কোন নবীনা মুক্তি-ফৌজের সহিত জেনারেলের পুত্রের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। সেই উপলক্ষে একটি বড় হলে মহাসমারোহ হয় এবং হল প্রবেশের জন্য আট আনা করিয়া টিকিট হয়। বলা বাহুল্য, জেনারেলের তাহাতে বেশ দশ টাকা লা[illegible]িয়াছিল।

হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নব পরিণীতা যুবক যবতী,

জেনারেল ও তাহার পরিবারের আশাতীত আশীর্ব্বাদী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছয় সহস্র লোক জমা হইয়াছিল, আট আনা হিসাবে ৩ হাজার টাকা দর্শনী নিশ্চয় উঠিয়া থাকিবে।

জেনারেল কোন অংশে মূর্খ নহেন।

যে দেশে বিজ্ঞাপনের এত ফল, সে দেশে জেনারেল এখনও যে অপূর্ব্ব পাঁচন বা মুক্তি বটীকা কেন আবিষ্কার করেন নাই, কিছুই বুঝিতে পারি না। ইহার যে প্রভূত প্রতিপত্তি হইবে তাহা বলা বাহুল্য। জেনারেল "সমর-ধ্বনী পত্রিকায়" এই বটীকার নিম্নপ্রকার সার্টফিকিট বা প্রশংসা পত্র যোগ করিয়া দিতে পারেন :—

"প্রিয় জেনারেল—শনিবার রাত্রে শয়ন করিবার সময় আমি আপনার অপূর্ব্ব বটীকা সেবন করি। যখন শয়ন করি তখন আমি ঘোর পাপী, জাগরিত হইয়া দেখিলাম আমি পরম পবিত্র হইয়াছি। আর দুই চারিটি বটীকার ওয়াস্তা, তাহা হইলেই কালি একেবারে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হই। প্রত্যেকের শয়নমন্দিরে কতকগুলি এই বটীকা থাকা উচিত। আপনি ইচ্ছানুরূপ এই পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। ইহার সহিত পাঁচ সিকার এক খানি মণিঅর্ডার পাঠাই, অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রীর জন্য এক বাক্স মুক্তি বটীকা শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন।"

পিকিউলিয়ার পিপ্‌ল সম্প্রদায়ের অনেক বিশেষ রীতিনীতি আছে। ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের এত বিশ্বাস যে তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোক পীড়িত হইলে রোগার শয্যার নিকট ডাক্তার আসিতে দেওয়া হয় না। তাহারা বলে, "ডাক্তার

ডাকিলে ঈশ্বরকে অপমান করা হয় ও তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা হয়; যদি আমার মৃত্যু ঈশ্বরের অভিমত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অভিমত সম্পন্ন হইবে। কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না; আমার আরোগ্য লাভ যদি তাঁহার অভিমত হয়, তাহা হইলে ডাক্তারের বিনা সাহায্যে তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন।”

এক মোকদ্দমায় কোন লোক অমনোযোগে সন্তান-বধ অপরাধে অভিযুক্ত হয়; সেই মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা দ্বারা এই নূতন সম্প্রদায়ের মতামত উত্তমরূপে বুঝা যাইবে।

মাজিষ্ট্রেট—“তোমার সন্তানের মৃত্যু হয়; তুমি ডাক্তার আনিতে অস্বীকার কর, কেমন, না?”

অভিযুক্ত—“ঈশ্বরের ইচ্ছা, সে মরিবে, কোন ডাক্তার তাহাকে বাঁচাইতে পারিত না।”

মাজিষ্ট্রেট—“যখন তুমি সন্তানকে সাংঘাতিক পীড়িত দেখিলে, তখন তোমার কি উচিত ছিল না ডাক্তার ডাকা?”

অভিযুক্ত—“না, আমি ঈশ্বরকে ভয় করি, এবং আমার নির্ভর তাঁহার প্রতি।”

মাজিষ্ট্রেট—“আচ্ছা, মনে কর গাড়িচাপা পড়িয়া তোমার পা ভাঙ্গিয়া গেল, তুমি কি তাহা হইলে ডাক্তার আনিতে পাঠাইবে না?”

অভিযুক্ত—“এরূপ আমার ঘটিতে পারে না; ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে, ন্যায়াচারীদের একখানি হাড়ও ভাঙ্গিবে না।”

মাজিষ্ট্রেট—"মনে কর হাড় ভাঙ্গিল ?"

অভিযুক্ত—"এরূপ অনুমান করা অসম্ভব।"

মাজিষ্ট্রেট—"আমি সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মমত সম্মান করি। কিন্তু আর একবার জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মনে কর না যে সন্তানের জীবন শঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তোমার উচিত ছিল ডাক্তার ডাকা ?"

অভিযুক্ত—"না, যদি তাহার মৃত্যু ঈশ্বরের অভিমত না হইত, তাঁহা হইলে সে কখনই মরিত না। হে জুরিস্থিত ভদ্রমহাশয়গণ! যদি যথার্থ ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে তোমারা এ প্রকার প্রশ্ন করিতে দিতে না। আমাদের বাটীতে কোন লোক পীড়িত হইলে আমরা তৈল দিয়া তাহাকে অভিষেক করি এবং গুরুর আজ্ঞামতে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি। যদি তাহাকে আমাদের নিকট হইতে লইয়া যাওয়া ঈশ্বরের অভিমত হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহার ঐশ্বরিক আজ্ঞা নতশীরে বহন করি।"

১৮৮৩ সালে ২৪ শে জানুয়ারির সংবাদপত্রে এই মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ বাহির হয়।

দুই মাস পরে সেই লোক সেই প্রকারে আর একটি সন্তান-বধ অপরাধে অভিযুক্ত হয়।

সে যাহা হউক, ইংরেজের ন্যায় স্বাধীন ব্যবসায়ী ও স্বাধীন প্রকৃতি জাতির পক্ষে, এপ্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাস অপূর্ব্ব নহে। যে ছাত্র ইংল্যাণ্ডে পরীক্ষা দিয়া ডাক্তারী-ডিপ্লোমা সংগ্রহ করিতে পারিল না, সে স্কটল্যাণ্ডে গমন করিয়া অনায়াসে একটা ডিপ্লোমা সংগ্রহ করিল, অথবা আমেরিকা গমন করিয়া একটা ক্রয়

করিয়া আনিল। তাহার হস্তে কত লোক আত্মীয়গণের প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিল; অতএব এমত স্থলে কেহ কেহ যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর শ্রেয় বিবেচনা করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ডেভন্‌শায়ারে জম্পার (লম্ফ ঝম্প কারী) নামক এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃজন হয়। ইহার স্রষ্টা কুমারী জোয়ানা সাউথকট, জোয়ানা প্রচার করিল যে কুমারী মেরীর প্রেতাত্মা বা ভূত তাহাকে পাইয়াছে। "শয়তান সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত; মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় তাহার উপর লম্ফ প্রদান করা। যে যত উচ্চ লম্ফ দিতে পারিবে, সে তত জোরে শয়তানের উপর পতিত হইবে এবং তাহার মুক্তিলাভের তত অধিক সম্ভাবনা।" ইহাই জম্পারদের মত। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতে পারি, শয়তানের আর বাঁচিয়া সুখ নাই। ইহারা গীর্জায় গমন করিয়া মনের সাধ মিটে যাবৎ না তাবৎ, লম্ফ ঝম্প করিত। জম্পার সম্প্রদায় এখনও একেবারে নির্ব্বাণ হয় নাই। এক সময়ে কুমারী জোয়ানা সাউথকট পবিত্র প্রেতের ঔরসে সসত্ত্বা হইয়াছেন মনে করেন। তাহার ভক্তবৃন্দ আগন্তুক পবিত্র সন্তানের যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য মহা সমারোহের সহিত আয়োজন করিতে লাগিল, দুর্ভাগ্যক্রমে জোয়ানা তাহাদের আশা ভঙ্গ করিল; জোয়ানার হঠাৎ মৃত্যু হইল এবং মৃত্যুর সহিত গুপ্তকথাও লুপ্ত হইল। সাউথকট দলভুক্ত লোকের এখনও বিশ্বাস যে, সেণ্ট পল কৃত দৈববাণী পুস্তকে যে সূর্য্যস্থিতা রমণীর উল্লেখ আছে, কুমারী জোয়ানা সেই রমণী ভিন্ন আর কেহ

ছিলেন না, এবং মর্ত্তে তাঁহার পুনরাবির্ভাব হইবে। আমরা বলি জম্পার সম্প্রদায়ের জয় হউক!

ইঙ্গ-ইংরেজ সম্মিলন।

ইংরেজ জাতি ইজ্‌রেল জাতির বংশ—ইঙ্গ ইজ্‌রেল সম্মিলনী সভা—একতা বা সম্মিলনের দ্বিসপ্তদশ পমাণ—প্রচারকের পদ খালি—ইঙ্গ ইজ্‌রেলের একতার নূতন প্রমাণ।

আজন্ম ইংরেজের বাইবেল পড়া অভ্যাস, কাজেকাজেই তাহারা বাইবেলোক্ত সেই অকৃতজ্ঞ, ভীরু, রুধিরভক্ত, অথচ ঈশ্বরের মনোমত ইজ্‌রেল জাতি প্রিয়। যে জাতির সমক্ষে শত্রুবেষ্টিত নগরের প্রাচীর ভেরী শব্দে ধরাশায়ী হইয়াছিল, যে জাতির সহিত ঈশ্বর স্বয়ং কথা কহিয়াছিলেন এবং যে জাতির জন্য তিনি স্বয়ং শত্রুর উপর শিলাবর্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইংরেজ সেই ইজরেলজাতি প্রিয়।

জেরুজেলাম নগর ধ্বংশের পর, ইহুদি জাতি ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ইজ্‌রেল বংশের কোন উল্লেখ নাই এবং ইতিহাস লেখকেরা তাহাদের চিহ্নমাত্র অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। যে জনবুল ধর্ম্মভীরুতাই পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিপত্তি লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জনবুলের মনে হঠাৎ এক দিন উদয় হইল, আমি কি সেই হারান-ধন ইজ্‌রেলে বংশধর হইতে পারি না? আমি যেরূপ মহৎকার্য্য সকল সম্পন্ন করি, তাহাতে আমি যে বিশেষ পরম-

খানা দ্বারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহা কি সম্ভবপর নহে যে যিনি সূর্য্যদেবকে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তিনিই আমার পূর্ব্বপুরুষ।" যে ইজ্‌রেল জাতি ঈশ্বর অনুকম্পায় লোহিত সাগর শুষ্ক পদে অতিক্রম করিয়াছিল, সেই জাতির সহিত একবংশ প্রমাণ করিবার জন্য জনবুল বিশেষ চেষ্টিত।

বিলাতে "ঈঙ্গ-ইজ্‌রেল সম্মিলনী সভা" নামক একটী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ব্রিটনের অধিবাসীরা যে ইজ্‌রেলের বংশধর, তাহা প্রমাণ করাই উহার উদ্দেশ্য। এক বংশত্ব সম্বন্ধে এই সভা ইতিমধ্যে শাস্ত্র হইতে ৭৭টি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে। এবং পুস্তক ও পুস্তিকাতে প্রায় একশত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছে। প্রতিদিনই ইহার ভক্তবৃন্দ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই, কারণ ঈশ্বর একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

একবংশত্বের এই সকল প্রমাণ অকাট্য, তাহার মধ্যে কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

শাস্ত্রের উক্তিঃ—

"ইজ্‌রেল বংশ প্যালেষ্টাইন প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে এক দ্বীপে বাস করিবে, এবং হিব্রু ভাষায় কথা কহিবে না।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে "ইংরেজ দ্বীপে বাস করিতেছে; সেই দ্বীপ প্যালেষ্টাইনের উত্তর-পশ্চিম ভাগে স্থিত; তাহাদের ভাষায় লাটিন প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষায় অনেক কথা আছে। কিন্তু হিব্রু শব্দ একেবারে নাই"—অতএব শাস্ত্রের মতে ইংরেজ ও ইজ্‌রেল বংশ এক।

"ইজ্‌রেল পৃথিবীর সকল অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিবে।"

তাহারা আইজায়ার (বাইবেলের অধ্যায় বিশেষ) তৃতীয় ছত্রের এইরূপ অর্থ করেন। "তুমি দক্ষিণে বামে বিস্তার হইয়া পড়িবে। তোমার বীজ মরুভূমিসম নগর অধিবাসী পূর্ণ করিবে।"

সেই সমাজ হইতে এক পুস্তিকা সংগৃহিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমি দুই চারিটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। আমার এই সামান্য গ্রন্থেও স্থান দান করিলে, সেই সকল পুস্তিকার অতিশয় সম্মান করা হয়। বিশ্বজাতীয় দর্প ও ধর্ম্মোন্মত্ততা মিলিত হইলে ইংরাজেরা কতদূর যাইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী।

আমাদের ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের অধিকারে উপনিবেশ থাকিবেই থাকিবে—আমাদের অদৃষ্টে ইহা লিখিত। ওলন্দাজ ও স্পেনদেশীয়দের এককালে উপনিবেশ ছিল কিন্তু তাহারা তাহা হারাইয়াছে, এবং যে দুই একটি সামান্য মত অবশিষ্ট আছে তাহাও অনতিকাল বিলম্বে তাহাদের হস্তচ্যুত হইবে। ফরাশীদের উপনিবেশ নাই বলিলেই হয়। জার্ম্মাণেরা চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি পৃথিবীর সকল স্থানে সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে এবং আরও উপনিবেশ তাহাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তুরস্করাজ্য ভগ্নপ্রায়, ইহার রাজধানী কনষ্টানটিনোপল অধিকারে আমাদের সত্ব আছে, সেই জন্য শীঘ্রই আমাদিগকে ইহা অধিকার করিতে হইবে। কনষ্টাণ্টিনোপল আমাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিজিত রাজ্য ভারতবর্ষ গমনের

সিংহদ্বার—যে ভারতবর্ষ কোটী কোটী লোকের আবাস ভূমি এবং যাহার মধ্যে চল্লিশটি স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত।”

শাস্ত্র বলিতেছেঃ—

“ইজ্‌রেল জাতি হইতে এক নূতন অথচ স্বাধীন জাতি উত্থিত হইবে।”

ইংরেজ রচিত একখানি পুস্তক লিখিতেছে, “সেই জন্য ঈশ্বরকে আরও ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, আমাদের জাতি ভাই আমেরিকায় প্রতি বৎসর স্বাধীনতা প্রচার সমারোহে সম্পন্ন করিতেছে।”

উপরিউক্ত পুস্তক আর একস্থানে লিখিতেছে—“আমেরিকানরা এক প্রধান জাতি, ঈশ্বর তুমিই ধন্য! তোমার আজ্ঞাই ছিল, আমেরিকা ইংরেজ হইতে পৃথক হইবে।”

ইংরেজ নরমের উপর বাঘ, কিন্তু শক্ত লোকের কাছে কেঁচো।

> স্পর্শ কর, বিছুতিরে,
> দেয় বড় যাতনা।
> চাপি ধর, তুলা সম,
> দূর হয় বেদনা॥

শাস্ত্র বলিতেছে, “ইজ্‌রেল রাজতন্ত্রাধীন হইবে।” আমিও স্বীকার করি, ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র যেরূপ বদ্ধমূল অন্য কোন রাজ্যে তদ্রূপ নহে।

শাস্ত্র বলিতেছে, “ইজ্‌রেল আপন দ্বীপে কখন পরাজিত হইবে না, এবং শত্রুপক্ষ যতই প্রবল হউক সকলকে পরাজয় করিবে।”

ইংরেজ বলিতেছেন, "ফরাশা, রুষ, স্প্যানিশ, ওলন্দাজ, চীন, ইণ্ডিয়ান, জার্ম্মেন, অষ্ট্রিয়ান এবং ইটালীয়ান কোন জাতিই ইজ্‌রেল হইতে পারে না, কারণ তাহারা সময়ে সময়ে পরাজিত হইয়াছে।"

"ব্রিটিনবাসীরা কেবল কখন পরাজিত হয় নাই, ; অতএব তাহারাই ইজ্‌রেল।"

এই প্রলাপ বাক্য গ্রন্থকারের নিজের ব্যয়ে মুদ্রিত তাহা বলিতে হইবে না। কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে।

সেই পুস্তিকার আর এক স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :— " আমরা ভিন্ন অন্য কোন জাতি প্রবল শত্রুর সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে অক্ষম। ইজ্‌রেলের সহিত একতার এই লিখন, পেনিনস্থলার যুদ্ধের সময় সপ্রমাণ হয় ; ডিউক অফ ওয়েলিংটন সামান্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ইউরোপের প্রায় সমগ্র সৈন্য অবরোধ করেন।" (অবিশ্বাস সূচক ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না, উপরিউক্ত পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে ; আমার ততদুর কল্পনাশক্তি নাই যে আমি নিজে এইরূপ রচনা করিতে পারি)। "আমরা কেবল মাত্র দুই চারি নৌকা লোকের সাহায্যে, কোটী কোটী সংখ্যক চীনদের গতিরোধ করি এবং তাহা সত্ত্বেও তাহাদিগকে পরাজয় করি। কোটী কোটী মানবপূর্ণ ভারতবর্ষ, আমরা কতকগুলি মাত্র শ্বেতকায় দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি। ক্রাইমিয়ান সংগ্রামের সময় আমরা অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া রুষকে পরাজয় করি। (লক্ষ লক্ষ ফরাশা সৈন্য ক্রামিয়ান সংগ্রাম স্থলে

যে উপস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখও নাই; ৪০ সহস্র তুরস্ক সৈন্যর কথা ছাড়িয়া দাও।) আশাণ্টী জাতি, আফগান জাতি, জুলু ও মিশর জাতির পরাজয়, সব বলিতে কথা শেষ হইবে না।” সে যাহাহউক, আমরাও পাঠকদের অনুমতি লইয়া শীঘ্র একথা শেষ করিতেছি, এই বিভৎস কাণ্ড লইয়া থাকিতে আমাদের আর প্রবৃত্তি হয় না। উপরি উক্ত কয়েকটি ছত্র সমাজ-প্রসঙ্গ-পুস্তক—কোন চিন্তাশীল পুস্তক, ঠাট্টা তামসার পুস্তক নহে—হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। দেখিবে উপরি উক্ত সমাজ-প্রসঙ্গ-পুস্তকের জয়-তালিকায় বোয়ার জাতির নাম পর্য্যন্ত নাই, তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া গ্রন্থকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। বোয়ার জাতি ইংরেজকে নাকি বেশ উত্তম মধ্যম শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাদের নাম উল্লেখ করিলে ত্রয়স্ত্রিংশতিতম প্রমাণ সাব্যস্ত করা বড় কঠিন হইয়া উঠিত। সবলকায় বোয়ার জাতি এক্ষণে স্বদেশের প্রভু এবং ইজ্রেল জাতির নব সংস্করণ ইংরেজ তাহাদের প্রতি অসম্মানের কথা বলিতে সাহস করে না।

শাস্ত্র বলিতেছে, “ইজ্রেল জাতি রবিবাসর বিশ্রাম স্বরূপ পালন করিবে।”

একতাসমাজ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, প্রত্যেক রবিবারে আমাদের রাজধানী বিদেশীর চক্ষে কি আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয় না? যথার্থই সেদিনকার দৃশ্য বড়ই ঘন গম্ভীর! পৃথিবীর ৪ কোটী অতি কার্য্যতৎপর লোক, প্রত্যেক হৌস, প্রত্যেক আমোদ স্থল, প্রত্যেক বিশ্রামালয় বন্ধ করিয়া, বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, ২৪ ঘণ্টার জন্য পৃথিবী ত্যাগ করেন। পোষ্টাপিস

একেবারে বন্ধ, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে প্রায় অচল, অধিকাংশ নগরবাসী সপ্তাহকাল পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য কি? লণ্ডন নগর রবিবাসরিক বিশ্রাম পালন করিতেছে।” এসব কথা কিন্তু ঠিক নহে, রবিবারে সহরের বাহিরে চিঠি বিলি আছে; রবিবারে টেলিগ্রাফ পাঠান যায়; রবিবারে লণ্ডনের রেলগাড়ী কেবল প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় বন্ধ হয়; আড্ডাঘর খোলা থাকে; এবং সকলেই জানে চুরি ডাকাতির সংখ্যা রবিবারে যত অন্য কোন বারে তত হয় না। অতএব একতাসমাজ আমাদিগকে যতদূর বিশ্বাস করিতে বলেন, ইজ্‌রেলের বংশ তত দূর বিশ্রাম করে বলিয়া বোধ হয় না

শাস্ত্র বলিতেছে, “ইজরেল বংশ রক্তবীজের ঝাড়”

ঈশ্বর যথার্থই ইজ্‌রেলপিতামহ এব্রাহামের নিকট প্রতিশ্রুত হন, এব্রাহাম বহুমানবের পিতামহ হইবে, তাহার বংশ নভোমণ্ডলের নক্ষত্র মণ্ডলের ন্যায় অগণ্য হইবে। জেকবের প্রতি স্বপ্নে আদেশ হয় যে যেস্থানে জেকব বিশ্রাম করিবে, সেই স্থান তাহার অধিকারভুক্ত হইবে এবং তাহার বংশ ধূলীকণার ন্যায় অসংখ্য হইবে।

সম্মিলনী সভা বলেন, পৃথিবীতে ব্রিটীশজাতির ন্যায় কোন্ জাতির বংশ বৃদ্ধি হইতেছে?”

ফলকথা, ব্রিটিশ জাতি যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, সে হারে ২০০০ সালে এই জাতি ২৭৩ কোটি ৭০ লক্ষ সংখ্যার পরিণত হইবে। ১৮৭৩ সালে জুন মাসের কোন বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকা (Quarterly Scientific Review) বলিতেছে যে

এংলোসাক্সন (ইংরেজ) জাতি ইউরোপে ৫৬ বৎসর মধ্যে ও উপনিবেশে ৩৫ বৎসর মধ্যে দ্বিগুণ, কিন্তু জার্ম্মণেরা ১০০ বৎসরে এবং ফরাশীরা ১৪০ বৎসরের দ্বিগুণিত হয়। অতএব ইংলণ্ড অবশ্যই ইজরেল।

এক দিন আমি একজন ইংরেজকে বলি, "এদেশে তোমাদের বালক বালিকার সংখ্যা কত ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "একটা কথা বুঝিয়া দেখুন না, শাস্ত্র কি বলিতেছে শুনুন না, অন্য বিষয়ের জন্য আমাদের বড় উদ্বেগ নাই।"

শাস্ত্র বলিতেছে, "ইজরেল বংশ পৃথিবীর সমস্ত দেশে প্রচারক প্রেরণ করিবে।"

এই প্রমাণ বাইবেল হইতে সংগৃহীত। ঈশ্বর বলেন, "এই জাতি আমি নিজের জন্য স্থাপন করিয়াছি, তাহারা আমার প্রশংসা প্রচার করিবে।" ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর সকল অংশেই প্রচারক প্রেরণ করিতেছেন; বাইবেল সোসাইটির এই সকল ব্যবসাদার পরিব্রাজক রাজনৈতিক দৌত্যকার্য্যে বিশেষ পটু, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে স্থানে তাহাদের আবশ্যকতা নাই, সেই স্থানেই তাহারা প্রেরিত হয়।

দুইটি যথার্থ ঘটনার কথা বলিতেছি :—

নেটাল-উপনিবেশে কোন জুলু একজন খৃষ্টানকে এক অভক্ষ্য কুক্কুট বিক্রয় করে। কিছু দিন পরে, খৃষ্টান গিয়া তাহা উল্লেখ করিয়া অনুযোগ করিল। আচ্ছা, সেই অসভ্য জুলু তাহা শুনিয়া কি করিল বল দেখি ? সে শ্বেতকায় পুরুষকে আর একটি কুক্কুট দিল এবং তাহার মূল্য গ্রহণ করিল না।

আমি জানি, একজন ইংরেজ—কোন লণ্ডন, পক্ষি-বিক্রেতার দোকান হইতে ডেবন-শায়ারান ও টাট্‌কা ও শিশু কুক্কুট ভ্রমে এক বৃদ্ধ দাঁড়কাক ক্রয় করে। আচ্ছা, সেই সভ্য ইংরেজ কি করিল বল দেখি? কেনা-জিনিষ ও ভাঙ্গা-দাঁত লইয়া সে নিজের মান বাঁচাইয়া চুপে চুপে রহিল—পক্ষি-বিক্রেতা ত আর জুলু নহে! এখন পাঠক, বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রচারকের আবশ্যক কোথায়!!

প্রচারকেরা লণ্ডনে থাকেন না কেন? তাহাদের প্রচার কার্য্যের এমন উপযুক্ত স্থান আর কোথায়?

হা ভাই ইজ্‌রেল! হা ভাই প্রভুর মনোমত সন্তান! তুমি কি সেই মূর্ত্তি? ইহা কি সম্ভবে তুমি সেই মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি ধর্ম্ম ও আদর্শ, সত্যের ব্যাভচার কারয়া আপন কার্য্য সমাধা করিয়া লইতেছে! ভাই, জেরুজেলাম! জয়ডঙ্কা না বাজাইয়া হেট-মস্তক লুকাও!

হারান-ধন-ইজ্‌রেল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণ অকাট্য।

আমি যদি সাম্মলনী সভার সাহায্য করিতে অনুমতি পাই, তাহা হইলে আর একটি অকাট্য প্রমাণ যোগ করিয়া দিতে পারি। জুডাবংশের প্রতি আদেশ হয়—"দেখ আমার অনুচরেরা পান করিবে, কিন্তু তোমরা পিপাসাতুর থাকিবে।"

১৮৭৭ সালের প্রকাশ্য সরকারী বিবরণী পাঠে অবগত হইলাম যে, ইংল্যাণ্ডে ১৮৭৬ সালে মাতলামি অপরাধে ১লক্ষ ৪ সহস্র ১ শত ৭৪ জন লোক গ্রেপ্তার হয়। তাহার মধ্যে

৩৮ সহস্র ৮ শত ৮০ জন স্ত্রীলোক। ১৮৭৬ সালের পর এই বীভৎস ব্যাপারের সংখ্যা যে কমে নাই, তাহা নিশ্চয়।

সুরাপায়ীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই রাজপথে মাত্‌লামি ও অসদ্ব্যবহার করে, ও সেই অপরাধে ধৃত হয়। নিতান্ত নিরাশ্রয় না হইলে, আর লোক রাজপথে মাত্‌লামি করে না। ভদ্র ও সম্পন্ন লোক স্ব স্ব গৃহে বসিয়া সুরাপান করে, আইন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইতে পারে না। এই সকল কারণেই বুঝিবে, আমাকে অধিক বুঝাইতে হইবে না যে, ব্রিটিশ ও ইজ্‌রেল জাতি অবশ্যই এক; কারণ তাহা না হইলে, ইহাদের মধ্যে এত মদ্যপায়ী লোক কেন হইবে?

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইংরেজ ফরাশী অপেক্ষা ধীর, তাহার বিবেক শক্তি ফরাশী অপেক্ষা সবল, সুস্থ ও ব্যগ্রতা শূন্য, তাহার দেশহিতৈষিতা অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তির অধীন। ইংরেজ আচার ব্যবহারে উষ্ণতাহীন, প্রকৃতিগত মিতাচারী ও শান্ত এবং স্বভাবত মুখচোরা ও বিমর্ষ। আজন্ম বাইবেলের অপরিণত নীতি অভ্যাস করিয়া এবং সুখসম্ভোগের প্রতি যাহাতে ভয় হয়, এরূপ কঠোর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, ইংরেজ ফরাশীর ন্যায় সদাসুখী ও প্রেমিক হইতে পারে না।

শিক্ষা, আব্‌হাওয়া ও আহার সমস্তই ইংরেজ ও ফরাশী-চরিত্রে বিষম বিষমতা সম্পাদন করে। ইংরেজের একবারকার আহার অর্দ্ধ সের বীফ (মহামাংস), এক থালা পিষ্টক ও গ্রাসপূর্ণ দুষ্পাচ্য কালো বিয়ার (সুরা বিশেষ); ফরাশীর আহার

ঝিনুকের একটু শাস কুক্কুট শিশুর একটি পক্ষ, এক খানি ফুল্‌কো পিষ্টক ও এক বোতল ক্ল্যারেট। অতএব ইহাদের উভয়ের চক্ষে প্রপঞ্চ যে ভিন্ন প্রকার দেখাইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

একদিন সন্ধ্যাকালে সাধারণ-মহোৎসব উপলক্ষে, সকলেই সুখী, সকলেরই হাস্যমুখ, কিন্তু কোন রাজনীতিপ্রবর ফরাশী প্রজ্বলিত আলোকদ্বয়ের মধ্যদিয়া গবাক্ষদ্বারে আপন বিমর্ষ-বদন বাহির করেন—এই প্রসঙ্গ আমি এক দিন কতকগুলি ইংরেজের সমক্ষে অবতারণা করি। তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কোন ইংরেজ এরূপ আচরণ করে না, হর্ষের দিনে বিমর্ষ হইয়া থাকে না।"

আমি উত্তরে বলিলাম, "আপনাদের কথা ঠিক, ইংল্যাণ্ডের আব্‌হাওয়া এরূপ করিতে দেয় না, কাহার সাধ্য শীতে গবাক্ষের বাহিরে মুখ বাহির করে।"

এই বিষমতার দেশ, যে দেশে একদিকে উন্নততম নীতি ও অপর দিকে বদ্ধমূল ঘোর পাপাচার, সে দেশ ধর্ম্মদ্বেষী না হয় কেন, ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। যথার্থই বোধ হয় বিধাতার লিখন, যেন ইংল্যাণ্ডে দ্বিত্বভাব সতত রাজত্ব করিবে। আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি, ইংল্যাণ্ডে ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, ফ্রান্স অপেক্ষ অধিক। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত টেনও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

ইংল্যাণ্ডের নীতি স্বার্থপর বলিয়া ফরাশীরা সতত ইংল্যাণ্ডের উপর দোষারোপ করে; কিন্তু দেশহিতৈষিতা কি স্বার্থপরতার প্রকাশ্য ও মার্জ্জনীয় রূপান্তর নহে? অন্য মহীলা অপেক্ষা

মাতাকে স্নেহ করা কি স্বার্থপরতা? অন্য লোকের পুত্রকন্যা অপেক্ষা স্বীয় পুত্রকন্যাকে সুন্দর ও বুদ্ধিমান মনে করা কি স্বার্থপরতা? একটি উত্তম পদে অভিষিক্ত হইতে অস্বীকার না করা এবং সু-খৃষ্টানের মত প্রতিবেশীকে না দিয়া তাহা স্বয়ং গ্রহণ করা কি স্বার্থপরতা? আমাকে এমন দেশ দেখাও, যে দেশ বিদেশীর জন্য স্বীয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা আপন আতিথ্য ও মহত্ত্বের অধিকতর পরিচয় দেয়? যে দেশে বিদেশী অধিকতর সম্মান ও মনোযোগ প্রাপ্ত হয়? দেশীয় বিধি (আইন) সম্মান করা ভিন্ন, অন্য সকল বিষয়েই বিদেশী বিলাতে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে এবং পার্লামেণ্টের সভ্য হওয়া ব্যতীত ইংরেজের জাতিগত সমস্ত অধিকারেই অধিকারী।

জনবুলের দেশহিতৈষিতা বুদ্ধিমার্গ অবলম্বন করে। জন কাজের লোক, কোন প্রকারে লাভের নিশ্চয়তা না থাকিলে জন কখন বিক্রম প্রকাশ করিয়া বিপদ আপদ ভোগ করিতে প্রস্তুত নহে। ১৮৭৮ সালে রুষ ও ইংল্যাণ্ড যখন পরস্পরের প্রতি মুষ্টি উত্তোলনে প্রবৃত্ত, তখন এক দিন একজন রুষগাড়ীওয়ালা কোন লোককে গাড়ী চাপাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে জানিতে পারিল আরোহী ইংরেজ। গাড়োয়ান তৎক্ষণাৎ আরোহীকে নামিতে বলিল ও তাহার প্রদত্ত বেতন লইতে অস্বীকার করিল। রুষের চক্ষে ইহা দেশহিতৈষিতা, কিন্তু জনবুল ইহাকে দেশহিতৈষিতা বলে না। লণ্ডনের গাড়ীওয়ালা এরূপ স্থলে দ্বিগুণভাড়া চাহিত।

ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুক্ত টকভীল একস্থানে ফরাশী জাতির সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলেন "ফরাসী প্রকৃত গৌরব অপেক্ষা বিপদ, প্রভুত্ব, সফলতা, উজ্জ্বলতা ও সুখ্যাতির

অধিক আরাধনা করে ; ফরাশীতে সত্য অপেক্ষা চতুরতা অধিক, সুবুদ্ধি অপেক্ষা মেধা অধিক ; ফরাশী একটা প্রকাণ্ড বিষয় কার্য্যে পরিণত করা অপেক্ষা প্রকাণ্ড কল্পনা উদ্ভাবনে অধিক পটু ; ফরাশী ইউরোপ মধ্যে উজ্জ্বলতম জাতি, ফরাশীর কার্য্য-কলাপে কখন প্রশংসা, কখন ঘৃণা, কখন দুঃখ, কখন ভয়ের উদয় হয়, কিন্তু ফরাশী চরিত্রে মাঝামাঝি বলিয়া এমন কোন একটা জিনিষ নাই ; সকল বিষয়ে ভাল মন্দে ফরাশী শ্রেষ্ঠতম। কোন বিষয়ে মধ্যম শ্রেণী বলা তাহার পক্ষে গালি। অপর পক্ষে ইংরেজের মহত্ত্ব আছে, কিন্তু উদারতা নাই, সাহস আছে, কিন্তু স্বীয় লাভালাভের উপর হস্ত না পড়িলে, বীরত্ব নাই। ইংরেজচরিতে ফরাশীর জ্যোতি বা আবেগ নাই, কিন্তু ইংরেজ স্বায়ত্ব, সাহস, অধ্যবসায় এবং বিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ—

বুদ্ধি ও অনুশীলনে যে সকল গুণ উদ্ভাবনা হইবার সম্ভাবনা, ফরাশী ও ইংল্যাণ্ডের মিলনে তাহা সম্ভবে। কুইন ভিক্টো-রীয়ার রাজত্বাধীনে এই দুই মহৎ জাতির মিলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আশা হয় যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিক্রমে বল পরীক্ষা না করিয়া কেবল শান্তিজনিত শিক্ষা ও চর্চ্চায় প্রতি-যোগীতাচরণ করিলে, তাহারা পরস্পরের সাহায্যে উন্নতি ও স্বাধীনতা মার্গে অগ্রসর হইবে।

প্রসিদ্ধ ফরাশী গ্রন্থকার ভলটেয়ার-কথিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা যাউক। তিনি বলেন "জন্মস্থান নির্ণয় করিবার ভার আমার নিজের উপর থাকিলে, আমি ইংল্যাণ্ড বাছিয়া লইতাম।"

সম্পূর্ণ

... FAMILY LIBRARY